সূচীপত্র

বালজাক্ প্রসঙ্গে

উপন্যাসেই বালজাকের সিদ্ধি, তাই ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁর জগতজোড়া খ্যাতি। অথচ ছোটগল্পের স্রষ্টাও বালজাক। এড্গার এ্যালেন পো, হথর্ন, পুশ্কিন, গোগলের আগেই বালজাকের হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছে আধুনিক ছোটগল্পের প্রাথমিক রূপ। ছোটগল্পের রূপ সৃষ্টিতে বালজাকের অবদান অনস্বীকার্য। নিটোল গল্প বলতে যা বোঝায় তার লেখায় আমরা তা পাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হয় যে বালজাক শুধু গল্প বলার জন্যই সাহিত্য রচনা করেন নি তার লক্ষ্য আরও উন্নত এবং গভীর। বস্তুত বালজাকের ছোটগল্প তাঁর উপন্যাসেরই পরিপূরক। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি নিয়েই গড়ে উঠেছে The Human Comedy যাকে বলা যায় একটি বিশাল উপন্যাসের বিভিন্ন খণ্ড। তাঁর রচনাবলীর ভূমিকায় তিনি বলেছেন—তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে ইতিহাস—সামাজিক আচার ব্যবহারের ইতিহাস যে ইতিহাস লিখতে ভুলে গেছেন ঐতিহাসিকেরা। মানুষ কিভাবে বাঁচে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি—এগুলিই তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, দেখাতে চেয়েছিলেন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদান যা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এজন্যই বালজাক পারিপার্শ্বিকের উপর জোর দিয়েছিলেন বেশি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংঘাতে মানুষ কিভাবে পরিবর্তিত হয়, পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনে নিজেকে সে কিভাবে গড়ে তোলে, আবার পারিপার্শ্বিকের উপর তার নিজের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া—এসব নিয়ে বালজাক নিয়ত ভাবিত ছিলেন। তাই নরনারীর জীবনাচরণ বোঝাবার জন্য তিনি পরিপ্রেক্ষিত ও পারিপার্শ্বিকের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন, এমন কি তুচ্ছতম আসবাবপত্রের বর্ণনা দিতেও ছাড়েন নি। নরনারীর আশেপাশের সামান্যতম নিষ্প্রাণ বস্তুও বালজাকের কাছে অর্থহীন নয়, বরঞ্চ অত্যন্ত তাৎপর্য মণ্ডিত। মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতকে তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সেভাবে বিশ্লেষণ তাঁর আগেও যেমন কেউ করেন নি, পরবর্তী কালেও কেউ না। বস্তুত বালজাক মানুষের শরীর ও মনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। সর্বদাই একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন।

বালজাক আবার নতুন বাস্তববাদেরও স্রষ্টা। জোলা বা ফ্লবেয়ারের শীতল নিস্পৃহ বাস্তবতা নয়, বালজাকের বাস্তবতা উষ্ণ আবেগ বাস্তবতা। সেখানে রিয়ালিজম ও রোমান্টিসিজম পরস্পরের সঙ্গে মেশামেশি হয়ে গেছে, একটা থেকে আর একটাকে বিচ্ছিন্ন করার কোন্ সুযোগ সেখানে নেই। বালজাকের

এই বাস্তববোধই টলস্টয়কে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, গর্কিকেও মুগ্ধ করেছিল। তাঁর বাস্তবতা কেন এতসব মহান লেখকের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে হলে কয়েকটা কথা বলা দরকার। বালজাক সমদর্শী ছিলেন। কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাঁর পক্ষপাত ছিল সত্যের প্রতি। তাই সর্বশ্রেণীর মানুষ তাদের সরলতা-দুর্বলতা-জটিলতা নিয়ে তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত। বালজাকের রিয়ালিজমে যে সত্যেরই জয় ঘোষিত হয়েছে সে কথা আমরা বুঝতে পারি যদি আমরা তিনি কোন্ শ্রেণী থেকে এসেছেন তা বিশদ বিশ্লেষণ করি। জানতে পারি কোন্ শ্রেণীর প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল। ১৭৯৯ সালে তাঁর জন্ম এবং ১৮৫০ সালে তাঁর মৃত্যু। তাঁর প্রথম জীবনকাল কেটেছে নেপোলিয়নিক যুগের মধ্যে যখন নেপোলিয়ন সমগ্র ইউরোপকে বিধ্বস্ত করছেন, সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে নতুন বুর্জোয়া সভ্যতার পথ খুলে দিচ্ছেন। আর এ সময়ে বালজাক তাঁর চোখ কান খোলা রেখে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন। বাড়িতে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন, কিন্তু তবু সহজ গতানুগতিক জীবন গ্রহণ করেন নি। লেখার সুবিধের জন্য রাতকে দিন করে নিয়েছেন, আর দিনকে রাত। রাত জাগার জন্য সারাজীবনে পঞ্চাশ হাজারের অধিক কাপ দুধ বর্জিত কফি খেয়েছেন। ফলে অকাল মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ ভাবেই সাহিত্য সাধনা করেছেন তিনি। বুর্জোয়া ব্যবস্থার শ্রদ্ধেয় বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠাদানের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন পিতা, কিন্তু বালজাক তা গ্রহণ করতে রাজী হননি। এই বুর্জোয়া বৃত্তিতে তাঁর আস্থা ছিল না মোটেই। যদিও সেই সময়েই বুর্জোয়া শ্রেণী প্রথম ক্ষমতায় এসেছে, তবু এরই মধ্যে তার সীমাবদ্ধতা বালজাকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। সুতরাং বালজাক তাঁর সাহিত্যে এঁকেছেন সে সীমাবদ্ধতার রূপ। বুর্জোয়াদের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও নিপীড়ক চেহারা আঁকতেও ভুললেন না। এখানেই বালজাকের বাস্তবতার জয়। এঙ্গেলস্ তাই বালজাকের এত সুখ্যাতি গেয়েছেন।

বালজাকের ছোটগল্পের মধ্যে আমরা এই ভাব ও ভাবনাগুলি দেখতে পাই। কর্মের দিক থেকে তিনি যে উপাখ্যানমূলক রূপটি নিয়েছেন তার নিদর্শন 'পার্স,' 'জল্লাদ' ও 'লাল সরাইখানা' গল্প তিনটি। কিন্তু এগুলি যে নিছক কাহিনী মাত্র নয়, তা একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কারণ এই গল্প তিনটির মধ্যে ইতিহাসের উপাদান বড় কম নেই। প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে অভিজাত শ্রেণীর ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ চিত্রটি 'পার্স' গল্পে উপস্থিত। সেই সঙ্গে নরনারীর প্রেমানুভূতির সূক্ষ্মকাব্যিক

বিশ্লেষণও করেছেন তিনি। কিন্তু এটাকে শুধু একটা প্রেমের গল্প বলে ধরে নিলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে বলে মনে হয় না। 'সৈনিক' ও 'রেন অব টেররের একটি ঘটনা' ও সেই অভিজাত শ্রেণীর ভাগ্য বিপর্যয়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু 'সৈনিক' গল্পে বুর্জোয়া শ্রেণীর নাচতা ও ক্ষুদ্রতা এমন একটা রূপ নিয়ে উপস্থিত যেটা দেখে আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। আর 'রেন অব টেররের একটি ঘটনা' গল্পে যে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার ছবি তিনি এঁকেছেন তা বর্তমানকালের গোয়েন্দা কাহিনী ও থ্রিলারগুলিকেও হার মানায়। কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে বালজাক এখানে ফরাসী বিপ্লবের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলির সত্য চিত্রই ধরেছেন, মানব জীবনের বিশেষ পরিস্থিতির একটা জীবন্ত রূপ উপস্থিত করতে সফল হয়েছেন। 'ফ্যাসিনো কেইন' গল্পে বুর্জোয়ার স্বর্ণতৃষ্ণা কি মর্মান্তিকভাবেই না উদ্ঘাটিত হয়েছে। অথচ এর সঙ্গে বালজাক সাধারণ শ্রমিক চাষী ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ছবিও এঁকেছেন নিখুঁতভাবে।

যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বালজাকের এই গল্পগুলির পটভূমি, তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে চরিত্র চিত্রণে তিনি মনস্তত্ত্বকে অবহেলা করেন নি মোটেই। বিপ্লব বা যুদ্ধের ঘটনাবলীর ঘনঘটায় মানবের অন্তর জীবন ভেসে যায় নি, মর্যাদা হারায় নি। বাইরের পরিস্থিতির সঙ্গে সংঘর্ষে এসে মনের অভ্যন্তরে কি প্রতিক্রিয়া ঘটছে বালজাকের দৃষ্টি তাও ধরেছে। বাহ্যিক কার্যকলাপের আপাত অসঙ্গতির কারণ অনুসন্ধানে তিনি ডুব দিয়েছেন চরিত্রের মনের গভীরে। 'নাস্তিকের প্রার্থনাসভা'র ও দেপ্লার কাহিনী তারই নিদর্শন। বাস্তবিক এমন রক্তমাংসের মানুষ এবং এমন বিচিত্র মানুষ খুব কম ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এখানে বালজাক অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর range of vision এমন ব্যাপক এবং গভীর যে সমাজের কোন স্তরের মানুষই তাঁর গল্প উপন্যাসের চৌহদ্দির বাইরে থাকতে পারে নি। ফলে বালজাকের সৃষ্ট চরিত্রগুলি বৈচিত্র্যে ও রহস্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এ মানুষগুলির বাস্তব অস্তিত্ব বালজাক নিজেও বিশ্বাস করতেন। তাই মৃত্যু শয্যায় বালজাক বারবার বলতেন ডঃ বিঁয়াকোঁকে ডেকে আনো, উনি না এলে আমি ভাল হবো না। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সেক্সপীয়ারের সঙ্গে তুলনীয়।

বালজাকের মৃত্যুর পর আজ প্রায় দেড়শ' বছর হয়ে এলো। আজও বালজাক চির নতুন। কাল থেকে কালান্তরে উত্তীর্ণ হতে হলে সমকালকেই ধরতে হবে, সমকালের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে সাহিত্যিককে। সেখানেই অমরত্বের চাবি কাঠি। বালজাক তা বুঝেছিলেন; তাই তিনি সেকালের মতো একালেও আমাদের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।

প্রবুদ্ধ সেন

ছোট্ট মেন্দা শহরের টাওয়ার থেকে এখন মধ্যরাত্রি ঘোষণা করে ঘণ্টা বাজল। সেই মুহূর্তে একজন যুবক ফরাসী অফিসার উচ্চ টিলার ধারে হেলান দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিল যেটা সৈনিকের চিন্তাভাবনাহীন মুক্ত জীবনের সঙ্গে ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই উচ্চ স্থানটি মেন্দা দুর্গের বাগান ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই সঙ্গে এটাও বলতে হবে যে চিন্তামগ্ন হওয়ার পক্ষে এমন উপযুক্ত সময়, স্থান এবং রাত্রি বড় একটা পাওয়া যায় না। স্পেনের সুন্দর আকাশ মাথার ওপর একটা নীল চাঁদোয়া টাঙিয়ে দিয়েছে। নক্ষত্রের ঝকমকে আলো আর শান্ত চন্দ্রালোক সুন্দর উপত্যকাটিকে আলোকিত করে রেখেছে। সৈনিকের পদপ্রান্তে উপত্যকাটি সুন্দরভাবে ছড়িয়ে আছে। মুকুলিত কমলালেবু গাছে হেলান দিয়ে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ওর একশ' ফুট নিচে মেন্দা শহরটি দেখতে পাচ্ছিল। শহরটি যেন উত্তুরে হাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রস্তরটিলার পাদদেশে আশ্রয় নিয়েছে। ওই প্রস্তরটিলার ওপরেই দুর্গটি নির্মিত। মুখ ফেরালেই সে দেখতে পাচ্ছে সমুদ্র। সমুদ্রের ভাস্বর জল রূপোলী পাতের মতো তাকে ঘিরে একটা অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছে। দুর্গটি আলোকসজ্জিত। বলনাচের আনন্দ চাঞ্চল্য, অর্কেস্ট্রার সুর, অফিসার ও তাঁদের নর্মসহচরীদের হাসি—সবই সমুদ্র কল্লোলের সুদূর কলধ্বনির সঙ্গে মিশে গিয়ে কানে বাজছিল। রাত্রির শীতলতা ওর দিনতপ্ত শ্রান্ত শরীরের মধ্যে এক ধরনের শক্তি এনে দিয়েছিল। বাগানে ছিল সুগন্ধী তরুশ্রেণী ও ফুলের সমারোহ। সুতরাং যুবকটি অনুভব করছিল সে যেন ডুবে আছে সুবাসিত জলের মধ্যে।

মেন্দা দুর্গটি স্পেনের একজন অভিজাত ব্যক্তির। ভদ্রলোক সে সময় তাঁর পরিবার নিয়ে দুর্গেই বাস করছিলেন। বড় মেয়েটি তার বিষণ্ণতা নিয়ে পুরো সন্ধ্যাটি এমন আবেগের সঙ্গে অফিসারটির দিকে তাকিয়ে ছিল যে মনে হচ্ছিল হয়তো স্পেনীয় মেয়েটির এই সহৃদয় সহানুভূতিই ফরাসী যুবকটির মগ্নতার কারণ। ক্লারা সুন্দরী। যদিও তার আরও তিনটি ভাই ও এক বোন আছে তবু মার্কুইস ড লেগানীসের সম্পদ ছিল যথেষ্ট। এই সম্পদ ভিক্টর মারশাঁদকে এই বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে যে যুবতীটি বিবাহের যৌতুক হিসেবে যথেষ্ট সম্পত্তিই পাবে। কিন্তু অভিজাত ভদ্রলোকটি স্পেনের

অন্য সব অভিজাতদের চেয়ে অনেক বেশি মগ্ন নিজের আভিজাত্যে। মারশাঁদ কি করে বিশ্বাস করতে পারে যে এই বৃদ্ধ অভিজাত লোকটি পারির একজন মুদির ছেলের হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দেবেন? তাছাড়া ফরাসীরা এদেশে ঘৃণিত। মারশাঁদের সৈন্যবাহিনী আশেপাশের গ্রামাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই ক্ষুদ্র মেন্দা শহরে ছাউনি ফেলেছে। এই গ্রামাঞ্চলটি আবার মার্কুইস দ্য লেগেনীসের কর্তৃত্বাধীন। সপ্তম ফার্দিনন্দের সপক্ষে মার্কুইস বিদ্রোহ সংগঠিত করেছেন এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় প্রাদেশিক গভর্নর জেনারেল জি. টি. আর এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। মার্শাল নে কর্তৃক প্রেরিত সাম্প্রতিক সংবাদটিই এর ভিত্তি। ইংরেজরা শীঘ্রই স্পেনের উপকূলে নামছে। সংবাদে বলা হয়েছে লণ্ডনের মন্ত্রীসভার সঙ্গে যে লোকটি গোপন সম্পর্ক রেখে চলেছেন তিনি হচ্ছেন মার্কুইস। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে স্পেনের অধিবাসীরা ভিক্টর মারশাঁদ ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ভালভাবেই গ্রহণ করেছে বলে মনে হলেও যুবকটি সর্বদাই সতর্ক থাকতে বাধ্য। যে শহর ও গ্রামাঞ্চলটির ভার তার ওপর ন্যস্ত তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য যুবকটি উচ্চটিলার দিকে যাচ্ছিল এবং ভাবছিল মার্কুইস তার প্রতি যে বন্ধুত্ব সর্বদাই দেখিয়ে যাচ্ছেন তার কি ব্যাখ্যা দেবে সে? জেনারেলের উদ্বেগের সঙ্গে কি করে মেলাবে সে চারপাশের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াকে? কিন্তু শেষ কয়েকটি মুহূর্তে যুবক কমাণ্ডারের পরিণামদর্শী অনুভূতি ও অত্যন্ত স্বাভাবিক কৌতূহল এই চিন্তাগুলিকে মন থেকে সরিয়ে দিল। দেখতে পেল সে শহরে অনেকগুলো আলো জ্বলছে। যদিও সাঁত জ্যাকুইসের দিন ছিল সেটি তবু সেদিন সকালেই আদেশ জারী করা হয়েছিল কোন আলো জ্বালানো চলবে না। এ আদেশ থেকে দুর্গটিকে অবশ্যই বাদ দেওয়া হয়েছিল। যুবকটি বেয়নেটের ঝলকানি দেখতে পাচ্ছিল। সৈন্যরা যথাস্থানেই ছিল কিন্তু সর্বত্র একটা গভীর নৈঃশব্দ। কোথাও কোন আভাস নেই যে স্পেনবাসীরা উৎসবের উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়েছে। নগরবাসীর আইন ভঙ্গ করার কারণ নিজের কাছে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে সে চিন্তা করল এই সান্ধ্য আইন ভাঙ্গার মধ্যে একটা রহস্য আছে যা আরও দুর্বোধ্য; কারণ রাত্রির প্রহরার জন্য সে অফিসারদের রেখে এসেছে। যুবকসুলভ তৎপরতায় সাধারণ রাস্তা দিয়ে না গিয়ে সে পাঁচিলের ভাঙ্গা ফোকরের মধ্য দিয়ে রাস্তা সংক্ষিপ্ত করে তাড়াতাড়ি প্রস্তরের ঢালু জায়গা ধরে নামতে লাগল। যাচ্ছিল সে নগরের প্রবেশপথের প্রহরার জায়গায়। এমন সময় একটা চাপা শব্দে তার চলা থেমে গেল। মনে হল সে যেন শুনতে পাচ্ছে বালিঢাকা

রাস্তায় নারীর হালকা পদক্ষেপের শব্দ। ফিরে তাকাল সে কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু সমুদ্রের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে সে বিস্মিত হল। সহসা একটা দৃশ্য ওর চোখে পড়ে গেল। দৃশ্যটি এমন সর্বনাশা যে বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হয়ে রইল, ভাবল চোখ তাকে প্রতারণা করছে। বেশ কিছু দূরে উজ্জ্বলতর চন্দ্রালোকে কতকগুলি জাহাজ ওর চোখে পড়ল। চলতে আরম্ভ করল সে এবং এই বলে নিজের সন্দেহ দূর করতে চেষ্টা করল যে এটা চাঁদ ও সমুদ্র-তরঙ্গের অলৌকিক প্রভাবে দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক সেই সময় একটা ভারী গলা মারশাঁদের নাম উচ্চারণ করল। ভাঙ্গা পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। যে সৈনিকটিকে অনুসরণ করার আদেশ করেছিল সে, দেখল তার মাথাটি ধীরে ধীরে উঠে আসছে।

'মেজর, আপনি?'

'কিন্তু ওটা কি বলো তো?' যুবকটি নিম্নস্বরে বলল সৈনিকটিকে। একটা অমঙ্গলের অনুভূতি ওকে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হতে বলল।

'ঐ বদমাসগুলো কীটের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামান্য যা কিছু দেখেছি তা-ই রিপোর্ট করার জন্য ছুটে এসেছি।'

'কি দেখেছো বলো', উত্তরে ভিক্টর মারশাঁদ বলল।

'কিছুক্ষণ আগে লণ্ঠন হাতে একটি লোককে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে আমি তাকে অনুসরণ করতে করতে এসেছি। লণ্ঠন বড় ভয়ঙ্কর সন্দেহজনক জিনিস। আমার মনে হয় না রাত্রে এ সময়ে খৃষ্টানদের মোমবাতি জ্বালাবার খুব একটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমি মনে মনে বললাম তারা আমাদের ধ্বংস করতে চায়, তাই আমি ওকে অনুসরণ করে এসেছি। মেজর, এভাবে এসে এখান থেকে সামান্য দূরে একটা প্রস্তরখণ্ডের ওপর আমি অদ্ভুত এক বাণ্ডিল কাঠ আবিষ্কার করেছি।'

সহসা শহর থেকে ধ্বনিত একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার ওদের কথায় ছেদ টেনে দিল। একটা তীক্ষ্ণ আলোর দ্যুতি মেজরকে আলোকিত করে তুলল আর একটা বুলেট হতভাগ্য সৈনিকটির মাথা বিদ্ধ করল; সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকটি পড়ে গেল। যুবকটির দশ হাত দূরে শন আর শুকনো কাঠের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বলরুম থেকে হাসি ও সঙ্গীতের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। সঙ্গীত ও হৈ-হুল্লোড়ের স্থান অধিকার করে বসল নৈঃশব্দ। সেই নৈঃশব্দকে চিরে ফেলছিল যন্ত্রণার একটা গোঙানি। সমুদ্রের সফেদ বিস্তারের মধ্যে কামানের গোলার শব্দ অনুরণিত হচ্ছিল। শীতল ঘাম বেরিয়ে এলো যুবক অফিসারের কপালে। তার হাতে কোন তরবারি নেই। বুঝতে

পারল সে তার সৈনিকেরা এতক্ষণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ইংরেজরা স্পেনের মাটিতে প্রায় নেমে পড়েছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য —যদি সে বেঁচে যায় তবে কিভাবে অপমানিত হবে সে, কিভাবে তাকে নিয়ে আসা হবে সামরিক আদালতের সামনে। তারপর এক পলকে সে দেখে নিল উপত্যকার গভীরতা। কিন্তু ছুটে নেমে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেই ক্লারার হাত ওকে ধরে ফেলল।

'পালাও, পালাও। আমার ভাইয়েরা তোমাকে হত্যা করার জন্য আমাকে অনুসরণ করে আসছে। সমুদ্রের ধারে ঐ টিলার নিচে জুয়ানিতোর আন্দলুসীয় ঘোড়াটি দেখতে পাবে তুমি। পালাও।' বলল মেয়েটি।

মেয়েটি ওকে ঠেলে দিল। যুবকটি আশ্চর্য হয়ে এক মুহূর্তের জন্য তাকাল মেয়েটির দিকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বভাবজ আবেগের বশে দুর্গের জমি ধরে ছুটতে আরম্ভ করল সে মেয়েটি যে দিক নির্দেশ করেছিল সেদিকে। আত্মরক্ষার এই সহজ গুণটি খুব শক্তিমান ব্যক্তিকেও কখনও ছেড়ে যায় না। যুবকটি ছুটল পাথরের ওপর দিয়ে। এই পথটি এতদিন শুধুমাত্র ছাগলের ব্যবহার্য ছিল। ক্লারা তার ভাইদের ডেকে যুবকটিকে অনুসরণের কথা বলছে, শুনতে পেল যুবকটি। সে শুনতে পাচ্ছে হত্যাকারীদের পদধ্বনি, শুনতে পাচ্ছে কয়েকটি বুলেট শিস্ দিয়ে ওর কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সে উপত্যকায় পৌঁছে গেছে, ঘোড়াটিকে খুঁজে পেয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে বিদ্যুৎগতিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারশাঁদ জেনারেল জি. টি. আরের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে গেল। জেনারেল তখন তাঁর স্টাফ্ অফিসারদের নিয়ে ডিনারে বসেছেন।

'মাথা নিয়ে ফিরে এসেছি আপনার কাছে!' চীৎকার করে বলল ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার। ওকে পাংশু ও হতবুদ্ধি দেখাচ্ছিল। বসে পড়ল সে, বিবৃত করল এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। একটা ভীতিজনক নৈঃশব্দের মধ্যে সবাই এই কাহিনী শুনল।

অবশেষে উত্তেজিত জেনারেল বললেন, 'আমি মনে করি আপনি সত্যিকারের অপরাধীর চেয়েও হতভাগ্য। স্পেনীয়দের অপরাধের দায়িত্ব আপনার নয়। আমি আপনাকে এই বদনাম থেকে নিষ্কৃতি দিলাম—অবশ্য মার্শাল অন্যরকম সিদ্ধান্ত যদি না নেন।' অসুখী মারশাঁদের কাছে এই কথাগুলি সামান্য মাত্র সান্ত্বনা এনেছিল।

'সম্রাট জানতে পারলে কী হবে?' উচ্চৈস্বরে বললো মারশাঁদ।

'আপনাকে গুলি করে হত্যা করা হোক তাই চাইবেন,' বললেন জেনারেল।

'যাক সে দেখা যাবে।' এখন এ বিষয়ে আর কোন কথা নয়,' কড়া মেজাজে যোগ করলেন তিনি, 'এক প্রতিশোধ গ্রহণ করা ছাড়া। সেটা এমনভাবে নিতে হবে যাতে এ দেশের লোকের ওপর তা একটা স্বাস্থ্যকর সন্ত্রাসের ছায়া রেখে যায়। যে দেশের লোকেরা আদিম বর্বরদের মতো যুদ্ধ করে এটা তাদের প্রাপ্য।'

ঘণ্টাখানেক পরে একটা গোটা রেজিমেণ্ট, একটা অশ্বারোহী সৈন্যদল ও একটা গোলন্দাজ বাহিনী রওনা হয়ে গেল। ভিক্টর মারশাঁদ সহ জেনারেল সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে মার্চ করে গেলেন। সঙ্গীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা জানতে পেরে সৈনিকেরা অস্বাভাবিক ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। হেড্ কোয়ার্টার ও মেন্দা শহরের মধ্যকার দূরত্ব ওরা অমানুষিক দ্রুততায় পার হয়ে এলো। পথে যেতে যেতে সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দেখলেন জেনারেল। এইসব দুঃখদীর্ণ, বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলি ঘিরে ফেলে প্রতিটি অধিবাসীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল।

ব্যাখ্যার অতীত কোন এক কারণে ইংলিশ জাহাজগুলি মাঝপথে থেমে রইল, আর এগোল না। পরে জানা গিয়েছিল এই জাহাজগুলি শুধু গোলাবারুদ বয়ে নিয়ে এসেছিল এবং অন্যান্য সৈন্যবহনকারী জাহাজগুলির আগেই এসে পৌঁছে গিয়েছিল। ইংলিশ জাহাজ উপস্থিত হওয়ায় মেন্দা শহর রক্ষার যে প্রত্যাশা জেগেছিল এভাবে সেই প্রত্যাশিত রক্ষক থেকে বঞ্চিত হয়ে ফরাসী সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হল মেন্দা শহর। বন্দুকের একটা গুলিও খরচ করতে হল না তাদের। ভীত সন্ত্রস্ত নাগরিকেরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব পাঠাল। এই উপদ্বীপের মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক নয় এমন আত্মোৎসর্গের ভাব দেখিয়ে ফরাসীদের হত্যাকারী মানুষগুলি জেনারেলের নিষ্ঠুরতার খ্যাতি বিবেচনা করে নিজেদের তাঁর হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল মেন্দা শহরটিতে অগ্নি সংযোগ করে প্রত্যেক নাগরিককে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হবে। এই প্রস্তাবে জেনারেল রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর শর্ত এই যে দুর্গের বাসিন্দাদের নিম্নতম ভৃত্য থেকে মার্কুইস পর্যন্ত সবাইকে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে হবে। এই শর্তে রাজী হলে নগরের সব অধিবাসীদের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন জেনারেল, প্রতিশ্রুতি দিলেন নগর লুণ্ঠন বা অগ্নিসংযোগ থেকে সৈনিকদের বিরত রাখার। একটা বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণও দাবী করা হল। কোটিপতি ধনীদের জামিন স্বরূপ বন্দী করে রাখা হল এই নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তার সবরকম প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন জেনারেল। জেলাটির প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও পাকা করা হল। সৈন্যদের গৃহস্থের বাড়ীতে রাখার নির্দেশপত্রও আর দিলেন না তিনি। ক্যাম্পের ব্যবস্থা-পত্র শেষ করে তিনি দুর্গে চলে গেলেন এবং সামরিক কায়দায় দুর্গের দখল নিলেন। লেগেনীস্ পরিবারের প্রত্যেকের ওপর সতর্কতার সঙ্গে নজর রাখা হল, হাত পা বেঁধে বন্দী করে রাখা হল তাদের যে ঘরে বলনাচ হয়েছিল সে ঘরে। ঘরের জানালা দিয়ে সহজেই টিলাটি দেখা যায়। টিলাটি শহর ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে। পাশের একটা গ্যালারিতে সামরিক হেড্ কোয়ার্টার বসালেন জেনারেল। ঐখানেই তিনি ইংলিশবাহিনীর স্পেনে নামার ব্যাপারে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে তার জন্য একটা আলোচনা সভা ডাকলেন। মার্শাল নে'র কাছে একজন এডিকং পাঠিয়ে উপকূলে কামান বসাবার নির্দেশ দেওয়ার পর জেনারেল ও তাঁর স্টাফ অফিসারেরা বন্দীদের ব্যবস্থায় মন দিলেন। শহরের নাগরিকেরা যাদের সমর্পণ করেছিল তাদের মধ্য থেকে দুই শত স্পেনবাসীকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে হত্যা করা হল। এই সামরিক শাস্তির পর দুর্গের হলঘরে যতগুলি লোক আছে ততগুলি ফাঁসির মঞ্চ উঁচু টিলার উপর তৈরী করতে আদেশ দিলেন জেনারেল। শহরের জল্লাদকেও ডেকে আনার নির্দেশ পাঠালেন। ডিনারের পূর্বে যেটুকু সময় হাতে ছিল বন্দীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার সুযোগ গ্রহণ করল মাংশাদ। শীঘ্রই সে ফিরে এলো জেনারেলের কাছে।

আবেগকম্পিত স্বরে বলল সে, 'আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। ওদের প্রতি একটু অনুকম্পা দেখাবার প্রার্থনা রাখছি।'

'আপনি!' একটা তিক্ত ব্যঙ্গের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন জেনারেল!

'যে অনুকম্পা ভিক্ষা করছি আমি তাও খুব কষ্টকর। ফাঁসীর মঞ্চ তৈরী হতে দেখে মার্কুইস আশা প্রকাশ করেছেন ওঁর পরিবারের বেলায় আপনি যেন এই পদ্ধতি ব্যবহার না করেন। তিনি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছেন তাঁর উচ্চবংশোদ্ভুত পরিবারের লোকদের আপনি যেন মুণ্ডচ্ছেদ করার আদেশ দেন।'

'তথাস্তু', বললেন জেনারেল।

'তাঁরা আরো বলেছেন—তাঁরা যেন ধর্মাচরণ করে একটু সান্ত্বনা পান এবং তাঁদের যেন বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হয়। তাঁরা কথা দিয়েছেন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না।'

'আমি রাজী', বললেন জেনারেল, 'কিন্তু এর দায়িত্ব আপনার।'

'বৃদ্ধ ভদ্রলোক আরও বলেছেন যদি আপনি তাঁর যুবক পুত্রসন্তানটির জীবন রক্ষা করেন তবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে দিয়ে যাবেন।'

'বটে!' উত্তরে বললেন জেনারেল; 'তাঁর সম্পত্তি তো এখন রাজা জোসেফের অধিকারে।' তিনি থামলেন। একটা অবজ্ঞাপূর্ণ ভাবনা ওঁর কপাল কুঞ্চিত করে তুলল, তিনি আবার বললেন 'তাঁরা যা চেয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু আমি দেব। সর্বশেষ অনুরোধটির গুরুত্ব আমি বুঝতে পেরেছি। বেশ, নিজের নামে অমরত্ব তিনি ক্রয় করুন, কিন্তু স্পেনকে চিরকাল তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও শাস্তি স্মরণে রাখতে হবে। আমি তাঁর সন্তানদের একজনকে জীবন ও সম্পদ ফিরিয়ে দেব, কিন্তু তাঁর সন্তানটিকে জল্লাদের কাজটি করতে হবে। যান, এ সম্পর্কে আর কোন কথা নয়।'

ডিনার পরিবেশন করা হলে অফিসারেরা খেতে বসলেন এবং পরিশ্রমে তীব্র হয়ে ওঠা ক্ষিধের তৃপ্তি সাধন করলেন। শুধু ভিক্টর মারশাঁদ সেই ভোজন উৎসবে অনুপস্থিত। দীর্ঘ দ্বিধার পর সে ঢুকল হলঘরে। সেখানে গর্বিত লেগেনীস্ পরিবার দুঃখে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছে এবং এই দৃশ্যের দিকে বিষণ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইল সে। এই ঘরেই গত সন্ধ্যায় ওয়ালজ্ নৃত্যরত দুটি মেয়ে ও তিনটি যুবকের উন্নত শির দেখেছে সে। ভাবতেও শিহরণ হ'ল মারশাঁদের যে শীঘ্রই ওদের সেই মাথাগুলি জল্লাদের দ্বারা কর্তিত হয়ে গড়িয়ে পড়বে মাটিতে। কারুকার্য করা চেয়ারে বাঁধা মাতা ও পিতা, তিন পুত্র ও দুই কন্যা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে আছে। ভৃত্যরা আছে দাঁড়িয়ে, হাত তাদের পেছন দিকে বাঁধা। এই পনের জন প্রাণী গম্ভীরভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। তাদের চোখের দৃষ্টি তাদের হৃদয়ানুভূতিকে মোটেই প্রকাশ করছে না। চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কারও কারও মুখে একটা গভীর হতাশা ও খেদের ভাব ফুটে উঠেছে। নিশ্চল সৈনিকেরা তাদের নিষ্ঠুর শত্রুর দুঃখের প্রতি কোন অসম্মান না দেখিয়ে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। ভিক্টর ঘরে ঢুকলে ঔৎসুক্যে ওদের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শাস্তিপ্রাপ্ত পরিবারটির বন্ধন খুলে দেওয়ার আদেশ দিল মারশাঁদ। নিজের হাতেই চেয়ারের বন্ধন থেকে ক্লারাকে মুক্ত করল সে। বিষণ্ণ হাসি হাসল ক্লারা। মারশাঁদ আলতোভাবে ক্লারার বাহুস্পর্শ না করে পারল না। ও যে মেয়েটির কালো চুল আর কৃশ তনুতে মুগ্ধ। প্রকৃতই স্পেনের মেয়ে সে। স্পেনের মতোই ওর গায়ের রঙ, স্পেনদেশীয় মেয়ের মতো ওর দীঘল চোখ, বাঙ্কম ভুরু। চোখের মণি দুটি কাকের পালকের চেয়েও ঘনকৃষ্ণ।

'আপনি কি সাফল্যলাভ করেছেন?' মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্লারা। ঐ হাসির মধ্যে তন্বী নারীর কিছু মোহিনী শক্তি তখনও অবশিষ্ট ছিল।

যন্ত্রণার গোঙানি চেপে রাখতে পারল না ভিক্টর। একে একে তাকাল সে তিন ভাই-এর দিকে, ক্লারার দিকে। বড় ভাই-এর বয়স বছর তিরিশ। যদিও ছোটখাটো এবং দেখতে ভাল নয়, তবু ওর মধ্যে একটা গর্বিত ও ঔদ্ধত্যের ভাব আছে। অবশ্য কিছু আভিজাত্যের ভাবও যে নেই তা নয়। মনে হয় যে সূক্ষ্ম অনুভূতি অতীতে স্পেনের নির্ভীকতাকে এত খ্যাতি দান করেছে তা থেকে বঞ্চিত নয় সে। ওর নাম জুয়ানিতো। দ্বিতীয় পুত্র ফিলিপের বয়স কুড়ি বৎসর। ছেলেটি দেখতে ক্লারার মতো। ছোটটির বয়স আট। মানুয়েলের মুখাবয়বে শিল্পী হয়তো দেখতে পাবেন রোমীয় দৃঢ়তা যা দাভিদ তাঁর রিপাব্লিকান ছবির শিশুদের মুখে আরোপ করেছেন। শুভ্রকেশে ঢাকা বৃদ্ধ মার্কুইসের মাথা। চুলগুলি যেন মুরিল্লোর ছবি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাদের দেখে মারশাঁদ মাথা নাড়ল। ভেবেছিল সে চারজনের একজনও জেনারেলের শর্ত মেনে নিতে রাজী হবে না। তা সত্ত্বেও সাহস সঞ্চয় করে ক্লারাকে কথাগুলি বলল সে। শোনামাত্র স্পেনীয় মেয়েটি থরথর করে কেঁপে উঠল, কিন্তু দ্রুত শান্তভাব ফিরিয়ে আনল এবং হাঁটু পেতে পিতার সামনে বসে পড়ল সে।

ক্লারা বলল, 'বাবা, তুমি জুয়ানিতোকে শপথ করে বলতে বলো তুমি যা আদেশ করবে তা ঠিক পালন করবে সে। ওতেই আমরা তৃপ্তি পাব।'

মা যেন একটু আশার রেশ দেখতে পেলেন, কিন্তু স্বামীর দিকে ঝুঁকে পড়ে যখন ক্লারার সেই ভয়ঙ্কর গোপন কথাটি শুনলেন তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জুয়ানিতো বুঝল সব। সে খাঁচায় বন্দী সিংহের মতো উপরে নিচে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। মার্কুইসের কাছ থেকে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভিক্টর নিজের দায়িত্বে সৈনিকদের ছুটি দিয়ে দিল। ভৃত্যদের ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, তুলে দেওয়া হল জল্লাদের হাতে। জল্লাদ তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল। একমাত্র ভিক্টরই এখন পরিবারের পাহারায় নিযুক্ত। বৃদ্ধ পিতা এবার উঠে এলেন।

'জুয়ানিতো', ডাকলেন পিতা।

জুয়ানিতো মাথা নেড়ে সাড়া দিল, কিন্তু তা যেন অস্বীকৃতির সামিল। তারপর বসে পড়ল চেয়ারে এবং শুষ্ক চোখে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকাল সে পিতার দিকে। ক্লারা এগিয়ে এলো, বসল ওর হাঁটুতে এবং ওর গলা হাত দিয়ে বেষ্টন করে চুম্বন এঁকে দিল চোখে। উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'তোমার হাতে মৃত্যু হলে আমার কাছে সে মৃত্যু যে কত মধুর হবে তা যদি তুমি জানতে! জল্লাদের হাতের ঐ ঘৃণিত স্পর্শ তাহলে আমাকে সহ্য করতে হতো না।

যে দুর্দশা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে তা থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করবে,···আর—জুয়ানিতো, তুমি তো চাওনি আমি অন্য কারও হই, তবে···'

ওর কোমল চোখ দুটি ভিক্টরের প্রতি একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল যেন সে জুয়ানিতোর হৃদয়ে ফরাসীদের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে চায়।

ভাই ফিলিপ বলল, 'দাদা, সাহস দেখাও, নইলে আমাদের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে যে।'

অকস্মাৎ ক্লারা উঠে পড়ল। জুয়ানিতোকে ঘিরে যে দলটি ছিল তারা সরে গেল। অত্যন্ত সঠিক কারণে পুত্রটি বিদ্রোহী। সামনে দাঁড়ানো বৃদ্ধ পিতাকে দেখতে পেল সে। পিতা গাম্ভীর্যের সঙ্গে উচ্চস্বরে বললেন, 'জুয়ানিতো, এ কাজ করতে তোমাকে আদেশ করছি আমি।'

অভিজাত যুবকটি যখন একটুও নড়ল না তখন পিতা ওর সামনে হাঁটু নামিয়ে বসে পড়লেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্লারা, মানুয়েল ও ফিলিপ তাঁকে অনুসরণ করল। তারা সবাই হাত বাড়িয়ে দিল সেই লোকটির দিকে, যে লোকটি পরিবারটিকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে বাঁচাতে পারে। মনে হল তারাও পিতার কথাগুলো উচ্চারণ করল। 'তোমার মধ্যে কি স্পেনীয় শক্তি ও সৎ অনুভূতির এতই অভাব? তুমি কি আমাকে এত দীর্ঘ সময় ধরে এভাবে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে বাধ্য করবে? তোমার নিজের জীবন ও কষ্টের কথাই কি শুধু ভাববে তুমি? ওগো শুনছো, এই কি আমাদের পুত্র?' মায়ের দিকে ঘুরে বৃদ্ধ মার্কুইস বললেন কথাগুলি।

'ও তো রাজী হয়েছে', হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে মা বললেন। জুয়ানিতোর ভুরু কাঁপতে দেখে মা বুঝলেন। মায়ের পক্ষেই তা বোঝা সম্ভব।

দ্বিতীয় মেয়ে মারিকুইতা হাঁটু নামিয়ে বসেছে, রোগা হাত দিয়ে মাকে চেপে ধরেছে সে। কষ্টে সেও কাঁদছে। ছোট ভাই মানুয়েল এগিয়ে এসে বকুনি দিল ওকে। এমন সময় দুর্গের পাদরি এসে উপস্থিত হলেন। তৎক্ষণাৎ সমগ্র পরিবারটি তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং জুয়ানিতোর কাছে নিয়ে গেল।

ভিক্টর ক্লারাকে ইঙ্গিতে জানাল এ দৃশ্য সে সহ্য করতে পারছে না। তারপর জেনারেলের মন গলাবার জন্য শেষ চেষ্টা করতে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে গেল। উৎসবের মধ্যে বেশ উৎফুল্ল মেজাজে জেনারেলকে পাওয়া গেল। অফিসারদের রসিকতা উপভোগ করতে করতে তিনি মদ্যপান করছিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে জেনারেলের আদেশ পালন করে মেন্দা শহরের একশ' জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী লেগেনীস পরিবারের ফাঁসির দৃশ্য দেখার জন্য টিলার

উপরে উঠে এলেন। একটা ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী প্রহরায় রত সেখানে। স্পেনের লোকগুলি ঠিক মতো সারিবদ্ধভাবে ফাঁসির মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়েছে কিনা তাই দেখছে তারা। এই মঞ্চেই মার্কুইসের ভৃত্যদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের মস্তকশীর্ষ শহীদদের প্রায় পদস্পর্শ করছে। ত্রিশ হাত দূরে বধ্যভূমি তৈরী, একটা তরবারি চিকচিক করছে। পাছে জুয়ানিতো জল্লাদের কাজ করতে অস্বীকার করে তার জন্য শহরের জল্লাদকেও মজুত রাখা হয়েছে। শীঘ্রই গভীর নৈঃশব্দের মধ্যে স্পেনবাসীরা বহুলোকের পদশব্দ শুনতে পেল, শুনতে পেল কুচকাওয়াজরত সৈন্যদলের মাপা পদক্ষেপ আর বন্দুকের ঘর্ষণের শব্দ। এই বিচিত্র ধ্বনিগুলি মিশে গেল অফিসারদের আনন্দোৎসবের উৎফুল্ল স্বরধ্বনির সঙ্গে যেমন কিছু সময় পূর্বে বলনাচের সঙ্গীতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল রক্তচিহ্নিত বিশ্বাসঘাতকতার প্রস্তুতি। সবার দৃষ্টি ফিরল দুর্গের দিকে। অভিজাত পরিবারটি অবিশ্বাস্যরকম দৃঢ় নিশ্চয়তায় এগিয়ে আসছে দেখা গেল। তাদের মুখগুলি শান্ত এবং স্থির। শুধু একটিমাত্র লোকের মুখ পাণ্ডুর ও বিকৃত। পাদরি মহাশয় ধরে আছেন তাকে। ধর্মের সবরকম সান্ত্বনা বাক্য তিনি লোকটির ওপর বর্ষণ করে যাচ্ছেন। এই লোকটিকেই বাঁচতে হবে। অন্য সবার মতো শহরের জল্লাদ বুঝে নিয়েছে জুয়ানিতো একদিনের জন্য তার স্থান গ্রহণ করেছে। মার্কুইস ও তাঁর স্ত্রী, মারিকুইতা ও দুই ভাই এগিয়ে এসে সেই মারাত্মক স্থানটির কয়েক হাত দূরে হাঁটু গেড়ে বসল। জুয়ানিতোকে নিয়ে এলেন পাদরিমশায়। জুয়ানিতো বধ্যভূমিতে উপস্থিত হলে জল্লাদ তার জামার হাতা ধরে টেনে একপাশে নিয়ে এসে সম্ভবত কিছু পরামর্শ দিল। পাদরি মশায় অপরাধীদের এমনভাবে বসার ব্যবস্থা করলেন যাতে তারা শিরশ্ছেদের ব্যাপারটি দেখতে না পায়। কিন্তু তাঁরা প্রকৃতই স্পেনবাসী, তাই কোন দুর্বলতা না দেখিয়ে সোজা হয়ে রইলেন।

প্রথমে ক্লারাই ভাই-এর দিকে ছুটে গেল। বলল, 'জুয়ানিতো, আমার সাহস নেই বলে আমাকে দয়া করো। প্রথমে আমাকে দিয়েই শুরু করো।'

এ সময় এক ব্যক্তির ত্বরিৎ পদক্ষেপ শোনা গেল। ঘটনার স্থানে ভিক্টর এসে উপস্থিত হল। ক্লারা তখন হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে, তার শুভ্র গ্রীবা তরবারির সামনে উন্মুক্ত। অফিসারটির মুখ পাংশু হয়ে গেল কিন্তু শক্তি সঞ্চয় করে সে পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

নিচুস্বরে বলল মারশাঁদ, 'তুমি আমাকে বিয়ে করলে জেনারেল তোমাকে মুক্তি দেবেন।'

স্পেনের মেয়েটি অবজ্ঞামিশ্রিত গর্বিত ভঙ্গিতে মারশাঁদের দিকে তাকাল।

'জুয়ানিতো, তোমার কাজ করো', গম্ভীর স্বরে বলল মেয়েটি। মুহূর্তে মেয়েটির মাথা গড়িয়ে পড়ল ভিক্টরের পায়ে। শব্দ শুনে মা চমকে কেঁপে উঠলেন। ঐটিই তাঁর শোকের একমাত্র প্রকাশ।

ছোট্ট মান্থয়েল দাদাকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রিয় জুয়ানিতো, আমি ঠিক মতো বসেছি তো?'

'তুমি কাঁদছো, মারিকুইতা?' বোনকে বলল জুয়ানিতো।

'ও, হ্যাঁ', মেয়েটি উত্তর দিল, 'হতভাগ্য জুয়ানিতো, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। আমাদের ছাড়া তুমি তো কোন সুখ পাবে না।'

শীঘ্রই মার্কুইস তাঁর দীর্ঘশরীর নিয়ে আবির্ভূত হলেন। নিজের সন্তানদের রক্তের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ফিরে তাকালেন স্তব্ধবাক ও নিশ্চল দর্শকদের দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন জুয়ানিতোর দিকে। বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, 'হে স্পেনবাসী, আমি আমার পুত্রকে আশীর্বাদ করছি। পুত্র, এবার নির্ভয়ে আঘাত করো। তোমার লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই।'

কিন্তু পাদরির সাহায্য নিয়ে মাকে এগিয়ে আসতে দেখে জুয়ানিতো চীৎকার করে উঠল, 'মা আমাকে সযত্নে মানুষ করেছেন।'

জুয়ানিতোর কথায় সমবেত জনমণ্ডলী একটা ত্রাসের চীৎকার দিয়ে উঠল। এই ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দে অফিসারদের আনন্দোল্লাস ও সুখের হাসি স্তব্ধ হয়ে গেল। মা বুঝতে পারলেন জুয়ানিতোর সাহস নিঃশেষিত। এক লাফে তিনি রেলিং-এর ওপর গিয়ে পড়লেন। নিচে পাথরের ওপর পড়ে তাঁর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। চারদিক থেকে একটা প্রশংসার ধ্বনি উঠল। জুয়ানিতো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

'একটু আগেই মারশাঁদ এই শিরশ্ছেদের কথা আমাকে বলেছে, স্যার। আমি নিশ্চিত যে এ আদেশ আপনি দেন নি,' অর্ধমাতাল এক অফিসার জেনারেলকে বলল।

'ভদ্রমহোদয়, ভুলে যাবেন না এক মাসের মধ্যে পাঁচ শত ফরাসী পরিবার অশ্রুতে ভেসে যেতো এবং আমরা এখন স্পেনে আছি। আপনি কি আমাদের এখানেই কবরে পাঠাতে চান?' জেনারেল জি. টি. আর বিস্ময়াম্বিত হয়ে বললেন।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের পর কেউ সাহস করে এক গ্লাস মদও নিঃশেষ করে পান করতে পারল না, এমন কি একজন সাব লেফ্‌টানেন্টও না।

সম্মানের চিহ্নগুলি ওকে ঘিরে থাকলেও, স্পেনের রাজা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ 'জল্লাদ' খেতাব অর্পণ করলেও মার্কুইস দ্য লেগেনীস কিন্তু দুঃখের দহনে নিয়ত দগ্ধ। সে সোসাইটি ছেড়েছে, কচিৎ প্রকাশ্যে বেরোয়। তার এই গৌরবময় অপরাধের ভার তাকে অভিভূত করেছে। মনে হয় অধীরভাবে সে অপেক্ষা করে আছে দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের জন্য। দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম তাকে সেই অন্ধকারে যোগ দেবার অধিকার এনে দেবে যে অন্ধকার কখনও তাকে ছেড়ে যায় নি। (১৮২৯)

প্যারি। ১৭৯৩ সালের ২২শে জানুয়ারীর সন্ধ্যা আটটা। ফবুর্গ সাঁ-মারতাঁর যে রাস্তাটা ঢালু হয়ে সাঁ-লরেন্স গির্জার দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে নেমে গেলেন এক বৃদ্ধা। সমস্ত দিন ধরে এত তুষারপাত হয়েছে যে মহিলাটির পদধ্বনি প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না। রাস্তা জনশূন্য। সে সময় যে আতঙ্কের মধ্যে ফ্রান্স গোঙাচ্ছিল নৈঃশব্দ স্বভাবতই সে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলেছিল; সুতরাং বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে পথে কারও দেখা হয়নি। তাঁর দৃষ্টিশক্তিও এত দুর্বল যে দূরে রাস্তার মিটমিটে আলোয় সামান্য কয়েকজন পথচারী তাঁর চোখে পড়া সম্ভব ছিল না। সাহস সঞ্চয় করে তিনি জনশূন্য রাস্তায় হেঁটে চললেন; বয়সটা যেন ওঁর রক্ষাকবচ, যে দুর্ভাগ্যই ঘটুক না কেন তা তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

রু দ্য মোর্ত এর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাঁর মনে হল তিনি যেন শুনতে পেলেন পেছনে হেঁটে আসা কোন মানুষের ভারী এবং দৃঢ় পদক্ষেপের শব্দ। মনে হল এই প্রথম তিনি এ শব্দ শুনছেন না। ভয় হল কেউ যেন তাঁকে অনুসরণ করছে। দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করলেন তিনি যাতে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত কোন দোকানে পৌঁছে যেতে পারেন। মনে করছিলেন যে কারণে সন্দেহ করে ভয় পাচ্ছেন স্পষ্ট আলোয় সেটা যুক্তিযুক্ত কিনা যাচাই করে দেখবেন। দোকান থেকে বেরিয়ে আসা সমান্তরাল আলোকরশ্মিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিছন ফিরে তাকালেন, আবছা অন্ধকারে তাঁর চোখে পড়ল একটা মনুষ্যশরীর। এই আবছা মূর্তিটি মুহূর্তের জন্য ওঁকে কাঁপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আতঙ্কে অভিভূত হলেন তিনি; কারণ এখন তিনি নিশ্চিত যে, অপরিচিত লোকটি বাড়ির বাইরে পা দেওয়ার পর থেকেই তাঁকে অনুসরণ করেছে। কিন্তু গুপ্তচরের হাত থেকে পালাবার চিন্তা তাঁকে শক্তি যোগাল। যুক্তির আলোকে চিন্তা করতে তিনি অক্ষম। দ্রুত ছুটতে আরম্ভ করলেন তিনি। যে লোকটি তাঁর চেয়ে দ্রুত ছুটতে অভ্যস্ত তাকে ছাড়িয়ে যেন চলে যেতে পারবেন তিনি। কয়েক মিনিট ছুটবার পর একটা কেক্-এর দোকানে পৌঁছে গেলেন, ঢুকে গেলেন ভেতরে এবং কাউন্টারের সামনে রাখা চেয়ারে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ছিটকিনির শব্দ শুনে সূচীকর্মে রত এক যুবতী স্ত্রীলোক মুখ তুলে তাকাল। জানালা দিয়ে দেখতে

পেল সে বৃদ্ধা মহিলার গায়ে চাপানো পুরোনো স্টাইলের বেগুনি রঙের রেশমী কোট। তাড়াতাড়ি উঠে ড্রয়ার খুলল সে, যেন বৃদ্ধার হাতে তুলে দেবার জন্য কোন জিনিস বার করছে। যুবতীর দৃষ্টি ও মুখের ভাব বলছে যে মহিলাটির হাত থেকে সত্বর সে মুক্ত হতে চায়, যেন মহিলাটি এমন একজন ব্যক্তি যাঁর দর্শন মোটেই সুখকর নয়। ড্রয়ারটি শূন্য দেখে মেয়েটির মুখে ফুটে উঠল একটা অধৈর্যের ভাব। তারপর বৃদ্ধার দিকে না তাকিয়েই কাউন্টার ছেড়ে ভেতরে দোকানের পেছনের অংশে চলে গেল সে, স্বামীকে ডাকল। সহসা স্বামীটির আবির্ভাব ঘটল।

বৃদ্ধা মহিলাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেয়েটি রহস্যের সুরে স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় রেখেছো…' কিন্তু বাক্যটি শেষ করল না সে।

কেক্ তৈরীর কারিগর লোকটি দেখতে পাচ্ছিল শুধুমাত্র আগন্তুকার শিরোভূষণ বিরাট রেশমী বনেট্‌টি। বনেটটি বেগুনি রীবনে সজ্জিত। লোকটি স্ত্রীর দিকে একটা দৃষ্টি হেনে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন সে বলতে চায়, 'তোমার কি ধারণা আমি তা কাউন্টারের নিচে রাখতে পারি?'

বৃদ্ধাকে তখনও নিঃশব্দ ও অচঞ্চল হয়ে বসে থাকতে দেখে দোকানীর স্ত্রী বিস্মিত হল এবং এগিয়ে গিয়ে ওঁর দিকে তাকাল। অনুকম্পা অনুভব করল সে, হয়তো বা কৌতূহলও জাগল মেয়েটির। বৃদ্ধার গায়ের রঙ কৃচ্ছ্রসাধনের শপথ নেওয়া মেয়েদের মতো স্বভাবতই অত্যন্ত পাণ্ডুর। কিন্তু এটাও সহজে অনুমেয় যে সাম্প্রতিক কোন আঘাত তাঁকে আরও ফ্যাকাশে করে তুলেছে। মাথার চুলগুলি যাতে ঢাকা থাকে বনেটটি সেভাবে পরা। চুলগুলি সাদা। সন্দেহ নেই বার্ধক্যই তার কারণ। কারণ এটা স্পষ্ট যে চুলে তিনি পাউডার মাখেন নি, পোষাকের কলারে তার চিহ্নমাত্র দৃষ্টিগোচর নয়। অলঙ্কারের অভাব তাঁর মুখে এক ধরনের ধর্মীয় কৃচ্ছ্রতার ছায়া ফেলেছে। তাঁর মুখ ধারণ করেছে একটা গম্ভীর এবং গর্বিত ভাব। সে যুগের অভিজাত মহলের আচারব্যবহার ও অভ্যাসগুলি অন্যান্য শ্রেণী থেকে এত ভিন্ন ছিল যে অভিজাতদের চেনা ছিল খুবই সহজ। সুতরাং যুবতী সহজেই বুঝতে পারল এই অপরিচিত মহিলাটি অভিজাত বংশের কেউ হবেন, রাজসভার সঙ্গে যুক্ত কেউ।

'মাদাম?' অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো সম্মানসূচক শব্দটি। ভুলে গেল সে ওই সম্বোধনটি নিষিদ্ধ এখন।

বৃদ্ধা কোন কথা বললেন না, তাকিয়ে রইলেন জানালার দিকে যেন সেখানে কোন ভয়ঙ্কর বস্তুর অবয়ব দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

'নাগরিকা মহাশয়া, কি হয়েছে আপনার?' সে মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল দোকানী।

কেকের কারিগর লোকটি বৃদ্ধার হাতে নীল কাগজে মোড়া একটা ছোট্ট কার্ডবোর্ডের বাক্স তুলে দিয়ে তাঁকে দিবাস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুলল।

'না ও কিছু না বন্ধু', আস্তে আস্তে বললেন মহিলাটি।

কেকের কারিগর লোকটির দিকে এক পলক তাকিয়ে ধন্যবাদ দেবার জন্য মুখ তুললেন মহিলা, কিন্তু ওর মাথায় লালটুপি দেখে চেঁচিয়ে বললেন, 'আঃ··· আপনি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন!'

এর জবাব হিসেবে যুবতী ও তার স্বামীর মুখে ফুটে উঠল একটা ত্রাসের ভাব। এতে আগন্তুকা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

শিশুর মতো মধুর স্বরে বললেন তিনি, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।' তার পর পকেট থেকে একটা লুইড'র বার করে দোকানীকে দিলেন। বললেন, 'যা দাম ঠিক হয়েছিল তাই দিলাম।'

এক ধরনের দারিদ্র আছে যা গরীবেরা তাদের সহজ সংজ্ঞায় বুঝতে পারে। দোকানী ও তার স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকাল, বৃদ্ধা মহিলার দিকে তাকাতে তাকাতে একই ভাবনার আদান প্রদান হল তাদের মধ্যে। স্পষ্টতই এটা মহিলার শেষ কপর্দক। মুদ্রাটি এগিয়ে দিতে দিতে বৃদ্ধার হাত কাঁপছিল; বিষণ্ণ কিন্তু উদার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি, যেন বুঝতে পারছিলেন তাঁর ত্যাগের পরিমাণ কতটুকু। ভয় ও কৃচ্ছ্রতা তাঁর মুখের ওপর যে স্পষ্ট চিহ্ন রেখে গেছে, তেমনি চিহ্ন রেখেছে দারিদ্র ও উপবাস। তাঁর পোষাকগুলি এখনও সম্পদের আভাস দেয়—জীর্ণ রেশমী কাপড়, রঙচটা কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোট, সযত্নে তৈরী লেস্—সংক্ষেপে সম্পদের জীর্ণ রূপ। দোকানী ও তার স্ত্রী সহানুভূতি ও স্বার্থপরতার মধ্যে দোলায়িত হয়ে প্রথমে বিবেকের কথা বলে নিজেদের শান্ত করল।

'নাগরিকা মহাশয়া, আপনাকে কিন্তু বেশ দুর্বল দেখাচ্ছে।'

'মাদাম কি সামান্য কিছু খাবেন?' স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে বলল দোকানীর স্ত্রী।

দোকানী বলল, 'বেশ ভাল স্যুপ আছে।'

'বাইরে এত শীত, হাঁটতে হাঁটতে হয়তো ঠাণ্ডা লেগে গেছে; আপনি বিশ্রাম করুন, একটু গরম হয়ে নিন।'

প্রথম ফরাসী মহাবিপ্লবের সময় দেশের জনসাধারণকে Citizen এবং Citizeness বলে সম্বোধন চালু হয়)

'আমরা হৃদয়হীন শয়তান নই', বলল দোকানী।

অনুকম্পায়ী দোকানী ও তার স্ত্রীর সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে মহিলা আশ্বস্ত হলেন; বললেন একজন লোক তাঁকে অনুসরণ করছে এবং তিনি একলা বাড়ী ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন।

'এ জন্যই কি আপনি এত অস্থির হচ্ছেন?' লালটুপি পরিহিত লোকটি বলল। 'একটু দাঁড়ান, নাগরিকা মহাশয়া।'

লুইটি স্ত্রীকে দিয়ে দিল সে, কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হল, সামান্য মূল্যের জিনিসের চড়া দাম পেলে দোকানীরা যেমন কৃতজ্ঞ হয় তেমনি। ন্যাশানেল গার্ডের ইউনিফর্ম পরে আসার জন্য ভেতরে চলে গেল সে এবং তরবারি সজ্জিত হয়ে সশস্ত্র রক্ষী হিসেবে উপস্থিত হল। কিন্তু এ সময়টিতে তার স্ত্রী চিন্তা করার সময় পেয়েছিল। যেমন প্রায় ঘটে থাকে চিন্তা সহানুভূতির হাত সঙ্কুচিত করে দেয়। স্বামী কোন প্রতিকূল ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে পারে মনে করে চিন্তিত এবং ভীত হয়ে দোকানীর স্ত্রী কোট ধরে টেনে তাকে থামাতে চেষ্টা করল; কিন্তু সরল লোকটি নিজের অনুকম্পান্বিত অনুভূতিকে স্বীকার করে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধা মহিলাটিকে পৌঁছে দেবার কথা বলল।

যুবতী স্ত্রী তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে যার ভয়ে উনি ভীত সে দোকানের আশেপাশে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'আমারও তা মনে হয়', সরলভাবে স্বীকার করলেন বৃদ্ধা।

'লোকটি গুপ্তচর হতে পারে কি? কোন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে না তো? ওগো তুমি যেও না। বাক্সটা ওঁর হাত থেকে নিয়ে নাও...'

দোকানীর কানে কানে বলা স্ত্রীর এই কথাগুলি তার নতুন পাওয়া সাহসকে যেন ঠাণ্ডা করে দিল।

'আমি গিয়ে লোকটির সঙ্গে কথা বলে আসছি, আপনার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছি এক্ষুনি', বলে দোকানী দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

বৃদ্ধা মহিলাটি শিশুর মতো নিষ্ক্রিয় ও কিছুটা বিমূঢ় হয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। দোকানীর ফিরে আসতে দেরী হল না। তার মুখের স্বাভাবিক রক্তাভা, উনুনের তাপে যা আরো লাল হয়ে উঠেছে, তা যেন সহসা মৃত্যুর মতো নিরক্ত হয়ে গেছে। আতঙ্ক ওকে এত কাহিল করে ফেলেছে যে তার পা কাঁপছিল, চোখ দুটো হয়ে উঠেছে মাতাল মানুষের মতো।

'হতভাগ্য অভিজাত মানুষ আপনারা! আপনি কি চান আমার মাথাটা কেটে উড়িয়ে দিক?' ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল সে। 'আপনি এক্ষুনি চলে যান,

আর এখানে মুখ দেখাবেন না। আপনার ষড়যন্ত্রে আমার সাহায্যের কথা কখনও মনেও আনবেন না।'

এ কথা বলতে বলতে দোকানী বৃদ্ধার কাছ থেকে ছোট্ট বাক্সটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। বাক্সটি মহিলা তাঁর পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন রক্ষক তাঁর না থাকলেও যা তিনি কিনেছেন তা হাতছাড়া করার চেয়ে বরং তিনি রাস্তার বিপদ বরণ করবেন। তাই যে মুহূর্তে দোকানীর নির্লজ্জ হাত তাঁর পোষাক স্পর্শ করল তখনই তিনি যেন যৌবনের ক্ষিপ্রতা ফিরে পেলেন; দরজার দিকে ছুটে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে স্বামী স্ত্রীর দৃষ্টি থেকে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারা কম্পিত ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

দোকানের বাইরে এসেই অপরিচিত মহিলাটি দ্রুত হাঁটতে সুরু করলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁর সমস্ত শক্তি অবসিত হল; কারণ তিনি শুনতে পেলেন গুপ্তচরের ভারী পায়ের তুষার ভাঙ্গার শব্দ। লোকটি নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে। তাঁকে থামতে হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেও থামল। লোকটার সঙ্গে কথা বলার সাহস তাঁর নেই এমনকি তাকিয়ে দেখার সাহসও। এর কারণ হয়তো এই যে ভয় ওঁকে গ্রাস করেছে; কিংবা হয়তো কি করতে হবে তা তিনি জানেন না। তবু ধীর পদক্ষেপে পথ চলতে লাগলেন তিনি। লোকটাও একটু মন্থর হয়ে পড়ল, দূর থেকে তাঁর ওপর নজর রাখতে চায় সে। অপরিচিত লোকটি যেন বৃদ্ধা মহিলাটিরই ছায়া। নিঃশব্দ লোক দু'জন যখন সাঁ-লরেন্ত গির্জা অতিক্রম করছিল তখন ন'টা বাজল। প্রত্যেক লোকের মধ্যে, এমন কি অত্যন্ত দুর্বল-হৃদয় মানুষের মধ্যেও তীব্র আবেগান্দোলিত মুহূর্তের পরে একটা শান্ত মুহূর্ত আসে; কারণ আমাদের আবেগ যদিও বা সীমাহীন আমাদের শরীরের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা অসীম নয়। ভদ্রমহিলাটি যখন বুঝতে পারলেন আপাতদৃষ্টিতে যাকে নিপীড়ক মনে হচ্ছে তার কাছ থেকে কোন ক্ষতি এখনও ঘটেনি তখন তাঁর মধ্যে এই বিশ্বাসের প্রবণতা দেখা দিল যে লোকটি কোন্ গোপন বন্ধুও হতে পারে, যে বন্ধু তাঁকে রক্ষা করার জন্য আগ্রহী। যে পরিস্থিতিতে অপরিচিত লোকটির আবির্ভাব সব তিনি পর্যালোচনা করে দেখলেন, যেন তাঁর এই সুখকর চিন্তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে বার করতে চান তিনি। তিনি যেন ভাবতে সুখ পাচ্ছেন লোকটির উদ্দেশ্য খারাপ নয়, বরং মহৎ। সুতরাং লোকটি যে দোকানীকেও ভীত করেছে একথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ফবুর্গ সাঁ মারতাঁর উন্নত অংশ দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে যেতে লাগলেন মহিলা। আধঘণ্টা হাঁটার পর

যেখানে শহরতলীর প্রধান রাস্তাটি ব্যারিয়ের ছ প্যাঁতার দিকে দু'ভাগ হয়ে গেছে সেই মোড়ে একটি গৃহের সামনে উপস্থিত হলেন। সমগ্র পারিতে এই রাস্তাটি তখনও অত্যন্ত জনবসতিহীন স্থান বলে পরিচিত। উত্তুরে হাওয়া সাঁ-স্যসেত ও বেলভিই-এর ওপর দিয়ে বয়ে যায়, বাড়ীগুলির মধ্য দিয়ে শিস্ দিয়ে যায় যেন। এগুলিকে বাড়ী না বলে অবশ্য কুটির বলা উচিত। কুটিরগুলো ছড়িয়ে আছে প্রায় জনবসতিহীন উপত্যকায়। কুটিরের দেওয়াল কাদা আর হাড়ে তৈরী। এই নির্জন স্থানটি দারিদ্র্য ও হতাশার স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল যেন। হতভাগ্য মহিলাটির এই নিষ্ঠুর অনুসরণকারীটির এত রাত্রে এই নিস্তব্ধ রাস্তায় আসার কাজটি যথেষ্ট দুঃসাহসী সন্দেহ নেই। কিন্তু যে দৃশ্যটি লোকটির সামনে উপস্থিত তা দেখে সে যেন কিছুটা অভিভূত। রাস্তায় অস্পষ্ট আলো। নিষ্প্রভ আলো যেন অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারছে না। রাস্তার আলোর নিচে লোকটি থামল, চিন্তামগ্ন ও দ্বিধান্বিত হল। ভয়ে মহিলার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন অপরিচিত লোকটির মুখে কিসের অশুভ ছায়া ; অনুভব করলেন আবার যেন তাঁর মধ্যে সে আতঙ্ক ফিরে আসছে। একটা অনিশ্চয়তা লোকটিকে থামতে বাধ্য করল আর সেই সুযোগে বৃদ্ধা অন্ধকারে লুকিয়ে নির্জন গৃহের দরজায় উপস্থিত হলেন। একটা স্প্রিং স্পর্শ করে অবিশ্বাস্য গতিতে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অচঞ্চল লোকটি বাড়ীটির দিকে তাকাল। বাড়ীটি একদিক থেকে সেই স্থানের মলিন জীর্ণ বাসা বাড়ীর বৈশিষ্ট্যই ধরে রেখেছে। রাবিশ দিয়ে তৈরী হুমড়ি খেয়ে পড়া বাড়াটি ময়লা হলদে প্লাস্টারের একটা আস্তরণ দিয়ে ঢাকা। প্লাস্টারে এত ফাটল যে মনে হয় সামান্য দমকা হাওয়াতেই তা ভেঙ্গে পড়বে। ছাদের বাদামী টালি ছত্রাকে ঢেকে গেছে, বহু জায়গায় বসেও গেছে। মনে হচ্ছে জোর তুষারপাত হলে তা ধ্বসে পড়বে। প্রতিটি তলায় তিনটি করে জানালা। জানালার ফ্রেমগুলি আর্দ্রতায় এমন খেয়ে গেছে এবং সূর্যকিরণে এমন বেঁকে গেছে যে শীতের ঠাণ্ডা ঘরগুলিতে প্রবেশ করতে একটুও বাধা পাচ্ছে না। নির্জন গৃহটি যেন প্রাচীন কোন টাওয়ার, মহাকাল যাকে ধ্বংস করতে ভুলে গেছে। বাড়ীর চিলে কুঠরীতে অগোছালোভাবে রাখা একটা অস্পষ্ট আলো জানালাগুলিকে আলোকিত করেছে ; কিন্তু ঘরের অন্যান্য অংশ অন্ধকারে সম্পূর্ণ ঢাকা।

বৃদ্ধা অতিকষ্টে কর্কশ ও কুৎসিত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন। সিঁড়িতে কোন রেলিং নেই, একটা টানা দড়ি সে কাজ করছে। চিলে কুঠরীর একটা দরজায় সন্তর্পণে টোকা দিলেন তিনি এবং এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ঠেলে দেওয়া চেয়ারের ওপর প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

'লুকিয়ে পড়ুন। লুকিয়ে পড়ুন। কখনও বাইরে না গেলেও আমাদের সব কাজের খোঁজ রাখেন তাঁরা, আমাদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে,' বললেন বৃদ্ধা।

চুল্লীর কাছে উপবিষ্ট আরেক বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকের খবর কি?'

'কাল থেকে যে লোকটি আমাদের বাড়ীর চারপাশে ঘুরছে সে লোকটি আজও আমাকে অনুসরণ করেছে।'

এ কথায় চিলেকোটার বাসিন্দা তিন জন পরস্পরের দিকে তাকালেন, মুখে গভীর আতঙ্কের ভাব গোপন করলেন না। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অন্যদের তুলনায় কম আতঙ্কিত; তার কারণ হয়তো এই যে তিনজনের মধ্যে ওঁরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। সাহসী ব্যক্তিরা গভীর দুর্ভাগ্যের ভারের নিকট অথবা নিপীড়নের জোয়ালে সরাসরি নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন যেন। তিনি শুধু নিজের দিনগুলির কথা ভাবতে পারেন ভাগ্যজয়ের বহু ঘটনার সমাবেশ হিসেবে। মহিলা দু'জন এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দিকে যেভাবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার থেকে এটা পরিষ্কার যে তিনিই ওদের একমাত্র গভীর চিন্তার বিষয়।

'সিস্টার, কেন আপনারা ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছেন?' গম্ভীরকণ্ঠে বললেন তিনি, কিন্তু কথাগুলি অত্যন্ত ফাঁকা শোনাল। 'হত্যাকারীদের চীৎকার চেঁচামেচি ও কার্মেলাইট কনভেন্টের মৃত্যুপথযাত্রীদের কান্নার মধ্যেও আমরা তাঁর মহিমা ঘোষণা করেছি। যদি তিনি সেই হত্যার তাণ্ডব থেকে আমাকে বাঁচিয়ে থাকেন তবে তা নিশ্চয় এ জন্যে যে আমার জন্য অন্য এক ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে আর আমাকে তা বিনা অভিযোগে গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের নিজের ইচ্ছামত রক্ষা করেন, উৎসর্গও করেন। আপনাদের জন্যই আমার দুশ্চিন্তা, আমার নিজের জন্য নয়।'

বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যে একজন বললেন, 'না। পাদরী মহাশয়ের তুলনায় আমাদের জীবনের মূল্য কতখানি?'

'এ্যাবে স্ত শেলেস্ থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্ত থেকে আমি নিজেকে মৃত বলে মনে করে আসছি,' যে মহিলাটি ঘর থেকে বেরোন নি তিনি বললেন।

সদ্য প্রত্যাগত মহিলাটি পাদরী মহাশয়ের হাতে ছোট্ট বাক্সটি তুলে দিয়ে বললেন, 'দেখুন ওর মধ্যে টিকলিগুলো আছে।' তারপর বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সিঁড়ি দিয়ে কারও ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন।'

একথার পর তিন জনই কান পেতে শুনতে লাগলেন। শব্দ থেমে গেল।

'যদি কেউ আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় তবে ভয় পাবেন না,' পাদরী

মহাশয় বললেন। 'যে লোকটির বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভর করছি আমরা এবং যে আমাদের সীমান্ত পার করে দেবার ব্যবস্থা করছে সেও তো হতে পারে, লাঞ্জের ডিউক ও মার্কুইস দ্য বুর্সাঁত এর কাছে চিঠি লিখেছি আমি। এই ভয়ঙ্কর দেশ থেকে কি করে আপনাদের মুক্ত করা যায়, মুক্ত করা যায় প্রতীক্ষমান মৃত্যু বা দারিদ্র্য থেকে তাও ভাবার কথা লিখেছি।'

'আপনি তাহলে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?' দুই সন্ন্যাসিনী কোমল ও হতাশার স্বরে বললেন।

পাদরী মহাশয় শুধু বললেন, 'যেখানে নিপীড়িত মানুষ আমার স্থানও সেখানে।'

সন্ন্যাসিনী দু'জন চুপ করে রইলেন; প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁরা এই ঋষিতুল্য লোকটির দিকে।

'সিস্টার মার্থা,' টিকুলি আনার কাজে নিযুক্ত সন্ন্যাসিনীর দিকে ফিরে বললেন পাদরী মহাশয়, 'এই দূতটি আমরা "হোসান্না" বললে "ফিয়াত ভোলান্তাস" বলে উত্তর দেবে।'

'সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠছে!' ছাদের একটা গুপ্ত দরজা খুলে বললেন অন্য সন্ন্যাসিনী।

এবার পূর্ণ নৈঃশব্দের মধ্যে সহজেই তাঁরা শুনতে পেলেন জমাট কর্দমে ঢাকা সিঁড়িতে মানুষের পদশব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। একটা তোষাখানার মতো কুটুরীতে বেশ কষ্ট করে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলেন পাদরী মহাশয়। সন্ন্যাসিনী দু'জন তাঁর ওপর কিছু কাপড় চোপড় চাপা দিলেন।

'সিস্টার আগাথা, দরজা বন্ধ করে দিন,' চাপা কণ্ঠে বললেন পাদরী মহাশয়।

পাদরী মহাশয় লুকোবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় পর পর তিনটে টোকা পড়ল দুই সন্ন্যাসিনী চমকে উঠলেন। প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালেন, একটা কথাও উচ্চারণ করলেন না। দু'জনের বয়স প্রায় ষাট বছর বলে মনে হয়। চল্লিশ বছর ধরে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকায় হট্-হাউসের পরিবেশে বেড়ে ওঠা গাছের মতো মনে হয় ওঁদের। ঐ পরিবেশের বাইরে বাঁচে না গাছগুলি। এই সন্ন্যাসিনীরাও কনভেন্ট জীবনে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে অন্য কোন জীবনের কথা তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন না। একদিন ভোরে তাঁদের কনভেন্টের গেট ভেঙ্গে চূর্ণ করে ফেলা হল; নিজেদের স্বাধীন মুক্ত দেখে কেঁপে উঠলেন তাঁরা। তাঁদের শুদ্ধ মনে বিপ্লবের ঘটনাগুলি যে ধরণের অস্বাভাবিক অসাড়তা সৃষ্টি করল তা কল্পনা করা শক্ত নয়।

কনভেন্টের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় জীবনের কষ্টকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তাঁরা অক্ষম। এমন কি তাঁরা নিজেদের পরিস্থিতিটাও ভাল করে বোঝেন না। তাঁরা যেন যত্নেলালিত শিশুর মতো, মায়ের স্নেহ ও যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে যে শিশু চীৎকার করে কাঁদার পরিবর্তে প্রার্থনাই করে থাকে। তাই সে মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা দেখে তাঁরা নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন। খৃষ্টধর্মের ঈশ্বর নির্ভরতা ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পেলেন না। কড়া-নাড়া লোকটি এই নিস্তব্ধতাকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে নিলেন; দরজা খুলে সহসা সে ঘরের মধ্যে উপস্থিত হল। লোকটিকে চিনতে পেরে দুই সন্ন্যাসিনী কেঁপে উঠলেন। কিছুদিন ধরে লোকটি তাঁদের বাড়ীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাঁদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করছিল। লাজুক শিশু যেমন একটা ভয়মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে নিঃশব্দে অপরিচিত লোকদের পর্যবেক্ষণ করে তেমনি নিস্পন্দ হয়ে তাঁরা তাকালেন লোকটির দিকে। লোকটি দীর্ঘকায় এবং ভারী; কিন্তু তার পদক্ষেপে আচারব্যবহারে অথবা মুখে মন্দ স্বভাবের কোন ইঙ্গিত নেই। সন্ন্যাসিনীদের মতই সে স্তব্ধ হয়ে রইল, আস্তে আস্তে তাকিয়ে দেখল ঘরের চারদিক।

কাঠের তক্তার ওপর দু'টি মাদুর পাতা-দুই সন্ন্যাসিনীর শয্যা। ঘরের মাঝখানে একটি মাত্র টেবিল। টেবিলের উপর কয়েকটি তামার বাতিদান, কিছু বাসন, তিনটি ছুরি ও একটি গোল পাঁউরুটি। চুল্লীতে সামান্য আগুন জ্বলছে। কোণে স্তূপীকৃত কাঠ দুই নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসিনীর দারিদ্র প্রকট করে তুলেছে। দেওয়ালগুলিতে অত্যন্ত পুরোনো রঙের পলেস্তারা লাগানো হয়েছে এবং যে বাদামী দাগগুলোর মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল ঢোকে তা ছাদের অত্যন্ত খারাপ অবস্থাই সূচিত করে। ম্যান্টেলপীস অলঙ্কৃত করে আছে একটা স্মৃতিচিহ্ন। সম্ভবত এ্যাবে দ্য শেলেস্ লুণ্ঠিত হওয়ার সময় ওটা কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে। তিনটি চেয়ার, দুটি সিন্দুক এবং একটি ভাঙ্গা ড্রয়ার ঘরের একমাত্র আসবাবপত্র। চুল্লীর পাশের দরজাটি লোককে ধারণা করতে সাহায্য করে যে পাশে আর একটি ঘর আছে।

আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে এই ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে ঢুকে লোকটি শীঘ্রই ঘরের সব জিনিস সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পারল। ওর মুখে ফুটে উঠল একটা সহানুভূতির ভাব। একটা সহৃদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে দুই মহিলার দিকে। মহিলাদের মতো সেও যেন ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। সেই অস্বস্তিকর নৈঃশব্দের মধ্যে তাঁরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না কারণ আগন্তুক অবশেষে এই দুই দরিদ্র মহিলার

অসহায়তা ও অনভিজ্ঞতার কথা বুঝতে পারল। এবার কণ্ঠস্বর নম্র করার চেষ্টা করে সে বলল, 'নাগরিকা মহাশয়া, আমি এখানে শত্রু হিসেবে আসিনি…' এই বলে থামল সে। আবার বলতে আরম্ভ করল 'সিস্টার, কোন দুর্ভাগ্য যদি আপনাদের ওপর নেমে এসে থাকে, তবে বিশ্বাস করুন তা আমার জন্য আসে নি। আমাকে আপনারা একটা অনুগ্রহ…'

তবু তাঁরা নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'আপনাদের শান্তি যদি নষ্ট করে থাকি, যদি…আপনাদের পথ আটকেছি যদিও, তবু আপনারা নির্ভয়ে কথা বলতে পারেন…আমি চলে যাবো, কিন্তু দয়া করে জানবেন আমি আপনাদের অনুগত। যদি আমাকে দিয়ে আপনাদের কোন কাজ হয় তবে নির্ভয়ে আমার সাহায্য আপনারা নিতে পারেন। হয়তো আমিই একমাত্র আইনের দ্বারা বাধিত নই, আমাদের যখন কোন রাজা নেই…'

এই কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা সততার ছোঁয়াচ ছিল যে সিস্টার আগাথা তাড়াতাড়ি তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন যেন তিনি অতিথিকে বসতে অনুরোধ করছেন। সিস্টার আগাথা লাঞ্জেই পরিবারভুক্ত মহিলা। তাঁর ব্যবহার অতীতে যে তিনি রাজসভার পরিবেশ ও জাঁকজমকের সঙ্গে পরিচিত তার ইঙ্গিত দেয়। আগন্তুক তাঁর ইঙ্গিত বুঝল, খুশীও হলো, কিন্তু তার মুখ থেকে বিষণ্ণতা গেল না। সন্ন্যাসিনী দুজন বসলে পর সেও বসল।

সে বলতে আরম্ভ করল, 'আপনারা একজন সম্মানীয় বিদ্রোহী পাদ্রীকে আশ্রয় দিয়েছেন। কার্মেলাইটদের হত্যার তাণ্ডব থেকে তিনি আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গেছেন।'

'হোসান্না…' আগন্তুকের কথায় বাধা সৃষ্টি করে বললেন সিস্টার আগাথা এবং উৎকণ্ঠা ও কৌতুহল নিয়ে তাকালেন লোকটির দিকে।

'ওটা ওঁর নাম বলে তো মনে হয় না,' লোকটি বলল।

সিস্টার মার্থা ব্যগ্র হয়ে বললেন, 'কিন্তু মহাশয়, আমাদের এখানে কোন পাদ্রী তো নেই, আর…'

'তাহলে আপনাদের আরও সতর্ক এবং প্রাজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন,' আগন্তুক আস্তে টেবিলের ওপর হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে 'ধর্মতত্ত্বসার সংগ্রহ' বইটি তুলে নিতে নিতে বলল। 'আপনারা তো লাতিন জানেন না, আর…'

কিন্তু আর কথা বাড়াল না সে। কারণ দুই হতভাগ্য সন্ন্যাসিনীর মুখের ওপর অস্বাভাবিক ভয়ের একটা ভাব ভেসে উঠল। আগন্তুকের এই ভয় হল সে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছে! তাঁরা কাঁপছিলেন, চোখ তাঁদের অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

'আপনারা শান্ত হোন,' খোলা মনে বলল সে। 'আপনাদের অতিথির নাম আমি জানি, আপনাদের নামও। তিন দিন আগে আপনাদের কষ্টের কথাও জেনেছি আমি আর আপনাদের পাদ্‌রী মহাশয়ের প্রতি ভক্তির…'

'চুপ!' সরল মনে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন সিস্‌টার আগাথা।

'সিস্‌টার, আপনারা তো বুঝতেই পারছেন আপনাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করাই যদি আমার উদ্দেশ্য হতো তাহলে এর আগেই আমি তা করতে পারতাম…'

কথাগুলি শুনে পাদ্‌রী মহাশয় তাঁর বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

আগন্তুককে বললেন তিনি, 'মহাশয়, আপনি যে একজন নিপীড়ক আমি তা বিশ্বাস করি না। আপনাকে বিশ্বাস করি আমি। আমার কাছ থেকে আপনি কি চান?'

ঋষিপ্রতীম পাদ্‌রীর এই বিশ্বাস, তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব একজন হত্যাকারীকেও দ্রব করে ফেলতে পারত। দরিদ্রপীড়িত এবং আত্মসমর্পিত মানুষগুলির মধ্যে যে রহস্যময় লোকটি উত্তেজনা নিয়ে এসেছে সে মুহূর্তের জন্য তাকাল তিনজনের এই দলটির দিকে। তারপর চাপাস্বরে পাদ্‌রী মহাশয়কে বলল, 'ফাদার, আমি এসেছি এই অনুরোধ নিয়ে যে একজন মৃতব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। এই ব্যক্তির দেহ কখনও পবিত্র মাটিতে সমাধিস্থ করা হবে না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাদ্‌রী মহাশয়ের শরীর কেঁপে উঠল। সন্ন্যাসিনী দুজন আগন্তুক কার সম্পর্কে এই কথাগুলো বলছে তা বুঝতে না পেরে বসে রইলেন! তাঁদের ব্যগ্র কৌতূহলী দৃষ্টি দুই বক্তার উপর নিবদ্ধ। পাদ্‌রী মশায় সতর্কতার সঙ্গে আগন্তুককে দেখছেন: মুখের ভাবে স্পষ্ট উৎকণ্ঠা, চোখে ফুটে উঠেছে ব্যগ্র অনুনয়।

'বেশ,' পাদ্‌রী বললেন, 'আজ মধ্যরাত্রে আসুন আপনি। যে পাপের কথা বলছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করে আমি প্রস্তুত থাকবো।'

আগন্তুক যেন সামান্য চমকে উঠল, কিন্তু একটা শান্ত এবং গভীর তৃপ্তি যেন ওর গোপন কষ্টের ওপর জয় ঘোষণা করল। দুই সন্ন্যাসিনী ও পাদ্‌রীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করে একটা বোবা কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করে সে চলে গেল। উপস্থিত তিনজন সহৃদয় ব্যক্তি তা বুঝলেন। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পরে আগন্তুক আবার ফিরে এলো, চিলে কুটুরীর দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে

ঘরে ঢুকতে দিলেন মাদামোয়াজেল স্ত ব্যুসাঁত্। আগন্তুককে নিয়ে গেলেন তিনি এই দরিদ্র গৃহের দু'নম্বর ঘরে। অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। দুই সন্ন্যাসিনী পুরোনো ড্রয়ারযুক্ত সিন্দুকটি ঠেলে দুই ষ্টোভ-পাইপের মাঝখানে রেখে দিয়েছেন। তার পুরোনো চেহারা ঢাকা পড়েছে আশ্চর্য সবুজ জল রঙ রেশমী কাপড়ে। কাঠ ও হাতির দাঁতের বড় ক্রুশটির দিকে দৃষ্টি না পড়ে যায় না। ক্রুশটি হলুদ দেয়ালে টাঙ্গানো; সেটা আরও নিরলঙ্কৃত দেখাচ্ছে। সন্ন্যাসিনী দুজন তাড়াহুড়া করে কোন রকমে বেদীটি তৈরী করেছেন। তার ওপর রাখা চারটি সরু মোমবাতি থেকে একটা স্তিমিত আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেয়ালে সেই আলো সামান্যই প্রতিফলিত। স্তিমিত আলোটি ঘরটির অন্য অংশগুলি মোটেই আলোকিত করতে পারেনি। কিন্তু যেহেতু এই আলো শুধুমাত্র পূজার আসবাবপত্র গুলিই আলোকিত করেছে, তাই মনে হচ্ছে এই আলোর রেখা যেন স্বর্গ থেকে বেদীর উপর এসে পড়েছে। মেঝেটা ভিজে। ছাদের ফাটলের মধ্য দিয়ে একটা হিম শীতল হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। সব চিলেকুটুরীর মতোই এ বাড়ীর ছাদও দুদিকে ঢালু হয়ে নেমেছে। এর চেয়ে আড়ম্বরহীন দৃশ্য আর হতে পারে না, কিন্তু তবু এই বিষণ্ণ অনুষ্ঠানের মতো হৃদয়স্পর্শী ঘটনা বিরল। নৈঃশব্দ এমন গভীর যে রুট্ দ্যলানেনএ উচ্চারিত সামান্য চীৎকারের শব্দও শোনা যাবে। মধ্যরাত্রির অনুষ্ঠানের উপর এই নৈঃশব্দ এক ধরণের গম্ভীর মাহাত্ম্য আরোপ করেছে। সংক্ষেপে, অনুষ্ঠান কর্মের এই আড়ম্বর উপকরণের সামান্যতার সঙ্গে যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে তা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভক্তি মিশ্রিত ভয়ের সঞ্চার করে। বেদীর দুই পাশে দুই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী ক্ষতিকর আর্দ্রতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে হাঁটু গেড়ে বসে পাদ্রীর সঙ্গে প্রার্থনায় রত। পাদ্রী মহাশয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে মূল্যবান পাথর দ্বারা অলঙ্কৃত একটা স্বর্ণময় পাত্র বার করে আনলেন। সম্ভবত এই পাত্রটি তিনি এ্যাবে স্ত শেলেসের লুণ্ঠন থেকে বাঁচাতে পেরেছেন। এই পাত্রটি ছাড়া এই রাজকীয় জাঁকজমকের মধ্যে রয়েছে দু'টো গ্লাস, অত্যন্ত দারিদ্র্য পীড়িত সরাইখানার পক্ষেও যা মূল্যবান মনে হবে না। গ্লাস দু'টির মধ্যে রাখা হয়েছে পবিত্র অনুষ্ঠানের জন্য জল ও মদ। যেহেতু অনুষ্ঠানস্তোত্রের কোন গ্রন্থ নেই, সুতরাং পাদ্রী মশায় 'ধর্মতত্ত্বের সারসংগ্রহ' বইটি বেদীর ওপর রাখলেন। সাধারণ একটা রেকাবী প্রস্তুত রাখা হয়েছে পবিত্র এবং পরিষ্কার হাত ধোয়ার জন্য। সব কিছুই বেশ মহৎ ব্যাপার কিন্তু তবু আয়তনে ক্ষুদ্র, দরিদ্র কিন্তু মহৎ; একই সময়ে দুষ্ট এবং পবিত্র।

আগন্তুক দুই সন্ন্যাসিনীর মাঝখানে ভক্তি ভরে হাঁটু গেড়ে বসলো। কিন্তু

যখন সে পাত্র ও ক্রুশের ওপর কালো ক্রেপ্ কাপড়টি দেখল (যেহেতু কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে তা জানা নেই, সুতরাং পাদ্রী মহাশয় এই অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বরকে নিয়ে এসেছেন) তখন সহসা ভয়ঙ্কর একটা স্মৃতি ওকে অভিভূত করে ফেলল। আগন্তুকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কোন কথা না বলে এই দৃশ্যের চারজন অভিনেতা-অভিনেত্রী রহস্যজনকভাবে পরস্পরের দিকে তাকালেন; তারপর তাঁরা যেন পরস্পরকে প্রভাবিত করছেন এমনভাবে নিঃশব্দে পরস্পরের অনুভূতির আদান-প্রদান করে গেলেন এবং মিলিত হলেন ধর্মীয় অনুকম্পার মধ্যে। তাঁদের ভাবনা যেন চুনবালিতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহীদকে আবার স্মৃতির মধ্যে জাগিয়ে তুলল, যেন সেই শহীদের ছায়াময় মূর্তিটি তাঁর রাজকীয় মাহাত্ম্য নিয়ে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত। মৃতদেহটি ছাড়াই তাঁরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করছেন। আলগা টালি ও কাঠের নিচে চারজন ক্রিশ্চিয়ান ফ্রান্সের রাজার হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন ও তাঁর কফিনহীন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করছেন। এটা যেন একটা পবিত্রতম ভক্তির প্রকাশ, বিশ্বস্ততার একটা বিস্ময়কর কর্ম। এর পেছনে সুদূরতম কোন উদ্দেশ্যও নেই। সন্দেহ নেই ঈশ্বরের চোখে এটা এক গ্লাস জলের মতো, যার ওজন মহত্তম গুণাবলীর সমান। দুই দরিদ্র মহিলা ও পাদ্রীর প্রার্থনার মধ্যে সমগ্র রাজতন্ত্র যেন উপস্থিত; হয়তো তার সঙ্গে বিপ্লবের প্রতিনিধিত্ব করছে সেই লোকটি যার মুখে গভীর এক অনুতাপের ছায়া পড়েছে। স্পষ্টতই গভীর অনুতাপের মধ্যে সে তার অঙ্গীকার পালন করছে।

লাতিন মন্ত্রগুলি উচ্চারণ না করে যেন স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাদ্রী মহাশয় ক্রিশ্চিয়ান ফ্রান্সের প্রতিনিধি অন্য তিন ব্যক্তির দিকে তাকালেন। ঘরের দারিদ্র্য ও জীর্ণতা থেকে তাঁদের মন সরিয়ে নেবার জন্য বললেন, 'আমরা ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।'

গভীর আবেগে উচ্চারিত এই কথাগুলি শুনে আগন্তুক ও দুই সন্ন্যাসিনী ধর্মসঞ্জাত এক ভয়মিশ্রিত বিস্ময় অনুভব করলেন। এই দারিদ্রপীড়িত আশ্রয়ে ক্রিশ্চিয়ান লোকগুলির চোখে ঈশ্বর যে আশ্চর্য মহিমায় দেখা দিলেন তা রোমের সেন্টপিটারের খিলানের নিচে বোধহয় সম্ভব ছিল না। কারণ এটা নিশ্চিত সত্য যে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কোন মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই, ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের উৎস মানুষেরই অন্তরজগত। আগন্তুকের ভক্তি আন্তরিক। সুতরাং অনুভূতির ঐক্য ঈশ্বর ও রাজার চার ভক্তের প্রার্থনাকেও মিলিয়ে দিল। নৈঃশব্দের মধ্যে পবিত্র শব্দগুলি স্বর্গীয় সঙ্গীতের মহিমায় বেজে উঠল। ঈশ্বর ভজনার মুহূর্তে আগন্তুকের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। পাদ্রী মহাশয়

তার সঙ্গে একটা লাতিন প্রার্থনা যোগ করে দিলেন। সন্দেহ নেই আগন্তুক তা বুঝল : 'এবং রাজহন্তারকদের ক্ষমা করুন যেমন ষোড়শ লুই তাদের ক্ষমা করেছেন।'

দুই সন্ন্যাসিনী দেখলেন দু'টি বড় বড় অশ্রুবিন্দু আগন্তুকের পক্বব্যঞ্জক গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, পড়ল মেঝেতে। মৃতের অন্তেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র উচ্চারিত হল। নিচু কণ্ঠে গীত হল লাতিন মন্ত্র। এই গান রাজভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করল। তাঁরা বুঝলেন, যে বালক রাজার জন্য পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করছেন তিনি, সে শত্রুর হস্তে বন্দী। আগন্তুক এটা চিন্তা করে কেঁপে উঠল যে একটা নতুন অপরাধ শীঘ্রই সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং সন্দেহ নেই সেই অপরাধে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে সে। অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলে পাদ্রী মহাশয় সন্ন্যাসিনীদের প্রতি কি একটা ইঙ্গিত করলেন। তাঁরা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। একলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী মহাশয় আগন্তুকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বিষণ্ণ নম্র কিন্তু পিতৃসুলভ কণ্ঠে বললেন, 'বৎস, শহীদ রাজার রক্তে যদি হাত রঞ্জিত করে থাকো তবে তা আমাকে বলো। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এমন কোন অপরাধ নেই যা সৎ ও মর্মস্পর্শী অনুতাপ দ্বারা মুছে ফেলা যায় না। সে অনুতাপ তোমার মধ্যে দেখছি আমি।'

পাদ্রী মহাশয়ের উচ্চারিত কথাগুলি শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আতঙ্কে কেঁপে উঠল আগন্তুক ; কিন্তু ওর মুখে আবার শান্ত ভাব ফিরে এলো। আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বিস্মিত পাদ্রীর দিকে তাকালো সে। 'ফাদার,' আবেগকম্পিত কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলল সে, 'রক্তপাতের ব্যাপারে আমার চেয়ে নির্দোষ কেউ নেই।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি', বললেন পাদ্রী মহাশয়···। কিছুক্ষণ থেমে অনুতপ্ত অপরাধীকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করলেন তিনি। তারপর এই বিশ্বাস তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল হল যে আগন্তুক কনভেনশনের সদস্যদের একজন, যাঁরা নিজেদের মাথা বাঁচাবার জন্য পবিত্র ও অভিষিক্ত রাজকীয় মস্তকটি উৎসর্গ করেছেন। পাদ্রী মহাশয় আবার গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বৎস, ভেবে দেখো এই মহা অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য শুধু এই রক্তপাতে হাত নেই বললেই যথেষ্ট নয়। যাঁরা রাজাকে রক্ষা করতে পারতেন অথচ খাপ থেকে তরবারি বার করেন নি, ঈশ্বরের কাছে তাঁদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে। হ্যাঁ, তাই', মাথা নেড়ে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবটি প্রকাশ করলেন পাদ্রী মহাশয়। 'হ্যাঁ, ভারী শাস্তি।···কারণ কিছু না করে তাঁরা এই ভয়ঙ্কর অপরাধের নিষ্ক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠেছেন···'

ভয়চকিত হয়ে আগন্তুক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে

পরোক্ষ অংশগ্রহণের জন্যও শাস্তি পেতে হবে। যে সৈনিকেরা রাস্তায় রাস্তায় শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত ছিল তারাও কি অপরাধী ?'

পাদ্রী মহাশয় দ্বিধান্বিত। গোঁড়া রাজতন্ত্রী পাদ্রী মহাশয়কে দুই সমস্যার মাঝখানে ফেলে বিমূঢ় করতে পারার জন্য আগন্তুক সুখী হল। রাজতন্ত্রের সপক্ষে যাঁরা তাঁরা বলেন সামরিক আইনে নিক্রিয় বশ্যতা সৈনিকদের কর্তব্য; তাঁরা আবার এটাও বলেন যে রাজার শরীর পূত। সুতরাং এই দ্বিধার মধ্যে দ্রুত সে দেখতে পেল, যে সংশয় ওকে যন্ত্রণাদগ্ধ করছে তার মীমাংসা। শ্রদ্ধেয় জেনসেনিষ্ট পাদ্রীকে চিন্তা করার আর অবকাশ না দিয়ে আগন্তুক বলল, 'রাজার আত্মার শান্তি এবং আমার বিবেকের মুক্তির জন্য যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন আপনি, তার জন্য অর্থ দিতে আমি লজ্জা বোধ করছি। অমূল্য জিনিসের দাম অমূল্য জিনিস দিয়েই দেওয়া উচিত। সুতরাং মহাশয় প্রসন্নচিত্তে এই স্মৃতিচিহ্নটি গ্রহণ করুন আপনি···এমন একদিন আসতে পারে যখন আপনি এর মূল্য বুঝতে পারবেন।'

এই কথা শেষ করে আগন্তুক পাদ্রী মহাশয়কে একটা ছোট বাক্স দিলেন। বাক্সটি ওজনে অত্যন্ত হালকা। পাদ্রি মহাশয় প্রায় যন্ত্রবৎ তা গ্রহণ করলেন কারণ আগন্তুকের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, যে স্বরে সে কথা বলছে, যে শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে সে বাক্সটি ধরে আছে—সব যেন তাঁকে গভীরভাবে বিস্মিত করল। তারপর যে ঘরে দুই সন্ন্যাসিনী অপেক্ষারত সে ঘরে ফিরলেন তাঁরা।

'যে গৃহে আপনি বাস করছেন', আগন্তুক বলল, 'তার মালিক মুকিয়াস ম্যাভোলা দোতলায় থাকে। সে প্লাষ্টারের কারিগর। এ পাড়ায় স্বদেশভক্তির জন্য সে খুবই পরিচিত, কিন্তু গোপনে সে বুর্বোঁ রাজবংশের অনুরক্ত। মঁশিয়ে প্রিন্স দ্য কন্টির শিকার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সে। তার সম্পদ প্রিন্স থেকেই এসেছে। এই বাড়ীর বাইরে না গেলে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ, ফ্রান্সের অন্য কোথাও আপনাদের এ নিরাপত্তা নেই। এখানেই থাকুন আপনারা। আপনাদের অনুরক্ত লোকেরা সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেবে। এর চেয়ে ভাল সময়ের অপেক্ষায় আপনারা এখানে নিরাপদে থাকতে পারবেন। বছরের শেষে একুশে জানুয়ারীতে··(একথা বলতে বলতে শরীরের শিহরণ সে চেপে রাখতে পারল না) যদি আপনি এই জীর্ণ গৃহে থাকেন তবে বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য আমি আবার আসব···'

বাক্যটি শেষ করল না সে। চিলে কুটুরীর মূক বাসিন্দাদের নিকট মাথা নোয়ালো 'তাঁদের দারিদ্র্যের চিহ্নগুলির দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

দুই অনভিজ্ঞ সন্ন্যাসিনীর কাছে এই এ্যাড্‌ভেঞ্চার যেন রোমান্সের মতোই আকর্ষণীয়। সুতরাং যখন শ্রদ্ধেয় পাদ্‌রী মহাশয় সেই রহস্যময় উপহারের কথা ওঁদের বললেন তখন সবাই মিলে তৎক্ষণাৎ সেটা টেবিলের উপর রাখলেন। তিনটি উৎকণ্ঠিত মুখ মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয় আলোকিত, মুখে তাঁদের গভীর কৌতূহল। মাদামোয়াজেল দ্য লঞ্জেই বাক্সটি খুলে ফেললেন। তার মধ্যে দেখতে পেলেন খুব সুন্দর এম্‌ব্রয়ডারি করা একটা রুমাল—ঘামে মলিন। রুমালটি খুললে তাতে কতকগুলি দাগ দেখতে পেলেন।

'রক্ত!...' বললেন পাদ্‌রী মহাশয়।

অন্য সিস্‌টারটি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'রুমালে রাজমুকুটের চিহ্ন রয়েছে।'

দুই সন্ন্যাসিনী আতঙ্কিত হয়ে রুমালটি মাটিতে ফেলে দিলেন। আগন্তুককে ঘিরে যে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠল এই দুই সরলহৃদয়া সন্ন্যাসিনীর কাছে তা মনে হল ব্যাখ্যাতীত। আর পাদ্‌রী মহাশয়ের কাছে? সেদিন থেকে পাদ্‌রী মহাশয় এর কোন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন নি।

তিন বন্দী শীঘ্রই দেখতে পেল যদিও চারদিকে বিভীষিকার রাজত্ব চলছে তবু একটা শক্তিশালী হাত যেন ওঁদের উপর প্রসারিত। তাঁরা জ্বালানী কাঠ ও রসদ পান। দুই সন্ন্যাসিনী অনুমান করলেন তাঁদের রক্ষকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজন স্ত্রীলোকও: কারণ সুতী কাপড় ও পোষাকআষাকও প্রেরিত হতে লাগল। এই পোষাক পরে তাঁরা নিরাপদে বাইরে বেরোতে পারেন। আগে বাইরে যাবার সময় যে অভিজাত পোষাক পরতে বাধ্য হতেন তাঁরা তাতে তাঁদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। অবশেষে মুকিয়াস স্যাভোলা ওঁদের দু'টি সাধারণ নাগরিকের পরিচয়পত্র দিলেন। পাদ্‌রী মহাশয়ের নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় খবরাখবর অনেক ঘুর পথে তাঁর কাছে এসে পৌঁছতে লাগল। এমন সঠিক সময়ে সেগুলি এসে পৌঁছত যে তিনি বুঝতে পারতেন এই পরামর্শ এমন একজন লোকের কাছ থেকে আসছে যে রাষ্ট্রের গোপনীয়তম ব্যাপারগুলি জানে। প্যারি দুর্ভিক্ষ পীড়িত হতে থাকলেও এই বিদ্রোহী লোকগুলি নিজেদের ক্ষুদ্র গৃহের দরজায় সাদা রুটির রাশন পেয়ে যান; কোন এক অদৃশ্য হস্ত সেগুলি নিয়মিত রেখে দিয়ে যায়। তাঁদের মনে হয় মুকিয়াস স্যাভোলার মধ্যে এই দাতব্য কর্মের রহস্যময় হোতাকে দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা। কাজটি যথেষ্ট বুদ্ধি ও চতুরতার সঙ্গে করা হয় সন্দেহ নেই। চিলে কুটিরীর অভিজাত বাসিন্দা তিনজন নিঃসন্দেহ যে তাঁদের রক্ষক ১৭৯৩ সালের ২২শে জানুয়ারীতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আগত সেই ভদ্রলোকটি ছাড়া আর কেউ নয়। সুতরাং এই ভদ্রলোকটি তাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল; কারণ

সে-ই তাঁদের একমাত্র আশা-ভরসা এবং তারই দৌলতে তাঁরা বেঁচে আছেন। প্রার্থনার সময় তাই তাঁরা ভদ্রলোকটির জন্যও বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করেন, আশা প্রকাশ করেন তার উন্নতি ও নিরাপত্তার জন্য। তাকে বিপদ থেকে দূরে রাখার জন্য, শত্রুর হাত থেকে মুক্তি এবং দীর্ঘ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন তাঁরা। তাঁদের কৃতজ্ঞতা যেন দিন দিন বেড়ে যায় এবং স্বভাবতই কৌতূহলের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আরও গভীর হয়ে ওঠে। আগন্তুকের আবির্ভাবের পরিস্থিতিটি তাঁদের আলাপের বিষয় হয়ে ওঠে; তার সম্পর্কে নানা বিষয় অনুমান করেন তাঁরা আর এই চিন্তায় মগ্নতা তাঁদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁরা এই বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে কথানুযায়ী ষোড়শ লুইয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার জন্য যে সন্ধ্যায় আগন্তুক আসবেন সেদিন তার প্রতি তাঁদের বন্ধুত্বের ভাবের কথা তাঁরা ঘোষণা না করে ছাড়বেন না। অবশেষে ব্যগ্রভাবে প্রতিক্ষিত সেই রাত এলো। মধ্যরাত্রে আগন্তুকের ভারী পদক্ষেপ ধ্বনিত হল পুরোনো কাঠের সিঁড়িতে। তাকে গ্রহণ করার জন্য ঘরটি সজ্জিত করা হয়েছিল, বেদীও প্রস্তুত। এবার দরজায় টোকা দেওয়ার আগেই সন্ন্যাসিনীদ্বয় দরজা খুলে দিলেন। দুজনেই সিঁড়িতে আলো ধরার জন্য সত্বর এগিয়ে গেলেন। মাদামোয়াজেল দ্য লঙ্গেই তাড়াতাড়ি আরও কয়েক ধাপ নেমে গেলেন তাঁর হিতকারীকে দেখার মানসে।

'আসুন,' আবেগকম্পিত স্বরে বললেন তিনি, 'ভেতরে আসুন। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।'

আগন্তুক মাথা তুললো, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সন্ন্যাসিনীর দিকে কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সন্ন্যাসিনী অনুভব করলেন তাঁর ওপর যেন একটা তুষারের পর্দা চাপা দেওয়া হল। আর কিছু বললেন না তিনি। আগন্তুককে দেখে কৃতজ্ঞতা ও কৌতূহল যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বন্ধুত্ব ঘোষণার জন্য প্রতীক্ষারত উত্তেজিত মহিলাদ্বয়ের মনে তাকে যতখানি নিস্পৃহ, একগুঁয়ে এবং ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল হয়তো বাস্তবিক পক্ষে সে তা ছিল না। তিনজন হতভাগ্য বন্দী বুঝতে পারলেন এই মানুষটি তাঁদের কাছে অপরিচিতই থাকতে চায়। তাঁরা তাই এই পরিস্থিতিকে মেনে নিলেন। পাদ্রী মহাশয়ের মনে হল ওকে সম্বর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি দেখে আগন্তুক যেন দ্রুত একটা হাসি চেপে গেল। সে মন্ত্রোচ্চারণ শুনল, প্রার্থনা করল এবং সামান্য কয়েকটি শিষ্ট বাক্যে মাদামোয়াজেল দ্য লঙ্গেইএর নৈশভোজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে প্রস্থান করল। সন্ন্যাসিনীরা তার জন্য নিজ হস্তে রান্না করেছিলেন।

নই থার্মিডরের পর সন্ন্যাসিনীদ্বয় ও এ্যাবি গু ম্যারোলস্ বাইরে বেরোলেন, পারিতে ঘুরে বেড়ালেন ; কোন বিপদ হল না তাঁদের। বৃদ্ধ পাদ্রী মহাশয় বিজ্ঞাপন দেখে প্রথমে গেলেন একটা সুগন্ধ দ্রব্যের দোকান 'রেন গু ফ্লুর' এ। দোকানটি নাগরিক নাগরিকা র‍্যাগোঁ দম্পতি পরিচালিত। আগে তাঁরা রাজসভার সুগন্ধদ্রব্য সরবরাহকারী ছিলেন। রাজপরিবারের প্রতি এখনও অনুগত তাঁরা। ভেন্দী প্রদেশের রাজতন্ত্রীরা এখনও তাঁদের মাধ্যমে পারির রাজবংশের লোক ও রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান করেন। দোকানটি মঁা-রোশ ও রু গু ফ্রনড়ার্স-এর মধ্যে অবস্থিত। পাদ্রী মহাশয় সে সময়কার প্রয়োজনীয় পোষাকে সজ্জিত। তিনি যখন এই দোকানের দরজা দিয়ে নামতে যাবেন তখন একটা জনতা এসে রু-সাঁ-ওনোরের সমগ্র স্থানটি পূর্ণ করে ফেলল। পাদ্রী মহাশয় আর পথে নামতে পারলেন না।

'ব্যাপারটা কি ?' মাদাম র‍্যাগোঁকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ও কিছু না,' বললেন তিনি,' 'দামামা আর জল্লাদ যাচ্ছে "প্লেস লুই ফিফ্‌টিন" এ। ওঃ, গতবছর প্রায় প্রতিদিনই আমরা এ দৃশ্য দেখেছি : কিন্তু একুশে জানুয়ারীর বর্ষপূর্তি উৎসবের চারদিন পর এই ভয়ঙ্কর মিছিলটির দিকে যন্ত্রণাহীন দৃষ্টিতে আমরা তাকাতে পারছি আজ।'

'কেন ?' পাদ্রী মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন। 'আপনি যা বলছেন তা কোন খৃশ্চানের কথা নয়।'

'ওঃ! রোব্‌সপিয়ারের ষড়যন্ত্র-সঙ্গীর ফাঁসি হবে আজ। যতদিন পেরেছে নিজেদের রক্ষা করেছে তারা, কিন্তু আজ ওদের পালা। এতগুলি নির্দোষ লোককে যেখানে পাঠিয়েছে তারা, তাদেরও সেখানে যেতে হবে।'

রু সাঁ-ওনোরে পূর্ণ করা জনতা বন্যার মতো এগিয়ে গেল। এ্যাবি গু ম্যারোলস্ কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে মুখ তুলে তাকালেন। দেখলেন সব মাথা ছাপিয়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে—তিন দিন আগে তাঁর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই ভদ্রলোকটিই উপস্থিত ছিল।

'কে এই লোকটি ?'···তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটি···'

'হ্যাঁ, ওই হল জল্লাদ,' বললেন মশিয়ে র‍্যাগোঁ। রাজতন্ত্রের সময়ে অভিজাতদের জল্লাদচূড়ামনি যে নামে পরিচিত ছিল সে নামটি বললেন তিনি।

'ওগো, দেখো দেখো,' চেঁচিয়ে বললেন মাদাম র‍্যাগো, 'পাদ্রী মশাই মরে গেলেন যে।'

এবং বৃদ্ধা একটা ভিনিগারের শিশি ধরে মূর্চ্ছিত পাদরীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

'নিশ্চয় সে আমাকে সেই রুমালটিই দিয়েছিল,' পাদরী মহাশয় বললেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাবার আগে যা দিয়ে রাজা নিজের ঘাম মুছেছিলেন। হতভাগ্য মানুষ সব! যখন সমগ্র ফ্রান্সের হৃদয় বলে কিছু ছিল না, তখন এই ইস্পাতের তরবারিটির হৃদয় ছিল!...'

সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ী লোকটি ভাবল বেচারী পাদরী প্রলাপ বকছেন।

(১৮৩০)

কিছুকাল আগে পারির এক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী বন্ধুদের ভোজে আপ্যায়ন করেছিলেন। এই ব্যবসায়ীর জার্মানীতেও বিস্তর ব্যবসায় আছে। বিভিন্ন স্থানের বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে এই ভদ্রলোকের পত্র মারফৎ বন্ধুত্ব ঘটেছে, কিন্তু বহু বৎসর ধরে তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত কোন পরিচয় নেই। এই বন্ধুদের একজন ন্যুরেমবার্গএর কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান। ভদ্রলোক বেশ শক্ত সমর্থ এবং সৎ প্রকৃতির জার্মান। পণ্ডিত ও রুচিশীল মানুষ। সর্বোপরি তিনি পাইপরসিক। ভদ্রলোকের ন্যুরেমবার্গীয় মুখ প্রশস্ত ও সুন্দর। সুন্দর ও মুক্ত কপাল তাঁর। সোনালী চুলের কয়েক গুচ্ছ নেমে এসে কপালটি অলঙ্কৃত করেছে। শুদ্ধ এবং মহৎ জার্মানীর আদর্শ সন্তানের প্রতীক তিনি—সং চরিত্রের গুণে সমৃদ্ধ। তাঁর শান্ত জীবনযাত্রা সাত সাতটি বিদেশী আক্রমণের পরেও কখনও পরিবর্তিত হয়নি। এই বিদেশী ভদ্রলোকটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসেন, সযত্নে শোনেন এবং মদ্যপানে বেশ আসক্ত। মনে হয় শন রঙের জোহানেস্‌বার্গ মদের মতো হয়তো শ্যাম্পেনও ভালবাসেন তিনি। সাহিত্যিকদের গ্রন্থে যেমন সব জার্মানের নাম হয় হার্‌মান, তাঁর নামও তাই। কাজ অর্ধসমাপ্ত রাখতে অপারগ মানুষের মতো আরাম করে ব্যাঙ্কারের টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে খাদ্য গ্রহণ করলেন তিনি টিউটনিক জাতির ক্ষিধে নিয়ে। এ ক্ষিধে ইউরোপের সর্বত্র পরিচিত। তারপর বিবেকবান মানুষের মতো বিখ্যাত রাঁধুনী কারিমের খাদ্যকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

অতিথিদের সম্মান দেখাবার জন্য বাড়ীর মালিক কয়েকজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ—ব্যাঙ্কার অথবা ব্যবসায়ীকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, এনেছিলেন কয়েকজন মোহিনী সুন্দরী নারীকে যাঁদের সুখকর সংলাপ, সহজ ও প্রগলভ ভাব জার্মেনিক আতিথেয়তার সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে গিয়েছিল। আমি যেভাবে দেখে থাকি আপনারাও যদি সেভাবে দেখতে সমর্থ হন তাহলে এই লোকগুলির সুখী সম্মিলনকে দোষ দেওয়া কষ্টকর হবে। তাঁরা জীবনের আমোদ প্রমোদের উপর ফাটকাবাজি খেলার জন্য তাঁদের বেনিয়া থাবা বিস্তার করছেন বলে অথবা অত্যধিক চড়া ডিস্‌কাউণ্ট নিচ্ছেন বলে ঘৃণা করা বা দেউলে হয়ে যাবার জন্য তাঁদের অভিশাপ দেওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। মানুষ সবসময় ক্ষতি করে না। সুতরাং জলদস্যুদের মধ্যেও কিছু সময় ভালভাবে কাটানো যায়;

সুতরাং তাদের ভয়-জাগানো জাহাজে বসে আপনি মনে করতে পারেন যেন দোলনায় বসে আছেন আপনি।

'আশা করি যাওয়ার আগে মঁশিয়ে হারমান আমাদের আর একটি ভীতিজনক জার্মান গল্প বলবেন।'

পাণ্ডুর এবং পরিচ্ছন্ন একটি মেয়ে ভোজনের সময় এ কথাগুলি বললেন। মেয়েটি সম্ভবত হফ্‌মানের গল্পগুলি পড়েছেন, পড়েছেন ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসগুলিও। ব্যাঙ্কারের একমাত্র মেয়ে সে—আনন্দময় তন্বী এক নারী। জিমনাসিয়ামে এর পড়াশোনা সমাপ্ত। যেসব নাটক সেখানে অভিনীত হয় সে সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত সে। এই মুহূর্তে অতিথিরা সব শান্ত আলস্যের সুখস্বর্গে আছেন। পরিপাক শক্তির উপর আমরা যখন অত্যন্ত বেশি নির্ভর করি তখন অনবদ্য খাদ্যবস্তু এই আক্রোশ জন্ম দিয়ে থাকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের ধারটিতে কব্জিটা আলতোভাবে রেখে প্রত্যেক অতিথি ছুরির অলঙ্কৃত ফলাটি নিয়ে অলসভাবে খেলছেন। ডিনার যখন অন্তিম মুহূর্তটিতে পৌঁছয় তখন কেউ বা পিয়ার ফলে খোঁচা দিতে থাকেন কেউ বা তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাঝখানে রুটি গোল করে পাকিয়ে নেন। প্রেমিকেরা ফলের খোসায় বাঁকা চোরা পত্র তৈরী করেন, কৃপণেরা তাঁদের কিসমিসে কাঁকর গোনেন আর সাজিয়ে রাখেন তাঁদের প্লেটে যেমন নাট্যকারেরা বাড়তি অভিনেতাদের মঞ্চের পেছনে সরিয়ে রাখেন। ব্রিলাত-সাভারিনএর গ্রন্থ যদিও অন্যসব বিষয়ে নিখুঁত তবু তিনি এই সামান্য ভোজন বিলাসের সুখগুলির উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। ভৃত্যরা অদৃশ্য হয়েছে এখন। ভোজন শেষের পর্বটি যেন যুদ্ধ শেষের নৌবহরের মতো—সব ভেঙ্গে চুরমার—সব লুণ্ঠিত ও ম্রিয়মান। বাড়ীর গিন্নী রেকাবীগুলো যথাস্থানে রাখার মনস্থ করলেও তা হয়নি—সেগুলি টেবিলের উপর ইতস্তত ছড়ানো। কেউ কেউ আবার ঘরের ছোট-বড় দেয়ালে সুন্দরভাবে টাঙ্গানো ছবিতে সুইজারল্যাণ্ডের দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত। কোন অতিথিরই একঘেয়ে লাগছে না। আমাদের এমন কোন লোকের কথা জানা নেই যিনি ভাল খাদ্য পরিপাক করার সময় বিষণ্ণ বোধ করেন। আমরা তখন থাকতে চাই এক ধরনের ব্যাখ্যার অতীত প্রশান্তির মধ্যে—চিন্তাশীল ব্যক্তির ধ্যান ও পশুর রোমন্থনের তৃপ্তির মাঝখানে অবস্থিত এক ধরনের মধ্য বিন্দুতে। একে আমরা বলব ভোজন শিল্পের পার্থিব বিলাস। ওই পরিস্থিতিতে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকালেন সেই অনুকম্পায়ী জার্মান ভদ্রলোকের দিকে। সবাই গল্প শোনার জন্য উৎসাহিত। এমন কি সে গল্প যদি আকর্ষণীয় নাও হয় তবু। এই সুখের সময়ে অবশ ইন্দ্রিয়ের কাছে গল্প বলিয়ের কণ্ঠস্বর বড় মনোরম মনে হয়। এটা

তাঁদের নিষ্ক্রিয় সুখকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ছবি দেখায় উৎসুক আমি হাস্যোদ্ভাসিত ঐ মুখগুলি উপভোগ করছিলাম। মুখগুলি মোমের আলোয় ভাস্বর, সুখাদ্যের দৌলতে রক্তাভ। ঝাড়লণ্ঠন, চীনামাটির বাসন, ফল এবং গ্লাসের মধ্যে এই মুখগুলির বিচিত্র ভাব একটা আশ্চর্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ঠিক আমার বিপরীত দিকে উপবিষ্ট অতিথি ভদ্রলোকটির মুখের ভাব সহসা আমার কল্পনা উদ্রিক্ত করল। লোকটির উচ্চতা মাঝারি, চুলে পাক ধরেছে। মুখ হাস্যময়; ভাবভঙ্গি ও চেহারা শেয়ার বাজারের দালালের মতো। দেখে মনে হয় ভদ্রলোক খুবই সাধারণ মনের অধিকারী। আমি আগে তাঁকে দেখিনি। তাঁর মুখ কালো দেখাচ্ছিল। সন্দেহ নেই কৃত্রিম আলোই তার জন্য দায়ী। কিন্তু সে মুহূর্তে আমার মনে হল সে মুখের চরিত্রও যেন পাল্টে গেছে। মুখটি যেন পাংশু রূপ ধারণ করছে, বহু লাল রেখায় তা কুঞ্চিত। আপনি বলতে পারেন ওটা যেন মুমূর্ষু ব্যক্তির শবের মতো নিরক্ত মুখ। ছায়োরামায় অঙ্কিত মানুষের মতো ওঁর নিশ্চল দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কাটা কাচের ছিপির উজ্জ্বল উপরিভাগে। কিন্তু নিশ্চয় তিনি ওগুলি গুণছেন না। মনে হচ্ছে অতীত বা ভবিষ্যতের কোন কাল্পনিক চিন্তায় তিনি মগ্ন। সেই দ্ব্যর্থবোধক মুখটিকে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করে এইসব চিন্তা আমার মাথায় এসেছিল।

আমি মনে মনে বললাম, 'উনি কি অসুস্থ? একটু কি বেশি মদ্যপান করে ফেলেছেন? সরকারী স্টকের দাম পড়ে যাওয়ায় উনি কি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন? নাকি তাঁর উত্তমর্ণদের কথা ভাবছেন তিনি?'

নিমন্ত্রিত অতিথিটির মুখ দেখিয়ে আমার প্রতিবেশিনীকে বললাম, 'উনি কি দেউলে হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন?'

প্রতিবেশিনী বললেন, 'তাই যদি হতো তবে ওঁকে প্রফুল্ল দেখাতো।' একথা বলার পর মাথাটি মনোরম ভঙ্গিতে নেড়ে আবার দু'টি কথা যোগ করলেন, 'যদি উনি কখনও সর্বস্বান্ত হন তবে আমি পিকিং-এ গিয়ে তা ঘোষণা করবো। ওঁর প্রকৃত সম্পদের মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা। ফরাসী-সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর ঠিকাদার ছিলেন এক সময়। সৎ প্রকৃতির মানুষ কিন্তু একটু যেন পাগলাটে। ব্যবসায়ের সুবিধার্থে তিনি আবার বিয়ে করেন। কিন্তু তাহলেও স্ত্রীকে তিনি সুখী করেছিলেন। ওঁর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। দীর্ঘদিন মেয়েটিকে স্বীকার করে নিতে চাননি ঠিকাদার। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে পুত্রের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর মেয়েকে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন তিনি; কারন তাঁর আর সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এভাবে মেয়েটি পারির অন্যতম ধনী উত্তরাধিকারিনীতে

পরিণত হয়ে গেল। পুত্রের মৃত্যু স্নেহপ্রবণ পিতাকে শোকে মুহ্যমান করে ফেলে। এই শোক মাঝে মাঝেই দেখা দেয়।'

সেই মুহূর্তে ঠিকাদার ভদ্রলোকটি মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। ওঁর দৃষ্টি আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। সে দৃষ্টি ছিল বিষণ্ণ ও মগ্ন। নিশ্চিতই সে দৃষ্টি তাঁর সমগ্র জীবনের প্রতিরূপ। কিন্তু তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি কাটা-কাঁচের ছিপিটি তুলে নিলেন, তারপর যান্ত্রিকভাবে বাসনগুলির সম্মুখস্থিত জলপূর্ণ জগের উপর রেখে দিলেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখ ফেরালেন মঁশিয়ে হারমানের দিকে। খাওয়ার সুখের পর স্বর্ণযুগের যে অবস্থায় ছিলেন তিনি তাতে সম্ভবত তাঁর মস্তিষ্কে দু'টি ভাবনার স্থান ছিল না, সম্ভবত তিনি কোন চিন্তাই করছিলেন না। সুতরাং স্থূলবুদ্ধি ধনী ব্যক্তিটির অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি পাঠ করার দৈবজ্ঞসুলভ পারদর্শিতা দেখাবার চেষ্টায় সময় নষ্ট করে আমি একটু লজ্জিতই হলাম। আমি যখন অর্থহীন মস্তিষ্কবিদ্যাবিষয়ক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিলাম তখন জার্মান ভদ্রলোকটি এক টিমটে নস্যি নাকে দিয়ে তাকে উত্তেজিত করে তুলে গল্প বলার তোড়জোড় করছিলেন। মাঝে-মাঝে কাহিনীর মধ্য পথে থেমে বাকভূয়িষ্ঠ বিষয়ান্তরে গমন করার জন্য ভদ্রলোকের নিজস্ব ভাষা ভঙ্গিতে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কাহিনী বলার দোষ ত্রুটির জন্য ন্যুরেমবার্গের ভদ্রলোকটির উপর সব দোষ চাপাব এবং যা কিছু কাব্যিক বা আকর্ষণীয় তার দায় নিজে গ্রহণ করব। যাঁরা গ্রন্থের টাইটেল পেজে 'জার্মান থেকে অনূদিত' কথাগুলি ভুলে যায় সেই সব সরল লেখকদের মতো আমি আমার নিজের মতো করে গল্পটি লিখছি।

১. চিন্তা ও কর্ম

রিপাব্লিকান ক্যালেণ্ডারের তারিখ সপ্তম বর্ষের ভেন্দেমিয়ারের শেষ দিকে (বর্তমান স্টাইলে যা তিরিশে অক্টোবর ১৭৯৯) দু'জন যুবক ভোরে বন শহর ত্যাগ করে দিনের শেষে এ্যান্দারনাকের শহরতলীতে এসে পৌঁছলো। ছোট শহরটি কোব্‌লেঞ্জ থেকে কয়েক মাইল দূরে রাইন নদীর তীরে অবস্থিত। সেই সময়ে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল অগারো অস্ট্রিয়ানদের দৃষ্টিসীমার মধ্যেই তাঁর সৈন্য সমাবেশ করছিলেন। অস্ট্রিয়রা নদীর দক্ষিণতীর দখল করে বসেছিল। কোব্‌লেঞ্জে ছিল রিপাব্লিকান সৈন্যদলের হেডকোয়ার্টার্স এবং জেনারেল অগারোর সৈন্যদলের একটা অর্ধব্রিগেড এ্যান্দারনাকে অবস্থান করছিল। পর্যটক দু'জন ফরাসী। তাদের নীল ও সাদা পোশাকের অগ্রভাগ লাল মখমলে তৈরী। কোমরে তাদের তরবারি। টুপি সবুজ অয়েল-ক্লথ

আচ্ছাদিত এবং লাল সাদা ও নীল পালকে সজ্জিত। তাদের দেখে এমন কি জার্মান চাষীরাও সেনাবাহিনীর পণ্ডিত ও বিশিষ্ট চিকিৎসক বলে চিনতে অসুবিধে বোধ করবে না। এই চিকিৎসকদের অধিকাংশ শুধু সৈন্যবাহিনীরই প্রিয়পাত্র ছিল তা নয়, ফরাসী সৈন্যবাহিনী যে সব দেশে অভিযান করেছে সেই সব দেশেও লোকে তাদের ভালবাসত। সেই সময়ে জেনারেল জুর্দার বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সাম্প্রতিক আইন অনেক সৎ পরিবারের সন্তানদের চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল। তারা স্বভাবতই সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী; কারণ প্রথম জীবনের যে শিক্ষার দ্বারা তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্যই নিজেদের তৈরী করেছে তার সঙ্গে সামরিক জীবন খাপ খায় না। বুদ্ধিমান, শান্তিপ্রিয় এবং বাধিত এই দুই যুবক এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও কিছু সৎ কাজ করেছে। যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রিপাব্লিকের নিষ্ঠুর সভ্যতার দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে সে সময়ে তারা বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে। যুবক দু'জন কোস্তে ও বার্নাদোত্ স্বাক্ষরিত ওয়ারেন্ট ও সহযোগী চিকিৎসকের কাজের নির্দেশ নিয়ে অর্ধ-ব্রিগেডের দিকে যাচ্ছিল। ঐ ব্রিগেডের সঙ্গেই যুক্ত তারা। ওরা ব্যুভারের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। যেহেতু এসব খুবই সামান্য পাথেয়, সুতরাং ভদ্র ব্যবহার ও দেশের প্রতি আনুগত্য উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের উপর বর্তেছে। যৌবনের স্বাভাবিক কৌতূহলবশত তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে নিজেদের পদে যোগ দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে। ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে ষ্ট্রাস্‌বুর্গ পর্যন্ত ভ্রমণ করে এসেছে ওরা।

মায়ের পরামর্শ মতো সামান্য কিছু টাকা সঙ্গে নিয়েছে তারা। কয়েকটি লুই হাতে পেয়ে নিজেদের ধনী মনে করছে। সে সময়ে তা সত্য সত্যই ঐশ্বর্য ছিল, কারণ কাগজের নোটের মূল্য প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছিল এবং সোনা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত দুর্মূল্য। সহযোগী চিকিৎসক দু'জন, খুব বেশি হলে বয়স যাদের কুড়ি, তারা যৌবনের উন্মাদনা নিয়ে এই পরিস্থিতির কাব্যময়তায় সমর্পণ করল নিজেদের। ষ্ট্রাসবুর্গ ও বন্ শহরের মধ্যে শিল্পী, দার্শনিক ও পর্যবেক্ষক হিসেবে তারা ভ্রমণ করল ইলেকটোরেট ও রাইন নদীর তীরভূমি। আমাদের ভবিতব্য যখন বৈজ্ঞানিকের জীবন তখন সেই বয়সে আমরা সত্যিকারের বহু ব্যক্তিত্বের মানুষ। এমন কি প্রেমে আসক্ত বা ভ্রমণরত অবস্থায়ও একজন সহযোগী চিকিৎসক তাঁর সম্পদ বা ভবিষ্যত গৌরবের সূত্রপাত করতে পারেন। সুতরাং মেইঞ্জ ও কোলনের মধ্যবর্তী

রাইন নদীর তীর ও সোয়াবিয়ার গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য মানুষের মধ্যে যে গভীর আনন্দানুভূতির জন্ম দিয়ে থাকে তার মধ্যে ওরা সমর্পণ করল নিজেদের। প্রকৃতি এখানে বলবান এবং সম্পদশালী। সামন্ততন্ত্রের স্মৃতিবিজড়িত উচ্চ পর্বত সবুজের আস্তরণে ঢাকা। কিন্তু সর্বত্র আগুন ও তরবারির ধ্বংসশীলতার আভাস। চতুর্দশ লুই এ তুরেণ এই মনোমুগ্ধকর স্থানটি পুড়িয়ে ঝলসে দিয়েছেন। ইতস্তত ছড়ানো ধ্বংসাবশেষ ভার্সাই-এর রাজার অহঙ্কার বা দবদণ্ডীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে সুন্দর দুর্গটি পর্বে জার্মানীর এই অংশটিকে অলঙ্কৃত করেছিল তা তিনিই ধ্বংস করেছিলেন। বনানীঅধ্যুষিত এবং মধ্যযুগের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্যগত সৌন্দর্যে মোড়া এই মনোরম স্থানটি দেখে আপনি বুঝতে পারবেন জার্মান প্রতিভাকে, বুঝতে পারবেন তার চিন্তামগ্নতা ও মরমী ভাবনার কথা। যাই হোক, দুই বন্ধুর বন শহরে অবস্থান বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সুখানুভূতি মিশিয়ে দিয়েছিল। গালো-বাটাভিয়া ও অগারোর সৈন্যবাহিনীর বিরাট হাসপাতাল ইলেকটরের প্রাসাদেই স্থাপন করা হয়েছিল। নব নিযুক্ত সহযোগী চিকিৎসক দুজন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সেখানে গেল। আরও কাজ ছিল—উপরিওলাদের পরিচয় পত্র দেওয়া এবং সেই সঙ্গে তাদের কাজের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু এখানে এবং অন্যত্র আমাদের স্বদেশী স্মৃতিস্তম্ভ ও দেশের সৌন্দর্য সম্পর্কে পক্ষপাতী কিছু কিছু ধারণা থেকে নিজেদের মুক্ত করল তারা। এসব ধারণাগুলি দীর্ঘদিন ধরে আঁকড়ে ছিলাম আমরা। ইলেকটরের প্রাসাদের মর্মর স্তম্ভের দৃশ্য দেখে তারা বিস্মিত হল; তারা মুগ্ধ হল বিশাল জার্মান প্রাসাদগুলো দেখে, মুগ্ধ হল প্রতি পদক্ষেপে নতুন নতুন রত্নখনি আবিষ্কার করে—প্রাচীন ও আধুনিক রত্নখনি।

এ্যান্দারনাকের পথে যেতে যেতে দুই বন্ধু অন্য সব পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা গ্রানিট পাথরের একটা পর্বতের উপর উঠে এলো। সেখান থেকে বনানীর মধ্যকার পরিষ্কার একটি স্থান দেখল তারা। দুই টিলার মধ্য দিয়ে তারা দেখল কোনিগস্টাইনের পর্বতের ফ্রেমে-বাঁধা রাইন নদীর দৃশ্য, দেখল প্রবহমান সবুজের তোরণমালা। উপত্যকা, পথ ও তরুগুলি শরতের সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। এ গন্ধ মানুষকে কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে। বৃক্ষ শীর্ষে সোনালী রঙের ছোপ। তরুশ্রেণী গ্রহণ করছে উষ্ণ, বাদামী রঙ—বয়সের চিহ্ন পড়ছে ওদের গায়ে। এখন পাতা ঝরার দিন, কিন্তু আকাশ তখনও সুন্দর নীল আর শুষ্ক পথগুলি গ্রামের ওপর হলুদ পংক্তির মতো আঁকা। অস্তগামী সূর্যের তীর্যক আলোয় উদ্ভাসিত রাস্তাগুলি। যুবক দু'জন এ্যান্দারনাক থেকে আধ-মাইল দূরে এখন। চারদিকে প্রচণ্ড

নৈঃশব্দ। যে যুদ্ধ সুন্দর গ্রামাঞ্চলটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে তার কোন ইঙ্গিত নেই কোথাও। নীল গ্রানিটের উচ্চ দেয়ালের মধ্যে যেখানে রাইন ফুঁসছে তা পার হয়ে দুই বন্ধু ছাগল-চরা পথ ধরে অগ্রসর হল। শীঘ্রই তারা নেমে এলো একটা গিরিসঙ্কটের পাদদেশে। ক্ষুদ্র শহরটি এখানে অবস্থিত। নদীর তীরেই তার মনোরম অবস্থান। শহরটি মাঝিমাল্লাদের উত্তম আশ্রয় স্থল।

যুবকদের একজন প্রস্‌পার ম্যাগনান এ্যান্দারনাকের আঁকা-ছবির মতো গৃহগুলি দেখে উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'জার্মানী আশ্চর্য সুন্দর দেশ।' বাড়ীগুলি পর পর সাজানো বাক্সে-রাখা ডিমের মতো, কিন্তু গাছ, বাগান ও ফুলের দ্বারা বিযুক্ত। কিছুক্ষণের জন্য মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখল সে সূক্ষ্মাগ্র ছাদসহ ঝুলন্ত কার্নিশ-গুলি, দেখল কাঠের সিঁড়ি, অসংখ্য শান্তিপূর্ণ বাসগৃহের ঝোলানো বারান্দা। আর দেখে মুগ্ধ হল পোতাশ্রয়ের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নাওগুলি।

প্রথম বাধা

মঁশিয়ে হারমান প্রস্‌পার ম্যাগনানের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকাদার ভদ্রলোক জলের জগটি টেনে নিয়ে নিজের গ্লাসে জল ঢেলে নিলেন এবং এক চুমুকে তা নিঃশেষ করে ফেললেন।

তাঁর ওই হস্তচালনার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। মনে হল আমি দেখলাম ধনীব্যক্তিটির হাত যেন একটু কেঁপে গেল, কপালে ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'প্রাক্তন ঠিকাদারের নামটা কি ছিল?' সহৃদয়া প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞেস করলাম।

'তেলেফার,' বললেন প্রতিবেশিনী।

'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?' অপরিচিত ভদ্রলোকটির মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করলে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম।

'মোটেই না,' বললেন ভদ্রলোক। তারপর শিষ্টাচারের ভঙ্গি করে ধন্যবাদ জানালেন আমাকে। 'আমি গল্প শুনছি।' নিমন্ত্রিতদের সবাইকে এক সঙ্গে তার দিকে তাকাতে দেখে মাথা নত করে আবার কথা বললেন ভদ্রলোক।

মঁশিয়ে হারমান শুরু করলেন, 'অন্য যুবকটির নাম আমি ভুলে গেছি। প্রস্‌পার ম্যাগনান আমাকে যা বলেছিল তার থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম বন্ধুটির রং অপরিষ্কার, শরীর বেশ কৃশ। বেশ খুশ্‌মেজাজের লোক ছিল সে। গল্পটি স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমি তাকে উইল্‌হেম্‌ বলে ডাকতে পারি।

রোমান্টিসিজম ও স্থানীয় পরিবেশের তোয়াক্কা না করে সহযোগী ফরাসী ডাক্তারটির জার্মান নামকরণ করে কাহিনী শুরু করলেন জার্মান ভদ্রলোকটি।

আবার গল্প শুরু

সুতরাং দুই যুবক যখন এ্যান্দারনাকে পৌঁছল তখন রাত্রি নেমেছে। এখন অফিসারদের খুঁজে বার করে নিজেদের পরিচয় দেওয়া ও সৈনিক অধ্যুষিত শহরে সামরিক বাসস্থান যোগাড় করে নেওয়া সম্ভব নয় মনে করে প্রায় একশ' গজ দূরে এ্যান্দারনাক সরাইখানায় তাদের স্বাধীন শেষ রজনীটি কাটাতে মনস্থ করল তারা। পর্বতশীর্ষ থেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখল তারা অস্তগামী সূর্যের আলোক রশ্মিতে শতগুণ বর্ধিত আশ্চর্য রঙ। সরাইখানাটিও লাল রঙে রঞ্জিত। প্রকৃতির এই পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য বিশিষ্টতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হোটেলটি: বিশিষ্ট কারণ শহরের সাধারণ পরিবেশ থেকে তা যেন বিচ্ছিন্ন; আবার সরাইখানার প্রশস্ত ও গভীর লাল বিস্তার তরুপল্লবের বিচিত্র সবুজ সমারোহের মধ্যে একটা বৈপরীত্যের ভাবও এনে দিয়েছে। এই উজ্জ্বল রঙ জলের পাণ্ডুর রঙের সঙ্গে যেন বৈপরীত্যে সমাবিষ্ট। বাড়ীটির নামও বাইরের এই রঙের প্রলেপ থেকে গৃহীত হয়েছে। সম্ভবত প্রথম মালিকের খেয়ালের বশেই অনন্তকাল ধরে এই রঙের প্রলেপ দিয়ে আসা হচ্ছে তার উপর। এটা বুঝতে অসুবিধে নেই যে ব্যবসায়ী কুসংস্কারের নিয়ম অনুসারে এই বাড়ীর পরবর্তী মালিকেরাও ঐ বস্তুটি বজায় রেখে এসেছে। রাইন নদীর মাঝিদের কাছে খুবই পরিচিত এই সরাইখানা।

অশ্বক্ষুরের শব্দ শুনে লাল সরাইএর মালিক দরজার কাছে এগিয়ে এলো।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আর এক মুহূর্ত দেরী হলেই এ্যান্দারনাকের অন্য পাশে শিবিরে আপনার বন্ধুরা যেমন আছেন তাঁদের মতোই আপনাদের খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হতো। আমার সরাইএ আর কোন জায়গা নেই। আপনারা যদি ভাল বিছানায় শোবার জন্য চিন্তিত হন তবে আমি বলতে পারি আমার নিজের ঘরটি ছাড়া আপনাদের দেওয়ার মতো আর কোন ঘর নেই। আপনাদের ঘোড়াগুলির জন্য উঠোনের এক কোণে কিছু খড় বিচালী বিছিয়ে দিয়ে ব্যবস্থা করে দিতে পারব। আজকে আমার আস্তাবলও খৃশ্চান ভদ্রলোকে পূর্ণ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বললো, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ফ্রান্স থেকে আসছেন?'

প্রস্‌পার উচ্চস্বরে বলল, 'বন্‌ শহর থেকে। বলতে কি সকাল থেকে আমাদের কোন খাবার জোটেনি।'

সরাইখানার মালিক মাথা নেড়ে বললো, 'ও, খাবারের কথা বলছেন?

লোকেরা দশ মাইল দূর থেকে বরযাত্রী নিয়ে এই লাল সরাইএ খেতে আসে। রাজকুমারের উপযুক্ত ভোজের ব্যবস্থাও করে দিতে পারি—রাইনের মাছ তো রয়েছেই। এর বেশি আর কি বলব।'

ঘোড়াগুলির দায়িত্ব সরাইখানার মালিকের হাতে তুলে দিয়ে সহযোগী চিকিৎসক দু'জন বসার ঘরে প্রবেশ করল। মালিক চাকরদের ডাকতে লাগলো; কিন্তু তাতে কোন ফল পাওয়া গেল না। বিরাট একদল ধূমপায়ীর মুখনিঃসৃত ঘন সাদা ধোঁয়া প্রথমে তাদের দৃষ্টি প্রতিহত করে দিল, দেখতে পেল না তারা কাদের সঙ্গী হতে যাচ্ছে। কিন্তু দার্শনিক পর্যটকের বাস্তববুদ্ধি সম্মত ধৈর্য নিয়ে ওরা যখন টেবিলের সামনে গিয়ে বসল তখন তামাকের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে তারা দেখল জার্মান সরাইখানার অপরিহার্য সজ্জা—ষ্টোভ, ঘড়ি, টেবিল, মদের মগ ও ধূমপানের দীর্ঘ পাইপ। ইতস্তত ছড়ানো বিচিত্র মুখগুলি দেখল তারা, দেখল কয়েকজন মাঝির রুক্ষ মুখ। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল কয়েকজন ফরাসী অফিসারের বাজ। অনবরত শোনা যাচ্ছিল অশ্বারোহীর কাঁটা-মারা জুতোর শব্দ, তরবারির মেঝে আঘাত করার আওয়াজ। কেউ খেলছে তাস, কেউ মত্ত তর্ক ও অর্থহীন কথায়। কেউ কেউ বা খেতে বসে গেছে, কেউ বা মদ্যপান করছে অথবা ইতস্তত হেঁটে বেড়াচ্ছে।

একজন মোটাসোটা ও বেঁটে মহিলা এসে ঘরে ঢুকল। মাথায় তার কালো মখমলের টুপি; বক্ষোবাস নীল ও রূপোলী। হাতে তার পিন্‌কুশন, একগুচ্ছ চাবি, একটা রূপোর কীলক। মাথায় পরিপাটি কবরী। (সমস্ত জার্মান ছবিতে বাড়ীওলীদের এটাই পরিচিত বিশিষ্ট চিত্র। তাদের পোশাক বহু জার্মান ছবিতে এত নিখুঁতভাবে আঁকা হয়েছে যে তা আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।) এই মহিলাটি এসে প্রথমে দুই বন্ধুকে শান্ত করল, তারপর আশ্চর্য পারদর্শিতায় অধৈর্য করে তুলল তাদের। এরপর সবার অজানতে শোরগোল গেল থেমে, লোকেরা বিছানায় আশ্রয় নিল। ধূম্রের জাল মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। যখন দুই সহকারী চিকিৎসকের জন্য টেবিল পাতা হল এবং রাইনের ধুপদী বাটা মাছ পরিবেশন করা হল পাতে তখন রাত এগারটার ঘণ্টা বাজছে। ঘর জনশূন্য। রাত্রির সেই নৈঃশব্দের মধ্যে শুধু অস্পষ্ট শোনা যেতে লাগল ঘোড়ার খাদ্য গ্রহণের শব্দ বা মাটি থাবড়ানোর শব্দ, রাইনের জলের কুলুকুলু ধ্বনি এবং পূর্ণ সরাইখানার লোকজনের বিছানায় আশ্রয় নেবার প্রাক্-মুহূর্তের অনির্বচনীয় শব্দ। দরজা ও জানালাগুলির কোনটা বা খোলা হচ্ছে, কোনটা বন্ধ। কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে অস্পষ্ট শব্দাবলী এবং লোকজন পরস্পরকে নিজ নিজ ঘর থেকে ডাকাডাকি করছে। সরাইখানার মালিক এ্যান্দারনাক

শহর, খাদ্য, রাইন মদ, রিপাব্লিকের সেনাবাহিনী ও নিজের স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু সেই হট্টগোল ও নৈঃশব্দের মধ্যেও দুই ফরাসী যুবক ও সরাই মালিক গভীর মগ্নতায় শুনতে চেষ্টা করছে মাঝিদের মোটা গলার চীৎকার ও পোতাশ্রয়ের দিকে অগ্রসরমান নৌকোর খস্‌খস্‌ শব্দ। সন্দেহ নেই মাঝিদের রুক্ষ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সরাই মালিক বেশ পরিচিত, কারণ সত্বর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু শীঘ্রই আবার ফিরে এলো সে, সঙ্গে নিয়ে এলো একজন মোটাসোটা বেঁটেখাটো মানুষকে। লোকটির পেছনে পেছনে দু'জন মাঝি বয়ে নিয়ে এলো একটা ভারী ব্যাগ এবং কয়েকটি গাঁট। বোঝাগুলি ঘরের মধ্যে নামাবার পর বেঁটেখাটো লোকটি ব্যাগটি তুলে নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন। তারপর দুই চিকিৎসকের সামনা-সামনি বসে পড়লেন।

ভদ্রলোক মাঝিদের বললেন, 'সরাইখানায় জায়গা নেই, তোমরা নৌকোয় গিয়ে শুয়ে থাকো। সবদিক বিবেচনা করে এটাই ভাল মনে হচ্ছে।'

'মঁশিয়ে,' নতুন আগন্তুককে সম্বোধন করে বললো সরাই মালিক, 'এটুকু মাত্র খাবার অবশিষ্ট আছে।' এই বলে সে দুই ফরাসী যুবককে পরিবেশিত খাবারগুলি দেখিয়ে দিল। 'আমার আর এক টুকরো রুটিও নেই। এক টুকরো হাড়ও নাই।'

'বাঁধা কপির তরকারীও নেই?'

'আমার স্ত্রীর আঙুলের ডগায় নেবার মতো তরকারীও নেই। আমি আপনাকে আগেই বলে রেখেছি যে চেয়ারে বসে আছেন ঐ চেয়ারটি ছাড়া কোন বিছানাও নেই, এ ঘরটি ছাড়া আর ঘরও নেই।'

কথাগুলো শুনে বেঁটেখাটো লোকটি সরাই মালিক, ঘর ও দুই ফরাসী যুবকের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে সতর্কতা ও আতঙ্কের ভাব ছিল।

এখানে গল্প থামিয়ে মঁশিয়ে হারমান বললেন, 'এখানে আমাকে একথা বলতে হবে যে ওই আগন্তুকের প্রকৃত নামটি অথবা তাঁর পশ্চাৎ কাহিনীটি আমরা কখনও জানতে পারিনি। ওর কাগজপত্র থেকে শুধু এটুক্‌ জেনেছি যে তিনি এসেছেন এক্স-লা-চ্যাপেল থেকে নাম নিয়েছেন হ্বালেনফার এবং নিউওয়াড্‌ এর কাছে একটা বিরাট পিনের কারখানার মালিক তিনি। সেই অঞ্চলের সব উৎপাদকের মতো তিনিও সাধারণ সুতীর ফ্রককোট পরেন, পরেন ঘন সবুজ মখমলের ট্রাউজার্স এবং ওয়েস্টকোট, বুট ও চামড়ার বড়ো বেল্ট। তাঁর মুখটি গোলাকৃতি, ব্যবহার সরল ও বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে সন্ধ্যায় গোপন কোন ভয় অথবা হয়তো যন্ত্রণাদায়ক কোন উদ্বেগ সম্পূর্ণরূপে চেপে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সরাই মালিক সর্বদাই এই মত পোষণ করেন যে

এই জার্মান ব্যবসায়ীটি তাঁর নিজের দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে আমি জানতে পেরেছি ভদ্রলোকের কারখানাটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময়ে ওরকম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। তাঁর উদ্বেগপূর্ণ মুখভাব সত্ত্বেও চেহারার মধ্যে একটা সৎস্বভাবী মানুষের প্রকাশ ছিল। তাঁর মুখাবয়ব সুন্দর। সর্বোপরি তাঁর প্রশস্ত গ্রীবার ফর্সা রঙ এমনভাবে কালো টাইএর সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল যে উইলহেম মজা করে প্রস্‌পারকে দেখিয়ে দিয়েছিল…'

গল্পের এইখানটিতে মঁশিয়ে তেলেফার আবার এক গ্লাস জল পান করলেন।

'প্রস্‌পার বিনীতভাবে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটিকে তাদের সঙ্গে ভোজে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করল। হ্বালেনফার কোন ভণিতা না করে তা গ্রহণ করলেন, যেন তিনি অনুভব করলেন এ অবস্থায় সৌজন্য দিয়ে তাদের শিষ্টতার জবাব দেওয়া উচিত। তিনি ব্যাগটি মেঝেতে রেখে তার উপর পা রাখলেন। তারপর টুপি খুলে টেবিলে বসলেন। গ্লাভ্‌স খুলে পাশে রেখে দিলেন, রাখলেন একজোড়া পিস্তলও। পিস্তলগুলি তাঁর বেল্টে ঝোলানো ছিল। সরাইখানার মালিকও বসার ব্যবস্থা করে নিলো। তারপর তিনজন অতিথি কোন কথা না বলে নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে আরম্ভ করলো। ঘরের আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত। কোথাও একটা মাছি পর্যন্ত নেই। ঘরে সতেজ হাওয়া ঢোকানোর জন্য প্রস্‌পার সরাই মালিককে একটা জানালা খুলে দিতে বলল। জানালাটি সামনের দরজার দিকেই। নিরাপত্তার জন্য লোহার রড্ জানালার ফ্রেমের খাঁচার এক কোণ থেকে অন্য কোণের গর্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও নিরাপত্তার জন্য জানালার পাল্লা দু'টি অর্গল দিয়ে বন্ধ করা। সরাইখানার মালিকের জানালা বন্ধ করার ব্যাপারটা হঠাৎ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করল প্রস্‌পার।

মঁশিয়ে হারমান আমাদের বললেন, 'পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আপনাদের বলছি বলে আমাকে সরাইখানার আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিতে হবে; কারণ এই কাহিনীর আকর্ষণ এই স্থানের সঠিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করছে। যে তিনজন লোক সম্পর্কে আমি বলছি তারা যে ঘরে আছে সেই ঘরটিতে দু'টি দরজা। একটা দরজা এ্যান্দারনাকগামী রাস্তার দিকে। এ রাস্তা রাইন নদী ধরে চলেছে। সরাই-এর সামনে স্বাভাবিকভাবেই নৌকো বাঁধার জন্য একটা ঘাট তৈরী করা হয়েছে। ঐখানে ব্যবসায়ীদের ভ্রমণের সুবিধের জন্য ভাড়াটে নৌকোগুলো বাঁধা থাকে। অন্য দরজাটি সরাই-এর উঠোনের দিকে। এই উঠোনটি অতি উচ্চ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এ মুহূর্তে

উঠোনটি গরু বাছুর অশ্বের সমাবেশে পূর্ণ; কারণ আস্তাবলটি লোকজনে ভর্তি হয়ে গেছে। সতর্কতার জন্য বড় সিংহদরজাটি এমনভাবে বন্ধ করা হয়েছে যে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকার জন্য সরাই মালিক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি ও মাঝি দু'জনকে রাস্তামুখী দরজা দিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রস্‌পার ম্যাগনানের কথা মতো জানালাটি খুলে সরাই মালিক এই দরজাটি বন্ধ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো, গর্তের মধ্যে হুড়কো দু'টো ঢুকিয়ে দিয়ে স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে দিল সে। মালিকের ঘরটি বসার ঘরটির ঠিক পাশে। এই ঘর ও রান্না ঘরটির মাঝখানে একটা মাত্র পাতলা দেয়াল। মালিকের ঘরেই দুই ফরাসী যুবক শয়ন করবে আর রান্না ঘরে সরাইওলা ও তার স্ত্রী সম্ভবত রাত কাটাবে। ভৃত্যরা আস্তাবলের কোন গামলা বা চিলেকোঠার কোন জায়গা বা অন্য কোথাও আশ্রয়ের জন্য বেরিয়ে পড়েছে। আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন বসার ঘর, সরাই মালিকের ঘর ও রান্নাঘর সরাইখানার অন্যান্য ঘর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সরাইখানার উঠোনে রয়েছে দু'টি বড় কুকুর। তাদের গম্ভীর চীৎকার বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তারা তন্দ্রাহীন এবং জাগ্রত রক্ষক।

'কি আশ্চর্য নৈঃশব্দ! কি আশ্চর্য সুন্দর রাত।' সরাই মালিক দরজা বন্ধ করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল উইল্‌হেম।

তীরে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ ছাড়া এখন আর কোন শব্দ নেই।

'ভদ্রমহোদয়গণ, বাটা মাছের সঙ্গে খাওয়ার জন্য আমি এক বোতল মদ দিতে পারি,' ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ফরাসী যুবকদ্বয়কে বললেন। 'মদ্যপান করে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করব আমরা। আপনাদের মুখ ও পোশাক দেখে আমি বুঝতে পারছি আমার মতো আপনারাও বহুদূর থেকে এসেছেন।'

দুই বন্ধু এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। সরাইখানার মালিক রান্নাঘরের দরজা দিয়ে চলে গেল ভাঁড়ার ঘরে। বাড়ীর সেই অংশেই ভাঁড়ার ঘরটি ছিল।

পাঁচটি দামী বোতল টেবিলের উপর রাখা হলে সরাই মালিকের স্ত্রী খাবার পরিবেশন শেষ করল। হোটেলওলীর দৃষ্টিতে ঘর ও খাবারগুলি দেখল সে। তারপর অতিথিদের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল। চারজন সঙ্গী (কারণ সরাই মালিককেও মদ্যপান করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল) মহিলাটির শুতে চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল না। কিন্তু পরে মদ্যপানের সঙ্গীদের সংলাপের বিরতির মাঝে মাঝে বেশ উচ্চ নাসিকাধ্বনি বন্ধুদের, বিশেষ করে সরাই মালিকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। যেখানে মহিলাটি শুয়ে আছে সেই ছোট্ট ঘরের ফাঁপা

দেওয়ালের জন্য এই নাসিকাধ্বনি আরও বেশি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। মধ্যরাত্রে যখন টেবিলের উপর শুধু বিস্কুট, চিজ, কিস্‌মিস্‌ ও ভালো মদ ছাড়া আর কিছু রইল না তখন বন্ধুরা সবাই বিশেষ করে দুই ফরাসী যুবক বাচাল হয়ে উঠল। তারা বলতে লাগল তাদের দেশ, লেখাপড়া ও যুদ্ধের কথা। অবশেষে সংলাপ বেশ সজীব হয়ে উঠল। প্রস্‌পার যখন পিকার্ডীয় সরলতা এবং অনুকম্পায়ী ও স্নেহপ্রবণ স্বভাবের অকপট ভাব দিয়ে কল্পনা করতে লাগল এখন এই মুহূর্তে যখন সে নিজে এই রাইনের তীরে রয়েছে তখন ওর মা কি করছে, তার কথাগুলি পলায়নপর ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির চোখে জল এনে দিল।

"আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মা শুতে যাবার আগে সান্ধ্য প্রার্থনায় বসেছেন", বলল সে। "নিশ্চয় তিনি আমাকে ভুলে যাননি এবং এটা নিশ্চিত যে তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবছেন 'কোথায় গেল আমার প্রস্‌পার?' তারপর উইল্‌হেমের কনুইএ আস্তে ধাক্কা মেরে বলল সে, "কিন্তু তিনি যদি প্রতিবেশিনী তোমার মায়ের কাছ থেকে তাস খেলে কয়েক পয়সা জিতে থাকেন তাহলে হয়তো সেগুলি বড় লাল একটি মাটির পাত্রে রেখে দিচ্ছেন। অন্য লোকের যে জমিটি তার লেসেভিল্‌ সম্পত্তির মধ্যে ঢুকে আছে সেই তিরিশ একর জমি কেনার জন্য তিনি অর্থ সঞ্চয় করছেন। ঐ তিরিশ একর জমির দাম কমপক্ষে ষাট হাজার ফ্রাঁ হবে। কি সুন্দর সে জমি। ওঃ, ওটা পেলে আমি সারা জীবন কাটিয়ে দেব লেসেভিলে; আর কোন উচ্চাশা আমার নেই। আমার বাবা কি বাস্তভাবেই না চেয়েছিলেন সেই তিরিশ একর জমি! সুন্দর ছোট্ট নদীটি কেমন এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে তার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাবা মারা গেলেন সে জমি না কিনেই। সে জমিতে কতদিন খেলেছি আমি।"

"মঁশিয়ে হ্বালেনফার, আপনারও কি এরকম কোন বিশেষ আকাঙ্ক্ষা নেই?" জিজ্ঞেস করল উইল্‌হেম।

"আছে, মঁশিয়ে আছে। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে, এখন··" ভদ্রলোকটি কথাগুলি শেষ না করে থেমে গেলেন।

"গতবছর আমি একটা আঙুর বাগিচা কিনেছি। দশ বছর এটা কেনার অপেক্ষায় ছিলাম", সরাইখানার মালিক বলল। ওর মুখ কিছুটা রক্তিম।

এভাবেই ওরা গল্পগুজব করে যেতে লাগল মদের নেশায় জিব্‌ আলগা হয়ে গেলে যেমন হয় তেমনি। পরস্পরের জন্য ওদের মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী প্রীতির ভাব জেগে উঠেছে, ভ্রমণ করার সময়ে যে বিষয়ে আমরা অত্যন্ত

অমিতব্যয়ী। এর ফল এই হল যে যখন ওরা শুতে গেল তখন উইল্‌হেম নিজের বিছানাটি ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটিকে দেবার প্রস্তাব করল।

সে বলল, "আপনি সহজ চিত্তে এটা গ্রহণ করতে পারেন। আমি প্রস্‌পারের সঙ্গে ঘুমোতে পারব। এটা যে এই প্রথম বা শেষবারের জন্য হচ্ছে তা নয়। আপনি বয়োবৃদ্ধ, বয়সের সম্মান আমাদের দেওয়া উচিত।"

সরাইখানার মালিক বলল, "আপনাদের ভাবতে হবে না। আমার স্ত্রীর বিছানায় কয়েকখানা মাদুর আছে। ওর একটি মেঝের উপর বিছিয়ে নিলেই হবে।"

এই বলে সে জানালা বন্ধ করতে চলে গেল। এ কাজটি বড় কোলাহলময় সন্দেহ নেই।

"তবে তাই হোক", ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি বললেন। তারপর স্বর নিচু করে এবং দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্বীকার করছি প্রস্তাবটি আমার ভালই লেগেছে। আমার মাঝিরা খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। আজ রাত্রির জন্য দুই সাহসী যুবক ফরাসী সৈনিকের সঙ্গে থাকতে আমি দুঃখিত নই। সোনা ও হীরেতে মিলে আমার এই ব্যাগে এক লাখ ফ্রাঁ রয়েছে।"

যে প্রীতিপূর্ণ সংযমের সঙ্গে দুই বন্ধু এই গুপ্ত বিষয়টির অসতর্ক প্রকাশ গ্রহণ করল তাতে জার্মান ভদ্রলোকটি নিশ্চিন্ত হলেন। সরাই মালিক পর্যটকদের বিছানাপত্র খুলতে সাহায্য করল। তারপর সব সাজানো গোছানো হয়ে গেলে সে বিদায় নিয়ে শয়ন করতে চলে গেল। ব্যবসায়ী ও দুই চিকিৎসক বালিশের ধরন দেখে হাসাহাসি করল। প্রসপার ও উইল্‌হেম তাদের যন্ত্রগুলি মাদুরের নিচে রেখে মাথার দিকটা একটু উঁচু করে নিয়েছিল। এটা উপাধানের কাজ করবে। হ্বাল্‌নেফার‌ও তাঁর ব্যাগটি অতি সতর্কতার সঙ্গে বালিশের নিচে রেখে দিলেন।

"আমরা আমাদের সম্পদের উপর মাথা রেখে ঘুমোব—আপনি সোনার উপর, আমরা শল্যযন্ত্রের উপর। আমরা দেখব আমাদের যন্ত্র আপনি যে পরিমাণ স্বর্ণ আহরণ করতে পেরেছেন তা আহরণ করতে সমর্থ হবে কিনা।"

"তা তোমরা আশা করতে পারো", বললেন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। "কাজ এবং সততা সব কিছুই আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু ধৈর্য চাই।"

শীঘ্রই হ্বাল্‌নেফার ও উইল্‌হেম ঘুমিয়ে পড়ল। বিছানা অত্যন্ত শক্ত হওয়ায় বা অতি শ্রান্তির জন্য ইন্‌সমনিয়া হওয়ায় অথবা মনের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য প্রস্‌পার ম্যাগ্‌নান জেগে রইল। নিজেরই অজানতে ওর চিন্তাধারা মন্দের দিকে মোড় নিল। ব্যবসায়ীটি যে লক্ষ ফ্রাঁ নিয়ে ঘুমোচ্ছে

তা ভিন্ন অন্য কোন কথা ভাবতেই পারছে না সে। তার হাতের কাছের এই এক লক্ষ ক্রঁা একটা বিশাল সম্পদ। ঘুমোবার পূর্ব মুহূর্তে যে সব চিন্তা করে আমরা আনন্দ পাই তাই ভাবল সে। এ সময় নানা জট পাকানো ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে, রাত্রির নৈঃশব্দের মধ্যে সেই চিন্তা প্রায় মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করে। প্রস্‌পার আকাশকুসুম রচনা করতে আরম্ভ করল। সেই লক্ষ ক্রঁা সে যে কত রকমে ব্যবহার করবে তাই ভাবতে লাগল। সে মায়ের আশা পূরণ করল, সেই তিরিশ একর জমি কিনল। সম্পদের বৈষম্যের জন্য যে মেয়েটিকে আগে সে কখনও পাওয়ার কল্পনাও করতে পারে নি ব্যুভারের সেই তন্বী মেয়েটিকে সে বিয়ে করল। সেই টাকা দিয়ে সারা জীবনের আনন্দসম্ভার যোগাড় করে ফেলল সে; নিজেকে দেখল সুখী ও ধনী পরিবারের পিতা গাঁয়ের সর্বত্র উচ্চ সম্মানিত, হয়তো ব্যুভারের পৌরপতি হিসেবেও। ওর পিকার্ডীয় কল্পনায় যেন আগুন ধরে গেছে। এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার পথের সন্ধান সে করতে লাগল।

অতি উৎসাহে সে একটি কাল্পনিক অপরাধের কথা ভাবল। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে স্পষ্ট দেখতে পেল সোনা ও হীরের টুকরোগুলি। ওগুলির ঔজ্জ্বল্যে ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বুক কাঁপতে লাগল ওর। সন্দেহ নেই এটা চিন্তা করাও অপরাধ। স্তূপীকৃত সোনা দেখে ও মুগ্ধ, হত্যার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে নৈতিকভাবে সে নিজেকে উত্তেজিত করে তুলল। নিজেকে জিজ্ঞেস করল সে ঐ জার্মান ভদ্রলোকটির বাঁচার কোন প্রয়োজন আছে কিনা এবং কল্পনা করল লোকটি কোনদিন ছিলই না। অল্পকথায় বললে বলতে হয়, সে অপরাধ সংঘঠিত করার জন্য এমন পরিকল্পনা করল যাতে সেটা করেও সে শাস্তি না পায়। রাইনের অন্য তীর অস্ট্রীয়সৈন্যরা দখল করে আছে। জানালার নিচেই আছে নৌকো আর মাঝি। লোকটির গলা কেটে রাইনের জলে ফেলে দিয়ে টাকার ব্যাগটি নিয়ে মাঝিদের ঘুষ দিয়ে জানালা দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে সে, পালিয়ে যেতে পারে অস্ট্রীয়ায়। এতদূর পর্যন্ত সে চিন্তা করল যে অদ্ভুত পারদর্শিতায় সে তার শল্যবিদ্যার যন্ত্রটি ব্যবহার করবে এবং এমনভাবে ব্যবসায়ীর মাথাটি কাটবে যাতে টুঁ শব্দটিও সে করতে পারবে না…”

এ সময়ে মঁশিয়ে তেলেফার কপাল মুছলেন এবং আর এক চুমুক জল পান করলেন।

‘প্রস্‌পার আস্তে আস্তে কোন শব্দ না করে উঠে এলো। সে নিশ্চিত যে কাউকে জাগায় নি। পোশাক পরে নিয়ে বসার ঘরে গেল প্রস্‌পার।

তারপর যে অনিবার্যতায় মানুষ সহসা বুঝতে পারে কি বুদ্ধি ধরে সে এবং যে চাতুর্য ও ইচ্ছাশক্তির অভাব বন্দী ও অপরাধীরা তাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার সময় কখনও বোধ করে না তারই সাহায্যে সে কোন শব্দ না করে গর্ত থেকে লোহার অর্গল দু'টি খুলে ফেলল, রাখল সেগুলি দেয়ালে ঠেস দিয়ে এবং জানালার পাল্লা দু'টি খুলে ফেলল। কব্জাগুলি এমনভাবে চেপে ধরল যাতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ চাপা পড়ে যায়। চাঁদের হালকা আলো ঘরে এসে পড়েছে। ঘরে যেখানে উইল্‌হেম ও হ্বালেনফার ঘুমিয়ে আছে সেখানকার জিনিসপত্রগুলি আবছা দেখা যাচ্ছে। প্রস্‌পার আমাকে বলেছিল, এ সময় সে একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার হৃদস্পন্দন এত গভীর, এত শব্দময় এবং দ্রুত যে সে ভয় পেয়ে গেল। তারপর এই ভেবে আরও ভয় পেল হয়তো বা কাজটি স্থির মস্তিষ্কে করতে পারবে না সে। হাত কাঁপছে ওর, পায়ের পাতার অনুভূতি সে যেন জ্বলন্ত কয়লার উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কাজটি করার পক্ষে পরিস্থিতি এমন অনুকূল যে সে ভাগ্যের সদয় হওয়ার মধ্যে একটা অনিবার্যতা দেখতে পেল। জানালা খুলে আবার ফিরে এলো ঘরের মধ্যে, নিজের ব্যাগটি তুলে নিয়ে সবচেয়ে সুবিধেজনক অস্ত্রটি খুঁজতে লাগল। ঐ অস্ত্রটি দিয়েই অপরাধের কাজটি করবে সে।

'সে আমাকে বলেছিল, "বিছানার কাছে যখন গেলাম তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেকে ভগবানের হাতে সঁপে দিলাম।" '

যখন সমস্ত শক্তি এক করে হাতটি তুলতে যাবে তখন নিজের মধ্যকার একটি স্বর সে শুনতে পেল এবং মনে হল সে যেন একটা আলো দেখল। যন্ত্রটি নিজের বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল সে অন্য ঘরে এবং জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানালায় দাঁড়ানো অবস্থায় একটা গভীর আতঙ্ক ওর উপর নেমে এলো; তবুও নিজের অত্যন্ত দুর্বল চরিত্রের কথা মনে করে তার ভয় হতে লাগল; ভয় হল যে মোহ দ্বারা সে আক্রান্ত তা তাকে গ্রাস করে ফেলবে। তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ল সে এবং রাইনের তীর ধরে চলতে শুরু করল যেন সরাইখানার সামনে পাহারাদারির কাজ করছে সে। দ্রুত পদক্ষেপে কয়েকবার সে এ্যান্দারনাক পর্যন্ত চলে গেল। আবার কয়েকবার ঢালু জমি পর্যন্ত এগিয়ে এলো। এখান থেকে সরাইখানায় নামার পথ শুরু হয়েছে। কিন্তু রাত্রির নৈঃশব্দ এত গভীর এবং রক্ষী-কুকুরের ওপর তার বিশ্বাস এত বেশি যে, যে জানালাটি সে খুলে রেখে এসেছে তাও তার দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল কয়েকবার। ওর আশা নিজেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত করে ফেলতে পারলে ঘুম আসবে। মেঘমুক্ত আকাশের নিচে আশ্চর্য নক্ষত্ররাজি উপভোগ করতে

করতে, হয়তো বা রাত্রির পবিত্র বাতাস এবং জলের বিষণ্ণ শব্দের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে সে গভীর ভাবনায় মগ্ন হয়ে গেল। এই ভাবনা ক্রমশ ওকে ফিরিয়ে আনল সুস্থ নৈতিক ভাবের মধ্যে। অবশেষে যুক্তি ওর ক্ষণিকের উন্মত্ততাকে পরাজিত করল। যেভাবে গড়ে উঠেছে সে তার শিক্ষা, ধর্মের বিধান এবং সর্বোপরি পিতৃপরিবারে যে জীবন সে যাপন করে এসেছে সাধারণ জীবনের সেইসব স্মৃতি তার সমস্ত মন্দ চিন্তার উপর আধিপত্য বিস্তার করল। রাইন নদীর তীরে বৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ডে হেলান দিয়ে দীর্ঘ ভাবনার মুগ্ধতার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করার পর যখন সে ফিরে এলো তখন ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষমতা শুধু নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার তালের পাশে জেগে রাত কাটাবার ক্ষমতাও সে অর্জন করে ফেলেছে। তার সততা এই সংগ্রামে যখন গর্বিত ও বলবান হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল তখন উত্তেজনা ও আনন্দানুভূতিতে অভিভূত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। সে সুখী। হৃদয় তার হালকা হয়ে গেল। সে তৃপ্ত—সেই প্রথম গির্জায় যাওয়ার দিনটির মতো, যেদিন সে নিজেকে দেবদূতদের মধ্যে একজন ভেবেছিল কারণ সেদিনটি সে কথা, কাজে ও ভাবনায় কোন অপরাধ সংঘটিত না করেই অতিবাহিত করেছিল। সরাইখানায় ফিরে এসে জানালা বন্ধ করে দিল সে, শব্দ হবে বলে বিন্দুমাত্র ভয় জাগল না মনে এবং সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শারীরিক ও নৈতিকভাবে সে এখন এত ক্লান্ত যে সহজেই ঘুমিয়ে পড়ল। মাদুরে মাথা রাখার কিছু পরেই প্রথমে সে স্বপ্নময় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। এটা গভীর নিদ্রারই অগ্রদূত। আস্তে আস্তে ইন্দ্রিয়গুলি অবশ হয়ে এলো, ক্রমশ জীবনের স্পন্দন স্তিমিত হলো। এ অবস্থায় আমাদের চিন্তাগুলি অসমাপ্ত থেকে যায়। ইন্দ্রিয়গুলির শেষ স্পন্দন যেন এক ধরণের ধ্যানমগ্নতাই।

"বাতাস কি ভারী," প্রস্পার স্বগতোক্তি করল, "মনে হচ্ছে আমি যেন নিঃশ্বাসে ভেজা কুয়াশা টানছি।"

এর জন্য সে ঘরের তাপ ও বাইরের শুদ্ধ বাতাসের মধ্যে যে তারতম্য থাকতে বাধ্য তাকেই দায়ী করল। কিন্তু শীঘ্রই সে শুনতে পেল একটা যতিহীন শব্দ। শব্দটি ফোয়ারার মুখ থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ার মতো। ভয়ঙ্কর আতঙ্কতাড়িত হয়ে সে উঠতে চেষ্টা করল, সরাইখানার মালিককে ডাকল ব্যবসায়ী বা উইলহেমকে জাগিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাঠের ঘড়িটির কথা মনে এলো এবং বুঝতে পারল শব্দটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের। এই অস্পষ্ট ও জড়ানো অনুভূতির মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল…"

দ্বিতীয় বাধা

'মঁশিয়ে তেলেকার, আপনার কি জল দরকার?' ঠিকাদার ভদ্রলোকটিকে নিজে নিজেই জলের জগ নিতে দেখে গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

জগটির জল নিঃশেষিত।

দু'টি অপরাধ

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর মন্তব্যের জন্য একটু থেমে মঁশিয়ে হারমান আবার তাঁর গল্প শুরু করলেন।

'পরের দিন ভোরে প্রচণ্ড কোলাহলে প্রস্‌পারের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার মনে হল সাংঘাতিক চীৎকারের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। স্নায়ু-তন্ত্রে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য অনুভব করল প্রস্‌পার। ঘুম থেকে জেগে উঠে যখন ঘুমের মধ্যকার একটা বেদনাদায়ক অনুভূতির অবসান হয়েছে বলে মনে হয় তখন আমাদের অভিজ্ঞতায়ও স্নায়ুতন্ত্রের এমন একটা চাঞ্চল্য বুঝতে পারি আমরা। আমাদের অভ্যন্তরে একটা শারীরতাত্ত্বিক ঘটনা ঘটে যায়—সাদা কথায় যাকে বলা যায় চমক। যদিও বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা একটা অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনা, কিন্তু এটা নিয়ে তেমন গবেষণা চালানো হয়নি এখনও পর্যন্ত। আমাদের দ্বৈত স্বভাবের আকস্মিক মিলনের ফলে উদ্ভূত এই ভয়ঙ্কর উদ্বেগ ঘুমের মধ্যে প্রায় সর্বদাই বিচ্ছিন্ন থাকে। এই উদ্বেগ বেশিক্ষণ স্থায়ীও হয় না। কিন্তু এই সহযোগী চিকিৎসকের বেলায় তা দীর্ঘস্থায়ী হল, এমন কি তার অবস্থার আরও অবনতি হল। যখন সে দেখতে পেল মাতুর ও হ্বালেনফারের বিছানার মধ্যবর্তী স্থানটি রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে তখন একটা ভয়ঙ্কর বিতৃষ্ণা ওকে গ্রাস করে ফেলল। হতভাগ্য জার্মানটির মাথা মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, দেহটি রয়েছে বিছানায়। ঘাড় থেকে সমস্ত রক্ত পিচ্‌কিরির মতো বেরিয়ে এসেছে। মৃতব্যক্তির চোখ তখনও খোলা। লোকটিকে চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকতে, রক্তে নিজের বিছানা ও হাত ভেসে যেতে এবং বিছানার উপর নিজের শল্য চিকিৎসার অস্ত্রটি পড়ে থাকতে দেখে, প্রস্‌পার ম্যাগনান অজ্ঞান হয়ে হ্বালেনফারের রক্তের মধ্যে পড়ে গেল।

"এটা আমার অসৎ চিন্তার শাস্তি", পরে সে আমাকে বলেছিল।

জ্ঞান ফিরে এলে নিজেকে সে বসার ঘরে আবিষ্কার করল। একটা চেয়ারে সে বসে, তাকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে ফরাসী-সৈনিক কজন, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মনোযোগী ও কৌতূহলী জনতা। সে অবাক হয়ে

তাকিয়ে রইল একজন রিপাব্লিকান অফিসারের দিকে। অফিসারটি কয়েকজন সাক্ষী থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত; হয়তো রিপোর্ট তৈরী করছেন তিনি। সরাইখানার মালিক ও তার স্ত্রীকে চিনতে পারল ম্যাগনান, চিনতে পারল দুজন মাঝি ও সরাইখানার ভৃত্যকে। শল্য চিকিৎসকের অস্ত্র যেটা হত্যাকারী ব্যবহার করেছে···

তৃতীয় বাধা

এ সময় মঁশিয়ে তেলেফার কেঁপে উঠলেন। রুমাল বার করে নাক ঝাড়লেন, কপাল মুছে নিলেন। এসব শুধু আমারই চোখে পড়েছিল, অন্য সব নিমন্ত্রিতের চোখ তখন মঁশিয়ে হারমানের প্রতি আবদ্ধ। তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন তাঁর কাহিনী। ঠিকাদার ভদ্রলোক টেবিলের উপর কনুই রাখলেন, ডান হাতের উপর মাথা রেখে তাকিয়ে রইলেন হারমানের দিকে। সেই মুহূর্ত থেকে কোন আবেগ বা মগ্নতার চিহ্ন আর দেখালেন না তিনি। কিন্তু তাঁর মুখ চিন্তিত এবং ফ্যাকাশে দেখাতে লাগল যেমনটি জগের উপর ছিপি আঁটার মুহূর্তে দেখিয়েছিল ঠিক সেরকম।

আবার গল্প সুরু

হত্যাকারীর ব্যবহৃত শল্যযন্ত্রটি প্রসপারের ব্যাগ, কাগজপত্র ও যন্ত্রের খাপ সমেত টেবিলের উপর রাখা হয়েছে। সমবেত জনতা একবার এই সব অভিযুক্ত বস্তু এবং একবার যুবকের দিকে তাকাচ্ছিল। মনে হল যুবকটি অর্ধমৃত। এবং তার অনুজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি যেন কিছু দেখছে না। বাইরের বিশৃঙ্খল হট্টগোল যা শোনা যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে জনতার অস্তিত্ব। সরাইখানার সামনে সমবেত হয়েছে তারা অপরাধের সংবাদের আকর্ষণে এবং হয়তো বা হত্যাকারীকে দেখার আশায়। জানালার বাইরে প্রহরারত সৈনিকের চলাফেরার শব্দ, তাদের বন্দুকের খটখট আওয়াজ জনতার কথাবার্তার গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠছে। কিন্তু সরাইখানা বন্ধ। উঠোন জনশূন্য ও নিস্তব্ধ। যে অফিসারটি রিপোর্ট লিখছেন তাঁর দৃষ্টি প্রসপারের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। এমন সময় প্রসপার ম্যাগনান অনুভব করল কে যেন তার হাত চেপে ধরেছে। এই বিরুদ্ধ জনতার মধ্যে কে সে রক্ষক তাকে দেখার জন্য সে চোখ তুলল। পোশাক দেখে এ্যান্দারনাক শিবিরের আর্মি সার্জনকে চিনতে পারল সে। মানুষটির দৃষ্টি এত অন্তর্ভেদী ও রুক্ষ যে তা যুবকটিকে শিহরিত করল। চেয়ারে মাথা রেখে সে বসে পড়ল।

একজন সৈনিক নিঃশ্বাসের সঙ্গে স্তিনিগায় টানতে দিল ওকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরে এলো। কিন্তু মনে হল ওর কোটরগত চক্ষুর মধ্যে কোন জীবন ছিল না, ছিল না চেতনা। প্রস্পারের নাড়ী পরীক্ষা করে ডাক্তার অফিসারকে বললেন, "ক্যাপটেন, লোকটাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা অসম্ভব।"

"বেশ, ওকে নিয়ে যাও," ডাক্তারের কথার মধ্যে ক্যাপটেন বললেন একজন কর্পোবালকে। লোকটি প্রস্পারের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

সৈনিকটি নিচু গলায় বলল, "ঘৃণ্য কাপুরুষ। রিপাব্লিকের সম্মান রক্ষার জন্য অন্তত ঐ সব জার্মান কুকুরের সামনে দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটার চেষ্টা করো।"

এই মন্তব্য প্রস্পার ম্যাগনানকে সচেতন করে তুলল। সে উঠে দাঁড়াল এবং কয়েক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু যখন সে দরজা খুলল এবং বাইরের মুক্ত হাওয়া ওর গায়ে এসে লাগল, যখন জনতাকে এগিয়ে আসতে দেখল তখন সে সাহস হারিয়ে ফেলল। হাঁটু অবশ হয়ে এলো এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে।

"এই জঘন্য মেডিকেল ছাত্রটি ডবল মৃত্যুর উপযুক্ত। ঈশ্বরের দোহাই একটু হাঁটো।" সৈনিক দুজন ওকে ধরে তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল কথাগুলি।

"ওঃ কি কাপুরুষ। ঐ যে লোকটি। ঐ লোকটি। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ লোকটি!"

শব্দগুলি যেন একটা কণ্ঠই উচ্চারণ করছিল ; জনতার গোলমেলে কণ্ঠস্বর। জনতা ওর পাশাপাশি হেঁটে চলেছে, উচ্চারণ করছে অপমানকর শব্দগুলি। প্রতি পদক্ষেপে জনতার কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরাইখানা থেকে জেলখানার পথে জনতা ও সৈনিকদের হট্টগোল, বিচিত্র সংলাপের গুঞ্জন, আকাশের দৃশ্য, আবহাওয়াব শান্ত ভাব, এ্যান্দারনাকের দৃশ্য ও রাইন নদীর তরঙ্গ হিল্লোলিত জলরাশি—সবই সে অস্পষ্ট বিজড়িত এবং অবসাদের ভাব নিয়ে অনুভব করতে পারছিল। জেগে ওঠার পর থেকে সমস্ত অনুভবই তার অভিজ্ঞতায় এভাবে এসেছিল। সে আমাকে বলেছিল, মাঝে মাঝে তার মনে এ ভাবও উদয় হত যে সে যেন আর বেঁচে নেই।'

'সে সময় আমিও জেলে ছিলাম,' গল্প থামিয়ে মঁশিয়ে হারমান বললেন, 'কুড়ি বছর বয়সটা এমন যে সব কিছুতেই তখন আমরা উৎসাহী। তখন আমি স্বদেশ রক্ষায় ব্রতী এবং এ্যান্দারনাকের সন্নিহিত অঞ্চলে আমি একটা স্বাধীন সেনাদল গঠন করে তা পরিচালনা করেছিলাম। এই ঘটনার কিছুদিন আগে রাত্রে আটশ' ফরাসী সৈন্যের একটা দলের হাতে পড়ে গিয়েছিলাম আমি।

আমরা দলে ছিলাম মাত্র দু'শ জন। আমার গুপ্তচরেরা আমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল। সে সময় আমাকে গুলি করে হত্যা করে স্থানীয় লোকদের মধ্যে ভীতিসঞ্চার করার প্রশ্নটি সামনে ছিল। ফরাসীরা প্রতিশোধের কথাও বলেছিল ; কিন্তু আমাকে গুলি করে হত্যা করে যে হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল রিপাব্লিকানরা তা ইলেক্‌টোরেটে ঘটেনি। আমার বাবা তিন দিনের জন্য দণ্ডদান স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করে জেনারেল অগারোর কাছে আমার মৃত্যুদণ্ড মকুব করার প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। ঠিক এ সময়ে এ্যান্ডারনাকের জেলে প্রস্‌পার ম্যাগনানকে প্রবেশ করতে দেখলাম আমি। সে আমার মধ্যে অনুকম্পার সৃষ্টি করেছিল। যদিও তাকে পাণ্ডুর উস্কোখুস্কো ও রক্তরঞ্জিত দেখাচ্ছিল কিন্তু ওর মুখের ভাব ছিল সরল এবং নির্দোষ মানুষের। এ ভাবটাই আমাকে অভিভূত করেছিল। আমার কাছে মনে হল যেন ওর সুন্দর দীর্ঘচুল ও নীল চোখ জার্মানীর জীবন্ত প্রতীক—সংকটাপন্ন জার্মানীর একটা বাস্তব ছবি। আমার মনে হয়েছিল সে হল শিকার, হত্যাকারী নয়। আমার জানালার নিচে দিয়ে যেতে যেতে সে হাসল। কি দেখে হাসল তা আমি জানি না। কিন্তু সে হাসিতে ছিল উন্মাদের বিষণ্ণ ও তিক্তভাব—যে উন্মাদের মস্তিষ্কে যুক্তির ক্ষণিক ঝলক দেখা দিয়েছে। সেই হাসি নিশ্চিতই হত্যাকারীর ছিল না। জেলারের সঙ্গে দেখা হলে আমি নতুন কয়েদী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'জেলে আসার পর থেকে সে একটা কথাও বলেনি। মাথায় হাত রেখে বসে পড়েছিল সে, ঘুমোচ্ছিল বা ভাবছিল নিজের কেসের কথা। ফরাসীদের কথানুসারে আগামীকাল সকালে ওর বিচার হবে এবং আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গুলি করে মারা হবে ওকে।'

সন্ধ্যায় স্বল্প সময়ের জন্য জেলখানার চত্বরে হেঁটে বেড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল আমাকে। সেই সময়টিতে আমি বন্দীর জানালার নিচে এসে দাঁড়ালাম। আলাপ করলাম দুজনে। সরলতার সঙ্গে নিজের এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা সে আমাকে বলল, আমার নানা প্রশ্নের বেশ স্পষ্ট উত্তর দিল। এই প্রথম সংলাপের পর থেকে সে যে নির্দোষ এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না। অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে কিছু সময় কাটাবার সুযোগ আমি নিলাম। বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমি। হতভাগ্য ছেলেটি বিশ্বাস করে তার সমস্ত কথা আমাকে বলেছিল। সে নিজেকে একই সময়ে নির্দোষ ও অপরাধী বলে বিশ্বাস করেছিল। যে ভয়ঙ্কর প্রলোভনকে প্রতিরোধ করার শক্তি ওর ছিল তা স্মরণ করে ওর ভয় হচ্ছিল হয়তো ঘুমের মধ্যে নিশি পাওয়ার

কোন মুহূর্তে সে নিজেই এই অপরাধটি সংঘটিত করেছে; জাগ্রত অবস্থায় সে যা কল্পনা করেছিল তা-ই ঘুমের মধ্যে করে বসেছে।

"কিন্তু তোমার বন্ধুটি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ও." বেশ উত্তেজনার সঙ্গে বলল সে, "উইলহেমের পক্ষে এ কাজ অসম্ভব…" বাক্যটি আর শেষ করল না সে।

যৌবনের আবেগ ও সততায় পূর্ণ এই আন্তরিক কথাগুলো শুনে আমি ওর করমর্দন করলাম।

প্রসপার বলতে লাগল, "জেগে উঠে সে নিশ্চয় আতঙ্কিত হয়েছিল, ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেছে।"

"তোমাকে জাগিয়ে না তুলে"? আমি বললাম, "কিন্তু তাহলে তোমার আত্মরক্ষার সুবিধে হত কারণ হ্বাসেনফারের ব্যাগটি অপহৃত হত না।"

সহসা ওর চোখ দিয়ে অশ্রু নেমে এলো।

"হ্যাঁ, আমি নির্দোষ." চেঁচিয়ে বলল সে, "আমি কাউকে হত্যা করিনি। স্বপ্নের কথা আমার মনে পড়ছে। আমার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আমি ঘুরে ঘুরে খেলছিলাম। স্বপ্নের মধ্যে যখন আমি ছুটছি তখন কিছুতেই আমি লোকটির মাথা কেটে ফেলতে পারি না।"

কিন্তু আশার আলো কিছুক্ষণের জন্য সামান্য শান্তি নিয়ে এলেও সে এখনও অনুশোচনায় অভিভূত। এটা তো নিশ্চিত যে ব্যবসায়ীটির মাথা কাটার জন্য সে হাত তুলেছিল। নিজের বিচার সে নিজে করতে লাগল এবং মনে মনে অপরাধ করার জন্য নিজের হৃদয়কে কিছুতেই সে শুদ্ধ পবিত্র ভাবতে পারল না।

"কিন্তু তবু আমি স্নেহপ্রবণ মানুষ" উচ্চৈস্বরে বলল সে, "আমার মা! হয়তো এসময় মা খুসী মনে তাঁর সাজানো ছোট্ট ঘরে বসে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে গানের সুর বাজিয়ে চলেছেন। তিনি যদি জানতে পারেন মানুষ হত্যার জন্য আমি হাত তুলেছি…উঃ, তাহলে তিনি নির্ঘাত মরে যাবেন। আর আমি বন্দী, সাংঘাতিক অপরাধের জন্য বন্দী। আমি যদি লোকটিকে হত্যা নাও করি মাতৃহত্যার জন্য আমাকে দায়ী হতে হবে।"

একথা বলতে বলতে সে কাঁদল না; কিন্তু পিকার্ডির অধিবাসীর পক্ষে যা অস্বাভাবিক নয় এমন তীব্র এবং ক্ষণস্থায়ী এক আবেগে সে দেয়ালের দিকে ছুটে গেল এবং আমি যদি ওকে ধরে না ফেলতাম তবে দেয়ালের আঘাতে ওর মাথা চুরমার হয়ে যেত।

আমি বললাম, "বিচার পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখো। তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে, তুমি নির্দোষ। তোমার মা……।"

আবেগের সঙ্গে সে বলে উঠল, "আমার মা! কোন কিছু জানার আগে মা জেনে যাবেন যে আমি অভিযুক্ত। ক্ষুদ্র শহরের পরিবেশে তাই হয়। আমার হতভাগ্য মা দুঃখেই মরে যাবেন। তা ছাড়া আমি তো নির্দোষ নই। আপনি কি সম্পূর্ণ সত্য জানতে চান? আমি অনুভব করছি আমার বিবেকের পবিত্রতা আমি হারিয়েছি।"

এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো বলে সে বসে পড়ল, হাত দু'টি গুটিয়ে রাখল বুকের উপর এবং মাটিতে চোখ রেখে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেই মুহূর্তে ওয়ার্ডার এসে আমাকে ঘরে ফিরে যেতে বলল। এ মুহূর্তে যখন আমার সঙ্গীটি হতাশার গভীরে ডুবে যাচ্ছে তখন তাকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। অত্যন্ত স্নেহে তাকে আলিঙ্গন করলাম আমি।

"ধৈর্য ধরো," বললাম আমি "হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি সৎ মানুষের কথা তোমার সংশয় দূর করতে সমর্থ হয় তবে জেনো তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি তোমাকে স্নেহ করি। আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করো এবং তোমার হৃদয়ে যদি শান্তি না থাকে তবে আমার হৃদয়ে আশ্রয় নাও।"

পরের দিন ন'টার সময় একজন কর্পোরাল ও চারজন বন্দুকধারী সৈনিক তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলো। সৈনিকদের গোলমাল শুনে আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চত্বর পার হতে হতে সে আমাকে তাকিয়ে দেখল। আমি সেই হতাশাদীর্ণ, অশুভ আশঙ্কায় ভারী ও চিন্তামগ্ন দৃষ্টি কখনও ভুলব না। সেই দৃষ্টির মধ্যে অবর্ণনীয় বিষণ্ণতার যাদু ছিল। এ এক ধরনের নীরব কিন্তু সুস্পষ্ট উইল যার মধ্য দিয়ে মানুষ তার হারানো জীবনকে তার সর্বশেষ বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে যায়। সন্দেহ নেই সেই রাত্রিটি তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও নিঃসঙ্গ ছিল, কিন্তু মুখের উপরকার পাণ্ডুর ভাব হয়তো নতুন অর্জিত আত্ম-বিশ্বাসজনিত বৈরাগ্যের ফলশ্রুতি। হয়তো অনুতাপের দহনে সে শুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং সে বিশ্বাস করেছে যে দুঃখ ও লজ্জা তার অপরাধকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। দৃঢ় পদক্ষেপে সে হেঁটে গেল। সকালে প্রথমেই সে রক্তের দাগগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন সে অপরিচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

"ঘুমের মধ্যে রক্তে হাত না পড়ে উপায় ছিল না, কারণ তখনও আমার ঘুমে অস্থিরতা ছিল", আগেরদিন গভীর হতাশার স্বরে সে আমাকে বলেছিল কথাগুলি।

আমি জানতে পেরেছিলাম সামরিক আদালতের সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছে সে। পরের দিন সেনাবাহিনী অন্য স্থানে চলে যাবে। সুতরাং ছোট

সেনাদলটির কমাণ্ডার যে স্থানে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে সেই এ্যান্দারনাকে শাস্তির ব্যবস্থা না করে স্থান ত্যাগ করতে পারছিলেন না···। অবশেষে মধ্যাহ্নে প্রস্‌পার ম্যাগনানকে জেলে ফিরিয়ে আনা হল। সে সময়ে আমি প্রতিদিনের অভ্যাস মতো চত্বরে বেড়াচ্ছিলাম। সে আমাকে দেখল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

"সব শেষ," বলল সে, "আমার আর কোন আশা নেই। এখানে সবাই আমাকে হত্যাকারী বলেই মনে করে।" গর্বিতভাবে সে মাথাটি তুলল। "এই অবিচার আমার নির্দোষিতাকেই প্রমাণ করল। আমার জীবন সর্বদাই কষ্টের। আমার মৃত্যুর মধ্যে কোন লজ্জা থাকবে না। কিন্তু মৃত্যুর পরে কি কোন জীবন আছে?"

সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর দর্শন যেন সেই আকস্মিক প্রশ্নের মধ্যে বিধৃত ছিল। চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে।

"কিন্তু কি উত্তর দিলে তুমি?" আমি বললাম, "কি কি প্রশ্ন ওরা করেছিল? আমাকে যে ঘটনাগুলির কথা বলেছিলে সেগুলি কি বলোনি তাঁদের?"

এক মুহূর্তের জন্য তাকাল সে আমার দিকে; সেই আতঙ্কজনক স্তব্ধতার পর আবেগতপ্ত উত্তেজনায় সে উত্তর দিল, "প্রথমে ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি রাত্রে সরাইখানা ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' 'আপনি কি করে বাইরে গেলেন?' আমার মুখ লাল হয়ে উঠল এবং উত্তরে বললাম, 'জানালা দিয়ে।' 'তাহলে আপনি জানালা খুলেছিলেন?' 'হ্যাঁ', বললাম আমি। 'আপনি সতর্ক ছিলেন। সরাইখানার মালিক কিছু শুনতে পান নি।' আমি বিস্মিত হলাম। মাঝিরাও বলল তারা আমাকে কখনও এ্যান্দারনাকের দিকে, কখনও বা বনের দিকে যেতে দেখেছে। তারা আরও বলেছে এভাবে আমি কয়েকবার যাতায়াত করেছি। আমি সোনা ও হীরেগুলি মাটির নিচে চাপা দিয়ে রেখেছি। অল্প কথায় ব্যাগটা পাওয়া যায়নি। সে সময় আমার মধ্যেও অনুশোচনার একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। যখন আমি কিছু বলতে চাইলাম তখন একটা নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর চীৎকার করে আমাকে বলল, 'তুমি অপরাধ করতে চেয়েছিলে।' সব কিছুই আমার বিরুদ্ধে, এমন কি আমি নিজেও···। তাঁরা আমার সঙ্গী সম্পর্কেও আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি পুরোপুরি তার পক্ষে বললাম। তখন তাঁরা বললেন, 'হয় আপনি অপরাধী, নয় তো আপনার বন্ধু, সরাইখানার মালিক ও তার স্ত্রী অপরাধী। সেদিন সকালে সব জানালা-দরজা বন্ধ দেখা গিয়েছিল।' প্রস্‌পার বলতে

লাগল, ওঁএ মন্তব্য শুনে আমি নির্বাক হয়ে রইলাম, আমার সমস্ত শক্তি এবং অনুভূতি যেন হরণ করে নেওয়া হয়েছে। আমার চেয়ে আমার বন্ধু যে নির্দোষ এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম, তাই তাকে আমি অভিযুক্ত করতে পারিনি। আমি বুঝতে পারলাম ওরা ধরে নিয়েছে আমরা দুজনেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সমান দায়ী এবং দু'জনের মধ্যে আমি বেশি নির্বোধ। নিশি পাওয়ার কথা বলে আমি তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলাম, বন্ধুকে অপরাধ থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলাম। এর পর আমার সব কথা অসংলগ্ন হয়ে যেতে লাগল। আমি পরাজিত হলাম। বিচারকদের চোখে দেখলাম আমার শাস্তি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগলেন। আর কিছু বলার নেই। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আগামীকাল আমাকে গুলি করে মারবেন ওঁরা। আমি আর নিজের কথা ভাবতে পারছি না, ভাবছি মায়ের কথা।" এ কথাগুলি যোগ করল সে।

কথা থামিয়ে আকাশের দিকে তাকাল সে, কিন্তু ওর চোখে কোন অশ্রু ছিল না। চোখ ছিল শুষ্ক কিন্তু তা স্নায়বিক উত্তেজনায় কাঁপছিল।

"ফ্রেডেরিক!"

চতুর্থ বাধা

'হ্যাঁ, অন্যজনের নাম ছিল ফ্রেডেরিক, ফ্রেডেরিক! হ্যাঁ, সেটাই তার নাম', মঁশিয়ে হারমান বিজয়ের ভঙ্গিতে বললেন।

আমার প্রতিবেশিনী পা দিয়ে আমার পা স্পর্শ করে মঁশিয়ে তেলেফারের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রাক্তন ঠিকাদার অন্যমনস্কভাবে চোখের উপর হাত রাখলেন, কিন্তু ওঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে আমাদের মনে হল আমরা দেখলাম ওঁর চোখে একটা আতঙ্কের ছায়া।

প্রতিবেশিনী আমাকে কানে কানে বললেন, 'আপনি কি মনে করছেন? ওঁর নাম যদি ফ্রেডেরিকই হয় তাতে কি?'

আমি চোখ টিপে বললাম, 'চুপ।'

আবার গল্প শুরু

হারমান আবার এভাবে শুরু করলেন:

"ফ্রেডেরিক", চেঁচিয়ে বলল সহযোগী চিকিৎসকটি, "ফ্রেডেরিক কাপুরুষের মতো আমাকে ফেলে পালিয়েছে। নিশ্চয় সে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। হয়তো সে সরাইখানাতে লুকিয়ে ছিল, কারণ আমাদের ঘোড়া দু'টি সকালেও

চত্বরে বাঁধা ছিল। কি দুর্বোধ্য রহস্য", কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল সে। 'ঘুমের মধ্যে হাঁটা! নিশি পাওয়া! একবার মাত্র এ ধরণের ক্ষণিক আক্রমণ ঘটেছিল আমার জীবনে, সেটা ছ'বছর বয়সে। আমাদের বন্ধুত্বের যেটুকু অবশেষ আছে তা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমি কি এখানেই শেষ করব? আমাদের যে বন্ধুত্ব পাঁচ বছর বয়সে শুরু হয়েছিল এবং স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বজায় ছিল সেই ভ্রাতৃসুলভ স্নেহ মমতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে আমি কি দ্বিতীয়বার মৃত্যু বরণ করব? কোথায় ফ্রেডেরিক?' সে কাঁদতে লাগল। দেখা যাচ্ছে আমরা জীবনের চেয়ে অনুভূতির দাম দিই বেশি।

"ভেতরে যাই চলুন", বলল সে, "আমার সেলের মধ্যে গিয়ে বসি। আমি চাই না লোকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখুক আমাকে। আমি সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চাই, কিন্তু অসময়ে বীরত্ব দেখাতে আমি চাই না। আমি স্বীকার করছি আমার সম্ভাবনাশীল যৌবনের জন্য খেদ হচ্ছে। গতরাত্রে আমি ঘুমোতে পারি নি। শৈশবের দৃশ্যগুলি মনে পড়ছে। সেই মাঠে নিজেকে আমি ছুটন্ত দেখতে পাচ্ছি। সেই স্মৃতিই হয়তো আমার সর্বনাশের মূল। আমার ভবিষ্যত ছিল," নিজের কথার মধ্যেই থেমে সে বলল। "বারজন লোক, একজন সাব-লেফ্‌টানেন্ট যে চেঁচিয়ে বলবে, 'বন্দুক নাও, লক্ষ্য স্থির করো, গুলি চালাও।' তারপর বাগু বেজে উঠবে এবং অসম্মান—এই আমার ভবিষ্যত এখন। ঈশ্বর আছেন নিশ্চয়, তা নইলে এ সবই অত্যন্ত নির্বোধের কাজ হয়ে উঠতো।"

এ কথা বলে সে আমাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, সমস্ত শক্তি দিয়ে আলিঙ্গন করল আমাকে।

"আপনি হলেন সর্বশেষ ব্যক্তি যাঁর কাছে আমি আমার হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছি। একদিন আপনি জেল থেকে মুক্তি পাবেন। আমার মাকে দেখতে যাবেন আপনি। আপনি ধনী কি দরিদ্র তা আমি জানি না, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আপনিই আমার সমস্ত পৃথিবী এখন। এই সব লোকগুলি সারা জীবন ধরে যুদ্ধ করে যাবে না। যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, আপনি ব্যুভাতে যাবেন। মা যদি আমার মৃত্যু সংবাদ শোনার পরেও বেঁচে থাকেন তবে তাঁকে আপনি খুঁজে বার করবেন। এই সান্ত্বনার কথাগুলো তাঁকে বলবেন, 'সে নির্দোষ ছিল।' মা আপনাকে বিশ্বাস করবেন", প্রস্‌পার বলতে লাগল। "আমি তাঁকে লিখছি, কিন্তু আমার এই শেষ দেখার কথা তাঁর কাছে পৌঁছে দেবেন আপনি। তাঁকে বলবেন আপনি হলেন শেষ লোক যাঁকে আমি আলিঙ্গন করেছি। আমার

হতভাগ্য মা আপনাকে কি যে ভালবাসবেন। আপনি, আপনিই আমার শেষ মুহূর্তের বন্ধু।" কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সে, দাঁড়িয়ে রইল, যেন স্মৃতির ভার তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। তারপর সে বলল, "এখানে অফিসার ও সৈনিকেরা আমার অপরিচিত। আমি তাদের আতঙ্কের কারণ। কিন্তু আপনার কাছে আমার নির্দোষিতা ঈশ্বর ও আমার মধ্যকার একটা গোপন রহস্য যেন।"

তার শেষ ইচ্ছাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পূরণ করার শপথ আমি নিয়েছিলাম। আমার কথা, আমার স্নেহের ভাবটি ওকে স্পর্শ করেছিল। এর কিছুক্ষণ পরেই সৈনিকেরা ওকে সামরিক আদালতের সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে এলো। সে দোষী সাব্যস্ত হল। আমি জানি না এই প্রাথমিক রায়ের পর প্রথানুগত কোন পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করবেন কিনা কিংবা এরপর কি আসছে। আমি জানি না যুবক চিকিৎসকটি রীতি অনুসারে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করেছিল কিনা; কিন্তু পরের দিন সকালে মৃত্যুর মুখোমুখি হবে এ প্রত্যাশাই সে করেছিল। সমস্ত রাত জেগে মায়ের কাছে সে একটা চিঠি লিখেছিল।

পরের দিন আমি যখন প্রস্পারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন হেসে বলেছিল সে, "আমরা দুজনেই মুক্ত হতে যাচ্ছি। আমি শুনেছি জেনারেল আপনার মুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।"

আমি কিছু বললাম না। ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালাম যেন ওর মুখাবয়বটি আমার স্মৃতিতে গেঁথে নিতে চাই আমি। তখন ওর মুখে ফুটে উঠল একটা বিরক্তির ভাব। সে বলল, "আমি কাপুরুষ। সারা রাত ধরে আমি এই দেয়ালগুলোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।" এই বলে নিজের সেলের দেয়ালগুলো দেখিয়ে দিল। "হ্যাঁ", সে বলে চলল, "আমি হতাশায় চীৎকার করলাম, বিদ্রোহ করলাম, আমি সহ্য করলাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক নৈতিক মৃত্যুর যন্ত্রণা। আমি নিঃসঙ্গ। এখন ভাবছি অন্যরা কি বলবে··· সাহস হচ্ছে গায়ে ছদ্মবেশ চাপানোর মতো। মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা সুন্দর ভাবেই করব আমি···সুতরাং···"

দুই ধরণের ন্যায় বিচার

গল্পের এইখানটায় যে যুবতীটি গল্প বলার অনুরোধ করেছিলেন তিনি সহসা ন্যুরেমবার্গের সেই ভদ্রলোকটিকে বাধা দিয়ে বললেন, 'এখন গল্প শেষ করবেন না। আমি অনিশ্চিতের মধ্যে থাকতে চাই, বিশ্বাস করতে চাই ছেলেটি রক্ষা পেয়ে

গেল। আজ যদি জেনে যাই যে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল তাহলে সারারাত আমি ঘুমোতে পারব না। আগামীকাল গল্পের শেষটা বলবেন।'

আমরা টেবিল থেকে উঠলাম। তন্বী নারীটি যখন মঁশিয়ে হারমানের বাহু ধরে অগ্রসর হলেন তখন আমার প্রতিবেশিনী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তাকে কি গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল?

'হ্যাঁ। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।'

'কি বললেন, মঁশিয়ে?' বললেন মহিলাটি, 'আপনি কি সেখানে…?'

'মাদাম, সে তা-ই চেয়েছিল। জীবন্ত একজন মানুষের শোক মিছিল অনুসরণ করা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, বিশেষ করে যে মানুষটিকে ভালবাসি, যে মানুষটি নির্দোষ! হতভাগ্য যুবক আমার উপর থেকে একবারের জন্যও তার চোখ সরিয়ে নেয়নি। মনে হচ্ছিল সে যেন আমার মধ্য দিয়েই বেঁচে ছিল। সে চেয়েছিল তার শেষ নিঃশ্বাস আমি যেন তার মায়ের কাছে বয়ে নিয়ে যাই।'

'আপনি কি ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

এ্যামিয়েন্সের সন্ধির পর এই সুন্দর কথাগুলি নিয়ে আমি ফ্রান্সে এসেছিলাম, 'আমি নির্দোষ।' আমি ধর্মের বিশ্বাস নিয়ে এই তীর্থযাত্রার পথে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু শ্রীমতী ম্যাগনান তার আগেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিত হয়েছিলেন। এতদিন ধরে যে চিঠি আমি বয়ে বেড়াচ্ছিলাম গভীর বেদনার সঙ্গে তা পুড়িয়ে ফেললাম। আপনারা আমার এই জার্মান আবেগের বাড়াবাড়ি দেখে হাসছেন, কিন্তু আমি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি চিরকালের গোপন রহস্যের একটা মহান ও বিষণ্ণ নাটক। এ রহস্য সমাধিস্থ হয়ে থাকবে দু'টি কবরের পারস্পরিক বিদায় সম্ভাষণের মধ্যে—এটা অজানা থেকে যাবে এই পৃথিবীর অন্য সব মানুষের, যেমন অজানা থেকে যায় মরুভূমির মাঝখানে অতর্কিতে সিংহের মুখে পড়ে যাওয়া পথিকের আর্ত চীৎকার।

'যদি কেউ এ ঘরের লোকগুলির মুখোমুখি এনে আপনাকে বলেন, "এই সেই হত্যাকারী" তাহলে কি তা অন্য আর একটি নাটক হবে না?' আমি কথা থামিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। 'তাহলে আপনি কি করবেন?'

মঁশিয়ে হারমান টুপি তুলে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

আমার প্রতিবেশিনী বললেন, 'আপনি ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করছেন এবং অত্যন্ত অবিবেচকের মতো। তেলেফারের দিকে তাকিয়ে দেখুন! চিম্‌নী কর্ণারের কাছে আরাম কেদারায় উপবিষ্ট তেলেফারের দিকে তাকান। শ্রীমতী ফ্যানী ওঁর হাতে তুলে দিচ্ছে এক কাপ কফি। হাসছেন তিনি। এই এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী শুনে যন্ত্রণায় কাতর কোন হত্যাকারীর

পক্ষে কি এরকম শান্ত থাকা সম্ভব? ওঁকে দেখতে কি সম্মানীয় ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে না?'

'তা বটে! তবে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন না জার্মানীতে তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কি না?' আমি উচ্চস্বরে বললাম।

'কেন জিজ্ঞেস করব না?'

কাজটি যদি আকর্ষণীয় মনে হয় কিংবা যদি ওদের কৌতুহল উদ্রিক্ত করে থাকে তবে সে-কাজ করতে কোন মহিলার সাহসের অভাব হয় না। সেই সাহসের বশবর্তী হয়ে আমার প্রতিবেশিনী সোজা ঠিকাদারের কাছে চলে গেলেন।

'আপনি কি কখনও জার্মানীতে ছিলেন?' মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন। তেলেফারের হাত থেকে রেকাবীটি প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম হল।

'আমি। মাদাম, না কখনও না!'

'আপনি কি বলছেন তেলেফার?' ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ওঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন। 'হ্বাগ্‌রাম যুদ্ধে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন না আপনি?'

'ও হ্যাঁ.' ম'শিয়ে তেলেফার উত্তরে বললেন, 'ঐ কাজের জন্য আমি জার্মানীতে গিয়েছিলাম।'

'আপনি ভুল করছেন উনি অত্যন্ত সৎ লোক.' আমার পাশের জায়গাটিতে ফিরে আসতে আসতে বললেন আমার প্রতিবেশিনী।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'বেশ এই সন্ধ্যার আগেই হত্যাকারী যে কাদার মধ্যে লুকিয়ে আছে তার থেকে তাকে আমি খুঁজে বার করবোই।'

প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে বিস্ময়করভাবে গভীর এক নৈতিক ঘটনা ঘটে যায়. কিন্তু তা এত সহজভাবে ঘটে যে আমাদের তা চোখেই পড়ে না। যদি কোন আড্ডায় দু'জন লোকের সাক্ষাৎ ঘটে যায় এবং তাদের পরস্পরকে অস্বীকার বা ঘৃণা করার কোন কারণ থাকে তবে তার কারণ এই যে তাদের একজন হয়তো অন্যজনের কোন অন্তরঙ্গ ব্যাপার জেনে গেছে অথবা সে কোন গোপন ঘটনার সাক্ষী যা অন্যজনের চরিত্রে একটা কলঙ্ক— কোন গোপন পরিস্থিতি কিংবা লোকটির ন্যায্য শাস্তিস্বরূপ কোন প্রতিশোধের ঘটনা সে জানে। এ দুজন লোক পরস্পর বুঝতে পারে তাদের গোপন ভাব এবং যে বিরাট ফাঁক তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করছে বা করবে সে সম্পর্কে একটা অশুভ ছায়া তারা দেখতে পায়। তারা অলক্ষ্যে পরস্পরকে দেখে এবং পরস্পরে মগ্ন থাকে। তাদের দৃষ্টি এবং ভাবভঙ্গি উদ্ঘাটিত করে চিন্তায় একটা অনির্বচনীয় ভাব; তাদের মধ্যে যেন থাকে একটা চুম্বক। আমি জানি না

কোনটি বেশি আকৃষ্ট করে—প্রতিশোধ, না অপরাধ; ঘৃণা, না অপমান। পুরোহিত যেমন অশুভ আত্মার সামনে দেবতার কাছে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে পারেন না তেমনি সন্দেহবশত এ দু'জন পরস্পরের সামনে অস্বস্তি অনুভব করে। একজন নম্র আর একজন বিষন্ন—আমি জানি না কোনটি কোন জন। একজন লজ্জায় রক্তিম, অন্য জন পাণ্ডুর ও কম্পিত। প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকটি প্রায়ই অপরাধী লোকটির মতো কাপুরুষ হয়। ক্ষতি করার সাহস খুব কম লোকেরই থাকে, এমন কি প্রয়োজনীয় হলেও। অনেক লোক নিষ্ক্রিয় থাকে বা ক্ষমা করে, কারণ গোলমাল করতে ঘৃণা করে তারা কিংবা তারা ভয় করে কোন বিষন্ন পরিণতির। আমাদের হৃদয় ও অনুভূতির এই স্বল্পতা ঠিকাদার ও আমার মধ্যে একটা রহস্যময় দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। মঁশিয়ে হারমানের গল্পের সময় ওঁকে উদ্দেশ্য করে আমার প্রথম মন্তব্য থেকে উনি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে চলছেন। হয়তো তিনি অন্যান্য অতিথিদের দৃষ্টিও এড়িয়ে চলছেন। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর মেয়ে অনভিজ্ঞ ফ্যানীর সঙ্গেই তিনি আলাপ করে যাচ্ছেন। সন্দেহ নেই সব অপরাধী যেমন পবিত্রতার কাছ থেকে শাস্তি পাওয়ার আশা করে থাকে তিনিও সে রকম একটা প্রয়োজন বোধ করছেন। কিন্তু তাঁর থেকে অনেক দূরে থেকেও আমি তাঁর কথা শুনে যাচ্ছি এবং আমার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁকে সম্মোহিত করছে।

তিনি যখন ভাবছেন ক্ষতি স্বীকার না করেই আমার উপর নজর রাখতে পারবেন তখন আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। এই অগ্নিপরীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে এর অবসান কল্পে তেলেফার তাস খেলতে শুরু করলেন। আমি ওঁর বিরুদ্ধবাদীর হয়ে বাজী ধরতে লাগলাম। হেরে যাওয়াই আমার অভিপ্রেত ছিল। হলও তাই। অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধ ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। এবার আমি নিজেকে হত্যাকারীর মুখোমুখি আবিষ্কার করলাম।

ভদ্রলোক যখন তাস বেঁটে দিচ্ছিলেন তখন আমি বললাম, 'মঁশিয়ে, আপনি কি আপনার কাউণ্টারগুলি একটু সরিয়ে রাখবেন ?'

ভদ্রলোক বেশ দ্রুততার সঙ্গে তাঁর কাউণ্টারগুলি ডান দিক থেকে সরিয়ে বাঁয়ে নিয়ে গেলেন। আমার প্রতিবেশিনী আমার পাশে এসে বসলেন। আমি তাঁর দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম।

'ব্যুভারের যে পরিবারটিকে আমি চিনি আপনি কি সেই পরিবারের মঁশিয়ে ফ্রেডেরিক তেলেফার ?' ঠিকাদারের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

'হ্যাঁ, মঁশিয়ে,' উত্তরে বললেন তেলেফার।

তিনি তাস ফেলে রাখলেন, মুখ তাঁর পাণ্ডুর দেখাল। হাত দুটি মাথায় রাখলেন তিনি। পাশে দাঁড়িয়ে বাজী ধরছিলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

উচ্চস্বরে বললেন, 'এখানে বড় গরম। আমার মনে হয়...'

কথা শেষ করলেন না তিনি। সহসা ওঁর মুখের উপর ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল, তিনি সত্বর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। গৃহকর্তা তাঁকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন। স্পষ্টতই এটা ওঁর অবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই করলেন তিনি। আমার প্রতিবেশিনী ও আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম। প্রতিবেশিনীর মুখে আমি ফুটে উঠতে দেখলাম তিক্ত বিষাদের একটা অনির্বচনীয় দৃষ্টি।

'আপনার ব্যবহারের মধ্যে কি কোন সহানুভূতি আছে?' হেরে যাবার পর খেলা শেষ করে জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে প্রতিবেশিনী আমাকে বললেন। 'আপনি কি সব মানুষের মনের কথা জানার ক্ষমতা অর্জন করতে চান? মানুষ ও ঈশ্বরকে কেন বিচারের সুযোগ আপনি দেবেন না? একটাকে এড়িয়ে যেতে পারলেও অন্যটিকে এড়িয়ে যাওয়া কখনও সম্ভব নয়। কোর্টের বিচারের সুযোগ সুবিধে কি ঈর্ষনীয় কাজ? আপনি প্রায় জল্লাদের কাজই করে ফেলেছেন।'

'আমার কৌতূহলে অংশগ্রহণ করে আমাকে উৎসাহ দিয়ে এখন আপনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন!'

উত্তরে বললেন প্রতিবেশিনী, 'আপনি আমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করছেন।'

'সুতরাং শয়তান বদমাস শান্তিতে থাকুক আর আমরা দুর্ভাগা মানুষদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি। স্বর্গের আরাধনা করি। কি বলেন? কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়,' আমি হেসে বললাম। 'এখন যে তন্বী যুবতী ঘরে ঢুকছে তার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

'কে উনি!'

'তিনদিন আগে ওকে আমি নেপল্সের রাষ্ট্রদূতের বল নাচে দেখেছি। মারাত্মকভাবে মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছি আমি। দয়া করে ওর নামটি আমাকে বলুন। কেউ ওর নাম বলতে পারল না...'

'ওর নাম মিস্ ভিক্টোরিন তেলেফার।'

আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

'মেয়েটির সৎমা কিছুদিন হল ওকে কনভেন্ট থেকে নিয়ে এসেছেন।

সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত করতে ওর একটু বেশি সময়ই লেগে গেছে। ওর পিতা দীর্ঘদিন ওকে স্বীকার করে নেননি। এই প্রথম মেয়েটি এখানে এলো। মেয়েটি খুব সুন্দরী এবং অত্যন্ত ধনী,' আমার প্রতিবেশিনী এমন নিচুস্বরে কথাগুলি বললেন যে আমি প্রায় শুনতেই পাচ্ছিলাম না।

একথা বলার সময় তাঁর মুখে ছিল কেমন একটা দেঁতো হাসি। এসময় আমরা একটা চাপা চীৎকার শুনতে পেলাম। মনে হল শব্দটা যেন পাশের ঘর থেকে আসছে। শব্দটি বাগানে অস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'মঁশিয়ে তেলেফারের কণ্ঠস্বর না?'

উৎকর্ণ হয়ে আমরা শুনলাম সে শব্দ। তীব্র যন্ত্রণার গোঙানি আমাদের কানে এসে পৌঁছতে লাগল। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর স্ত্রী তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে এসে জানালা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি বললেন, 'লোক হাসাতে চাই না আমি। ওর বাবার এই চীৎকার শুনলে মিস্ তেলেফার হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে।'

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ড্রইংরুমে ফিরে এলেন। ভিক্টোরিনকে খুঁজে বার করে নিচুস্বরে কি যেন বললেন। সহসা মেয়েটি চীৎকার করে কেঁদে উঠল, ছুটে গেল দরজার দিকে এবং মুহূর্ত মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করল। তাস খেলা এখন থেমে গেছে। প্রত্যেকে তার পার্শ্ববর্তী লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। স্বরের গুঞ্জন বেশ উচ্চগ্রামে পৌঁছে গেছে। লোকেরা দলে দলে ভাগ হয়ে গেল।

'মঁশিয়ে তেলেফার কি ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আত্মহত্যা করেছেন।' ব্যঙ্গের সুরে বললেন আমার প্রতিবেশিনী। 'আপনি তাঁর জন্য আনন্দের সঙ্গে শোক প্রকাশ করতে পারেন।'

'কিন্তু ভদ্রলোকের হয়েছেটা কি ?'

'ভদ্রলোক কি একটা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। রোগটির নাম আমরা জানি না, যদিও এ সম্পর্কে মঁশিয়ে ক্রসোঁ আমাদের অনেকবার বলেছেন। এ ধরনের একটা আক্রমণ এখন ঘটে গেল,' গৃহকর্ত্রী বলে গেলেন কথাগুলি।

'কি ধরনের রোগ ?' সহসা প্রশ্ন করলেন একজন অনুসন্ধানী ম্যাজিস্ট্রেট।

'মঁশিয়ে, রোগটি খুবই মারাত্মক,' গৃহকর্ত্রী আবার বললেন। 'এ রোগ সারানোর ওষুধই কোন চিকিৎসকের জানা নেই। মনে হয় যন্ত্রণা অত্যন্ত অসহ্য। একদিন আমার দেশের বাড়ীতে হতভাগ্য তেলেফার এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ওঁর যন্ত্রণাকাতর চীৎকার যাতে আমাকে না শুনতে হয় তার জন্য আমি আমার প্রতিবেশীর বাড়ীতে চলে গিয়েছিলাম। সে কি ভয়ানক

আর্ত চীৎকার, নিজেকে তিনি যেন মেরে ফেলতেই চান। সে সময়ে ওঁর মেয়ে ওঁকে বিছানায় বেঁধে রাখতে বাধ্য হয়েছিল, তাঁকে পুরে রাখতে হয়েছিল শক্ত পোশাকের খাঁচায়! হতভাগ্য লোকটি বলেন তাঁর মাথার মধ্যে একটা জন্তু ঢুকে পড়েছে, জন্তুগুলি তাঁর মাথা কামড়াতে থাকে! তাঁর প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্র প্রসারিত হয়ে টানটান হয়ে যায়, সেগুলিকে যেন করাত দিয়ে কাটতে থাকে কেউ। ওঁর মাথার যন্ত্রণা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, যন্ত্রণা উপশমের জন্য গাছের যে পাতাগুলো কপালে লাগানো হয় তা তিনি অনুভবই করতে পারেন না। কিন্তু ওঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মঁশিয়ে ব্রুসোঁ পাতা ব্যবহার করতে বারণ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে এটা হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের রোগ, স্নায়ুর প্রদাহ জনিত রোগ। এর জন্য ঘাড়ে জোঁক প্রয়োগ করতে হবে এবং মাথায় দিতে হবে আফিম্। সত্যিই এর পর রোগের আক্রমণ আগের মতো আর ঘন ঘন ঘটে না। শুধু বছরে একবার শরতের শেষে তা দেখা যায়। সাময়িক ভাবে সেরে ওঠার পর উনি প্রায় বলেন এ যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে ওঁকে গাড়ীর নিচে গুঁড়িয়ে যেতে দেওয়াই ভাল।'

শেয়ার বাজারের এক দালাল বলে উঠলেন, 'তাহলে উনি খুবই কষ্ট পান।' এই ভদ্রলোকটির সালোঁতে বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলার খ্যাতি আছে।

মহিলাটি আবার শুরু করলেন, 'গত বছর তিনি তো প্রায় মরেই যাচ্ছিলেন। জরুরী কাজে একা গিয়েছিলেন নিজের জমিদারীতে। সেখানে ভূমি শয্যা গ্রহণ করে মৃতের মতো পড়েছিলেন প্রায় বাইশ ঘণ্টা। হয়তো তাঁকে সাহায্য করার কেউ ছিল না সেখানে। গরম জলে স্নান করে সে যাত্রা তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন।'

এবার সেই দালাল ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি এক ধরণের ধনুষ্টঙ্কার?'

'আমি ঠিক জানি না,' মহিলাটি বললেন, 'এই রোগে তিনি প্রায় তিরিশ বছর কষ্ট পাচ্ছেন। সেনাবাহিনীতে থাকতেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন নৌকোয় পড়ে গিয়ে একটা কাঠের টুকরো ওঁর মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রুসোঁ তাঁকে সারিয়ে তোলার আশা রাখেন। লোকে বলে ইংরেজ জাতি প্রুসিক্ অ্যাসিড্ দিয়ে এই রোগ সারানোর একটা নিরাপদ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।'

সেই মুহূর্তে বাড়ীর মধ্যে একটা তীব্র চীৎকারধ্বনি সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল। ভয়ে আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেল।

ব্যাঙ্কারের স্ত্রী বলে চললেন, 'হ্যাঁ, এ রকম চীৎকারই আমি অনবরত

শুনেছিলাম। চেয়ারে বসা অবস্থায় আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার প্রায় স্নায়ুরোগ হয়ে যাবার যোগাড়! কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে হতভাগ্য তেলেফার যতই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করুন না কেন মৃত্যুর আশঙ্কা তাঁর ছিল না। এ যন্ত্রণা যখন থাকে না তখন তিনি খান দান, পান ভোজন করেন। (প্রকৃতি সত্যিই কি অদ্ভুত!) এক জার্মান ভদ্রলোক তাঁকে বলেছিলেন এটা এক ধরণের মস্তিষ্কের বাত। ব্রুসোঁর মতের সঙ্গে এটা বেশ খাপ খেয়ে যায়।'

গৃহকর্ত্রীকে যে দলটি ঘিরে ছিল তাদের ছেড়ে চলে এলাম। মিস্ তেলেফারকে অনুসরণ করলাম আমি। ভৃত্য দিয়ে তাকে ডেকে আনা হয়েছিল।

'হায় ভগবান,' সে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল, 'তোমার প্রতি কি অপরাধ করেছেন বাবা যার জন্য তাঁকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে? বাবার মতো এত ভালো লোক…!'

আমি সিঁড়ি দিয়ে তার সঙ্গে নামলাম। গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করতে গিয়ে দেখলাম যন্ত্রণায় কুঁকড়ে-যাওয়া ওর পিতাকে। মিস্ তেলেফার রুমাল দিয়ে পিতার মুখ চেপে যন্ত্রণার কাতরানি বন্ধ করতে চেষ্টা করছে। দুর্ভাগ্যবশত ওর পিতা আমাকে দেখে ফেললেন ; তাঁর মুখ যন্ত্রণায় আরও যেন কুঞ্চিত হয়ে গেল। একটা যন্ত্রণাকাতর চীৎকার যেন বাতাসকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তিনি আতঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তারপর গাড়ী চলতে শুরু করল।

বিবেকের বিষয়

সেই সান্ধ্য ভোজ আমার জীবন ও অনুভূতির উপর একটা নিষ্ঠুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমি মিস্ তেলেফারের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। হয়তো এটা বিশেষ করে ঘটেছিল এ কারণে যে আমার আত্মমর্যাদা ও সূক্ষ্মদর্শিতা একজন হত্যাকারীর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে বাধা দিচ্ছিল, তা সে ভদ্রলোক পিতা ও স্বামী হিসেবে যতই ভাল লোক হোন না কেন। এক অদ্ভুত ভাগ্য আমাকে ঠেলে নিয়ে যেত এমন সব গৃহে যেখানে আমি জানতাম ভিক্তোরিনের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে। মনে মনে প্রায় শপথ করতাম ওর সঙ্গে আর দেখা করব না। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় তার পাশেই আবার আমি নিজেকে আবিষ্কার করতাম। খুব আনন্দ হতো আমার। আমার স্বাভাবিক প্রেম অনুশোচনায় পূর্ণ এবং একটা অপরাধী আবেগে তা রঞ্জিত ছিল। মেয়ের সঙ্গে তেলেফারকে দেখে অভিনন্দন জানানোর জন্য আমি নিজেকে ঘৃণা

করলাম, তবু তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না। আমার অপরাধকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্যই যেন দুর্ভাগ্যবশত ভিক্তোরিন শুধু সুন্দরী নয়, জ্ঞানী, প্রতিভাশালী এবং মোহিনীও। কিন্তু পণ্ডিতম্মন্যতার লেশমাত্রও তার মধ্যে নেই, নেই আত্মগরিমার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত। সে নম্রতার সঙ্গে আলাপ করে এবং তার চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা অপ্রতিরোধ্য বিষন্ন যাদু। সে আমাকে ভালবাসে অথবা অন্তত তা বিশ্বাস করার মতো অবস্থা সৃষ্টি করে। আমাকে দেখে বিশেষ এক ধরণের হাসি ওর মুখে ফুটে ওঠে এবং শুধু আমার জন্যই ওর কণ্ঠস্বর যেন আরও কোমল হয়ে আসে। আঃ, সে ভালবাসে আমাকে, কিন্তু সে যে তার পিতাকেও ভক্তি করে। পিতার দয়া, তাঁর নম্রতা ও আশ্চর্য গুণাবলীর প্রশংসা করে সে আমার কাছে। এই প্রশংসাবাক্যগুলি ছুরির ফলার সজোর আঘাতের মতো আমার হৃদয় বিদ্ধ করে।

তেলেফার পরিবারের সম্পদ যে অপরাধের উপর ভিত্তি করে রচিত আমি নিজেকে একদিন সে সম্পদের অংশীদার হিসেবে দেখতে পেলাম। আমি ভিক্তোরিনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। এই কথা বলে আমি পলায়ন করলাম। বেরিয়ে পড়লাম ভ্রমণে, গেলাম জার্মানীতে এমন কি এ্যান্দারনাক পর্যন্ত। কিন্তু আমাকে ফিরে আসতে হল। ফিরে এসে ভিক্তোরিনকে খুব ফ্যাকাশে দেখলাম, আরও কৃশ দেখলাম। ফিরে এসে যদি ওকে সুস্থ ও সুখী দেখতাম তবে আমি বেঁচে যেতাম। আমার ভালবাসা আশ্চর্য তীব্রতার সঙ্গে আবার জ্বলে উঠল। আমার এই দ্বিধা শেষ পর্যন্ত একটা বিশেষ পাগলামিতে পরিণত হবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় আমি শুদ্ধ বিবেকবান লোকদের নিয়ে একটা বিচারসভা বসাতে মনস্থ করলাম। আমার ইচ্ছে তাঁরা এই গভীর নৈতিক ও দার্শনিক সমস্যার উপর কিছু আলোকপাত করুন। আমার ফিরে আসার পর প্রশ্নটি আরও জটিল রূপ নিয়েছে। সুতরাং গত পরশু আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত সৎ এবং যাঁদের চরিত্রে সম্মান ও সূক্ষ্মদর্শিতার ভাব অত্যন্ত গভীর বলে আমি মনে করি তাঁদের সমবেত করলাম। আমন্ত্রণ করলাম দুজন ইংরেজকেও (দূতাবাসের একজন সেক্রেটারী এবং একজন অত্যন্ত গোঁড়া ভদ্রলোক), একজন রাজনীতি অভিজ্ঞ প্রাক্তন মন্ত্রী, একজন যুবক যিনি এখনও শুদ্ধতার কাল কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, একজন বৃদ্ধ পাদরী এবং সবশেষ আমার প্রাক্তন অভিভাবক (তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। আইন আদালতগুলির স্মরণে থাকতে পারে তাঁর সূক্ষ্ম অভিভাবকত্বের ব্যাপারটি), একজন করে ব্যারিষ্টার, সলিসিটর, ম্যাজিষ্ট্রেট। সংক্ষেপে সমাজের সব রকম মতবাদের প্রতিনিধি। বাস্তবগুণের আধার তাঁরা।

বেশ ভাল খাওয়াদাওয়া দিয়েই শুরু করা গেল। উঁচু দরের সংলাপ চলল, চলল বক্তৃতাবাজীও। তারপর ভোজনের শেষ পর্বে সহজভাবে কাহিনীটি বললাম ওঁদের এবং সৎ পরামর্শ প্রার্থনা করলাম। মেয়েটির নাম কিন্তু গোপন করে গেলাম।

কথা শেষ করে আমি বললাম, 'বন্ধুরা আমায় পরামর্শ দিন। সংসদে উপস্থাপিত বিলের মতো মনে করে এই প্রশ্নের অনুপুঙ্খ আলোচনা করুন ওঁরা। বাক্স আর বিলিয়ার্ড বল নিয়ে আসছি আমি। আপনারা বিবাহের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেবেন গোপন ব্যালটের মতো।'

সহসা একটা গভীর নৈঃশব্দ নেমে এলো ঘরে। সলিসিটার কোন মতামত দিতে অস্বীকার করলেন।

তিনি বললেন, 'মতামত না দেওয়ার চুক্তি আমার সঙ্গে ছিল।'

মদের প্রভাব আমার প্রাক্তন অভিভাবককে রুদ্ধবাক করে রেখেছে, এখন আমাকেই ওঁর অভিভাবকত্ব করতে হবে যাতে বাড়ী ফেরার পথে উনি বিপদে না পড়েন।

'বুঝেছি', আমি উচ্চস্বরে বললাম, 'মতামত না দেওয়া মানে আমাকে কি করতে হবে তা জোর দিয়ে বলা।'

সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল।

জেনারেল ফয়-এর সন্তানদের জন্য এবং তাঁর সমাধি মন্দিরের জন্য যে আবেদন করা হয়েছিল তাতে যাঁর অবদান আছে সেই জমিদার ভদ্রলোক বললেন, 'সদ্‌গুণের মতো অপরাধেরও একটা স্তরভেদ আছে।'

'গ্যাস বেলুন।' আমার কনুই এ ধাক্কা দিয়ে কানে কানে বললেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

'অসুবিধেটা কোথায়?' একজন ডিউক বললেন এবার। এডিক্‌টস অব নান্টিস্ বাতিল হলে অবাধ্য প্রোটেস্টান্টদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ভদ্রলোক সম্পদশালী হয়েছেন।

ব্যারিস্টার ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। 'যে কেসটি আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে আইনের দিক থেকে তাতে অসুবিধের কিছু নেই। ডিউক ঠিক কথাই বলেছেন।' আইনের কণ্ঠস্বর যেন বলতে লাগল: 'সময়ের একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি কি? আমাদের সকলের মূল অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা কোথায় থাকব? এটা বিবেকের প্রশ্ন। যদি এই কেসটি আপনারা কোন ট্রাইবুনালের কাছে নিয়ে যাবেন ঠিক করে থাকেন তবে নিয়ে যান অনুতাপের ট্রাইবুনালের কাছে।'

আইনের জীবন্ত প্রতিনিধি আর কিছু না বলে বসে পড়লেন, পান করলেন এক গ্লাস শ্যাম্পেন। ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব যাঁর সেই পাদ্‌রী মহাশয় এবার উঠে দাঁড়ালেন।

'ঈশ্বর আমাদের দুর্বল করে গড়েছেন,' দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন তিনি। 'যদি আপনি অপরাধীর উত্তরাধিকারিনীকে ভালবেসে থাকেন তবে তাকে বিয়ে করুন। তবে মেয়েটির মায়ের সম্পত্তি নিয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পিতার সম্পত্তি দান করে দিতে হবে দরিদ্রজনের মধ্যে।'

'কিন্তু,' চেঁচিয়ে উঠলেন নির্দয় বাক্যবাগীশদের একজন যাঁদের সাক্ষাৎ সমাজে আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি, 'কিন্তু এই সম্পদও হয়তো পিতা পেয়েছিলেন তিনি নিজে ধনী ছিলেন বলে। তাঁর সামান্যতম সম্পদও সর্বদাই এই অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠছে না কি?'

'এই আলোচনাই তো অর্ধেক রায় দেওয়া। এমন বহু বিষয় আছে যা মানুষ আলোচনা করে না,' আমার প্রাক্তন অভিভাবক বললেন। তিনি ভাবলেন এই মদমত্ত উচ্ছ্বাসের সাহায্যে সমবেত জনমণ্ডলীকে তিনি কিছু বুদ্ধি যোগাবেন।

'তাই,' বললেন দূতাবাসের সেক্রেটারী।

'হ্যাঁ, তাই,' বললেন পাদ্‌রী মহাশয়।

এই দুই ভদ্রলোক পরস্পরকে বোঝেন না মোটেই।

নির্বাচিত হওয়ার জন্য যিনি এক শ' পঞ্চান্নটি ভোটের মধ্যে এক শ' পঞ্চাশটিই পাননি তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন।

'ভদ্রমহোদয়গণ, এই আশ্চর্য দুর্ঘটনাটির প্রকৃতি বৌদ্ধিক। এটা এমন এক ধরনের দুর্ঘটনা যা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে। সুতরাং সিদ্ধান্ত যেটা নিতে হবে, তা হবে আমাদের বিবেকের তাৎক্ষণিক ঘটনা—একটা আকস্মিক ধারণা—একটা শিক্ষাপ্রদ বিচার আমাদের ব্যক্তিগত বোধশক্তির একটা ক্ষণস্থায়ী চাতুর্য অনেকটা আলোর ঝলকানির মতো। এটা রুচির বিচার।'

নিমন্ত্রিতেরা বললেন, 'এবার তবে ভোট হোক।'

ওদের প্রত্যেককে দু'টি করে বল দিলাম—একটা সাদা, অন্যটি লাল। সাদাটি কুমারত্বের প্রতীক, ওটা দিয়ে বিবাহ নিষেধ বোঝাবে। আর লাল বলটি বিবাহ সমর্থন করবে। শিষ্টতার খাতিরে আমি ভোটদান থেকে বিরত রইলাম। আমার বন্ধুরা সতের জন—ন'জন হলেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তারা প্রত্যেকে বলগুলি একটা সরু-গলা কঞ্চি-নির্মিত বাক্সে রাখলেন। বাক্সটি

নেড়েচেড়ে রেখে দেওয়া হল। তারপর ওখান থেকে একে একে বলগুলি টেনে বার করার ব্যবস্থা হল। আমরা একটা গভীর ঔৎসুক্য অনুভব করছিলাম কারণ নৈতিকতার সূক্ষ্মতা বিচারের জন্য এই ব্যালট একটা অভিনব ব্যাপার। ভোট গোণা হলে দেখা গেল ন'টি বল সাদা! ফলাফল আমাকে মোটেই বিস্মিত করেনি, কিন্তু বিচারকদের মধ্যে কজন যুবক গুণে দেখলাম আমি। এই নীতিবিচারকদের মধ্যে ন'জন যুবক ছিলেন। তাঁরা সবাই একই ভাবনায় ভাবিত।

আমি নিজেকে বললাম, 'বিবাহ সম্পর্কে একটা গোপন ঐকমত্য ছিল, ঐকমত্য ছিল আমাকে তা থেকে বিরত করার জন্য। আমি কি করে এ সংকট থেকে উত্তীর্ণ হই?'

আমার কলেজের এক বন্ধু অবিবেচকের মতো জিজ্ঞেস করল, 'শ্বশুরমশায় কোথায় থাকেন?' যুবকটি অন্যদের মতো নিজের ভাবনা লুকোতে অসমর্থ।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এখন শ্বশুরের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমার বিবেক আগেই আমাকে একথা বলেছিল। সেটা এত স্পষ্ট যে তোমাদের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ফালতু হয়ে গেছে। আজ যদি সেই বিবেকের স্বর কিছুটা দুর্বল দেখায় তবে তার কারণ আমার কাপুরুষতা। দু'মাস আগে আমি এই প্রলুব্ধকর চিঠিখানি পেয়েছিলাম।'

আমার ব্যাগ থেকে বার করে আমন্ত্রণপত্রখানি দেখালাম:

'আপনাকে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে মঁশিয়ে তেলেফার এণ্ড কোম্পানীর জাঁ-ফ্রেডেরিক তেলেফার প্রাক্তন খাদ্য-সরবরাহকারী, জীবিতকালে লিজিয়ন অব অনার ও গোল্ডেন স্পারের অধিকারী, প্যারির ন্যাশনেল গার্ডের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন গত পয়লা মে জ্যুবার্তে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিতি কাম্য। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে তারিখ...'

মৃতের পক্ষে...প্রভৃতি

সিদ্ধান্ত

'এখন আমি কি করি?' আমি বললাম, 'এ প্রশ্নটি মোটামুটি শর্তে আপনাদের কাছে রাখছি। মিস্ তেলেফারের সম্পত্তিতে রক্তের দাগ রয়েছে এটা নিশ্চিত। ওর পিতার সম্পত্তি একটা বিশাল রক্তাক্ত ক্ষেত্র। আমি সেটা জানি। কিন্তু প্রসপার ম্যাগনান কোন উত্তরাধিকারী রেখে যায় নি; পিন্-উৎপাদনকারী এ্যাল্ডারনাকের সেই নিহত ব্যবসায়ীর পরিবারকে খুঁজে

ব্যয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাহলে এ সম্পত্তি কাকে ফিরিয়ে দেব ? আর পুরো সম্পত্তিটিই কি ফিরিয়ে দিতে হবে ? দৈবাৎ আবিষ্কৃত এই গোপন কথাটি নির্দোষ মেয়েটির কাছে বলে তার যৌতুকে কাটা-মুণ্ড সংযুক্ত করার কোন অধিকার কি আমার আছে ? আছে কি অধিকার তাকে দুঃস্বপ্নের শিকার করে তোলার, তার সুন্দর মোহ ভেঙ্গে দেওয়ার, তার পিতাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করা এই বলে "তোমার সমস্ত সম্পত্তি দূষিত ?" আমি বৃদ্ধ এক পাদ্রীর কাছ থেকে "বিবেক সমস্যার অভিধান" নিয়ে দেখেছি সেখানে আমার সন্দেহ নিরসনের কোন পথের কথা বলা নেই। আমি কি তাহলে প্রস্পার ম্যাগনান, হ্যালেনফাব ও তেলেফারের জন্য একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করব ? কিন্তু আমরা এখন উনবিংশ শতাব্দীর অনেকখানি সময় পার হয়ে এসেছি। আমি কি দরিদ্রের আশ্রয়ের জন্য গৃহ নির্মাণ করব অথবা গুণের কদরের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করব ? গুণের পুরস্কারগুলি দেওয়া হবে তো যতো বদমাসদের। দরিদ্রের আশ্রয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানগুলো এখন মনে হয় পাপের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া এভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে অহমিকাকে কিছুটা পরিতৃপ্ত করা যায় বটে কিন্তু তাতে কি সমস্যার কোন মীমাংসা হবে ? আর এগুলি কি আমাকেই করতে হবে ? সে সময় আমি প্রেমে পড়ে গেছি, মগ্ন হয়ে আছি প্রেমে : আমার প্রেমই আমার জীবন। বিলাসে সৌন্দর্যে এবং শিল্প সম্ভোগে সমৃদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত কোন তন্বী নারী যে নারী শান্ত অবসাদে শরীর এলিয়ে দিয়ে বুফোতে রোজিনির সঙ্গীত শুনতে ভালবাসে —এরকম কোন নারীর কাছে স্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য না দেখিয়ে আমি যদি প্রস্তাব দিই সে যেন নির্বোধ বৃদ্ধ লোকগুলির সপক্ষে অথবা অবাস্তব জীবনযুদ্ধে পরাজিত লোকদের সপক্ষে পনের লক্ষ ফ্রাঁর সম্পত্তি বর্জন করে তাহলে সে কি হেসে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না অথবা তার বিশ্বস্ত পরিচারিকা কি আমাকে ধরে নেবে না রুচিহীন ভাঁড় বলে ? প্রেমের আবেগোচ্ছ্বাসে আমি যদি গতানুগতিক অস্তিত্বের প্রশংসা করি, প্রশংসা করি লোয়ের নদীর তীরে অবস্থিত আমার ছোট্ট গৃহটির, যদি আমি আমার প্রেমের জন্য তাকে প্যারির জীবন ছাড়তে বলি তাহলে সেটা হবে একটা মস্ত মিথ্যা। তখন হয়তো আমার জীবনে আসবে একটা বিষম অভিজ্ঞতা। মেয়েটি বলনাচে অত্যন্ত আসক্ত পোশাক ও গয়না-পত্রের জন্য পাগল এবং এ মুহূর্তে আমার প্রেমে মগ্ন ; আমি হারাব সে মেয়েটির হৃদয়। মেয়েটিকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে পরিপাটি এবং কৃশ এবং পাকানো গোঁফ কোন এক অফিসার। ভদ্রলোকটি পিয়ানো বাজাবে, লর্ড বাইরনের প্রশংসায় হবে পঞ্চমুখ এবং সুন্দর ভঙ্গিতে ঘোড়া ছোটাবে।

আর আমি কি করব? ভদ্রমহোদয়গণ আমার উপর সদয় হোন, আমাকে কিছু সদুপদেশ দিন...'

যাঁর কথা আমি আগেই বলেছি সেই সৎ ভদ্রলোকটি এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেন নি। তিনি জীনি ভীনের পিতার মতোই গোঁড়া টাইপের। কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এবার তিনি বলে উঠলেন, 'ওরে নির্বোধ, লোকটি বৃন্দা থেকে এসেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন?'

(১৮৩১)

সৈনিক

কোন কোন সময় তাঁরা দেখেন প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা মনের গতির সাহায্যে সে বিলুপ্ত করতে পারে স্থান কাল ও দূরত্বের দুই বৈশিষ্ট্যকে—তার একটি বৌদ্ধিক আর অন্যটি শারীরিক—লুই ল্যাম্বারের ইতিহাস

১৭৯৩ সালের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় কারেঁতাঁর প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা মাদাম দ্য দেইএর ড্রইং রুমে জমায়েত হয়েছেন। মাদাম প্রতিদিন তাদের সঙ্গ লাভ করে থাকেন। কোন কোন পরিস্থিতি বড়ো শহরে কারও চোখে পড়ে না কিন্তু ক্ষুদ্র শহরে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এরকম পরিস্থিতি প্রতিদিনের এই সমাবেশকে অসাধারণ আকর্ষণের ব্যাপার করে তুলেছে। দু'দিন পূর্বে মাদাম দ্য দেই অতিথিদের জন্য তাঁর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, শরীর ভাল নেই বলে তার আগের দিনও তাঁদের গ্রহণ করেন নি তিনি। স্বাভাবিক সময় হলে কারেঁতাঁর এই দুইটি ঘটনার ফলও প্যারিস রঙ্গমঞ্চ বন্ধ করে দেওয়ার মতো হতো। এ সব দিনে অস্তিত্বই একরকম অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু ১৭৯৩ সালে মাদাম দ্য দেইএর এই ব্যবহার বিপর্যয়কর ঘটনার জন্ম দিতে পারতো। সে সময়ে যদি কোন অভিজাত ব্যক্তি সামান্য মাত্র ঝুঁকিও নিতেন তাহলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তিনি জীবন মৃত্যুর সমস্যায় জড়িয়ে পড়তেন। সে সন্ধ্যায় যে ব্যগ্র কৌতূহল এবং সংকীর্ণ চাতুর্য গুণবান নরম্যান লোকগুলির মুখে ফুটে উঠেছিল তা ঠিকমত বুঝতে হলে বিশেষ করে মাদাম দ্য দেইএর গোপন উদ্বেগের কথা বুঝতে হলে কারেঁতাঁয় তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বিপ্লবের সময়ে বহু লোকের মতো তিনিও যে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন তাতে পাঠকের সহানুভূতি এই কাহিনীর একটা আবেগপূর্ণ প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই।

মাদাম স্থ দেই একজন লেফ্‌টানেন্ট জেনারেলের বিধবা। তাঁর স্বামী অশ্বারোহী সৈন্যদলের কয়েকটি বিভাগের প্রধান ছিলেন। যখন দেশের অনেক অভিজাত ব্যক্তি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তখন মাদাম স্থ দেই রাজসভা ছেড়ে এখানে চলে এসেছিলেন। কারেঁতাঁ অঞ্চলে তাঁর বিরাট সম্পত্তি আছে। তাই এই আশা করে তিনি এখানে আশ্রয় নিলেন যে বিভীষিকার প্রভাব এই অঞ্চলে অনুভূত হবে না। যে নিখুঁত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এ অঞ্চল সম্পর্কে একথা ভেবেছিলেন তিনি তা অবশ্য সঠিক। লোয়ার নরম্যাণ্ডির উপর বিপ্লব বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি। অতীতে যদিও জমিদারী প্রদর্শনকালে শুধুমাত্র এখানকার অভিজাত পরিবারগুলির সঙ্গেই মিশতেন, এবার কিন্তু শহরের প্রধান ব্যক্তিবর্গ ও নতুন শাসকগোষ্ঠীর লোকজনের কাছেও নিজের গৃহদ্বার খুলে দিলেন তিনি। তাঁকে তাঁদের দলে টেনে নেবার সুযোগ করে দিয়ে তাঁদের গর্বিত করে তুলতে চেষ্টা করলেন। সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখলেন যাতে তাঁদের ঘৃণা ও ঈর্ষা উদ্রিক্ত না হয়। তিনি মনোহারিণী এবং সহৃদয়া। তাঁর মধ্যে সেই অনির্বচনীয় গুণটি ছিল— নিজেকে অবনমিত না করে বা অন্যের অনুগ্রহ প্রার্থনা না করেও তিনি সবাইকে খুশী রাখতে পারতেন। তাঁর নিখুঁত নিপুণতাকে ধন্যবাদ, সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তিনি। এই নিপুণতা তাঁকে একটা সংকীর্ণ পথ ধরে চলতে সাহায্য করেছিল। ভুইফোড বাবুদের স্পর্শকাতর আত্মগরিমায় আঘাত না দিয়ে বা তাঁর পুরোনো বন্ধুদের অনুভূতিগুলোকে বিপর্যস্ত না করে সেই মিশ্র সমাজের দাবী পরিতৃপ্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি।

বয়স তাঁর প্রায় চল্লিশ হতে চলল। এখনও তিনি বেখে দিতে পেরেছেন লোয়ার নরম্যাণ্ডির মেয়েদের বিশেষত্ব—সজীব সুডৌল সৌন্দর্য নয়, বরঞ্চ কৃশতনু অভিজাত ধরনের সৌন্দর্য। তাঁর মুখাবয়ব পরিচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম; শরীর মাধুর্যময় এবং কৃশ। কথা বলার সময় তাঁর পাণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, জীবনোচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। বড়ো বড়ো কালো চোখে তাঁর বন্ধুত্বের মহিমা মাখানো; কিন্তু চোখ দু'টির শান্ত কৃচ্ছ্রতার ভাব মনে হয় যেন ইঙ্গিত করে তাঁর অস্তিত্বের প্রধান উৎস এখন আর তিনি নিজে নন। যৌবনকালে তিনি বিয়ে করেছিলেন একজন ঈর্ষাকাতর বৃদ্ধ সৈনিককে। ছলনাময় প্রেমের পীঠস্থান রাজসভায় তাঁর কৃত্রিম অবস্থান তাঁকে সাহায্য করেছে মুখের ওপর একটা গভীর বিষাদের পর্দা তুলে দিতে। এ মুখ প্রেমের সজীবতা ও মোহিনীমায়ায় উজ্জ্বল হয়ে থাকতো এক সময়। যে সময় মেয়েরা চিন্তা করার চেয়ে অনুভব করে বেশি সে সময়ে তাঁকে সর্বদাই তাঁর অন্তরের নারীসুলভ অনুভূতি ও আবেগগুলিকে

অবদমিত করতে হয়েছে বলে তাঁর অন্তরের গভীরে আবেগানুভূতিগুলি সুপ্ত হয়েছিল। তাই তাঁর প্রধান আকর্ষণগুলির উৎস এই যৌবনোচ্ছলতা। এটা মাঝে মাঝেই তাঁর মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং তা তাঁর চিন্তাভাবনায় একটা শুদ্ধ কামনার দীপ্তি এনে দেয়। তাঁর চেহারা লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁর ব্যবহার ও কণ্ঠস্বরের মধ্যে সর্বদাই অল্পবয়সী মেয়েদের মতো একটা অজানা ভবিষ্যতের প্রত্যাশা অনুরণিত হয়। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থূল অনুভূতির মানুষও তাঁর প্রেমে না পড়ে পারে না। কিন্তু সে ধরনের মানুষগুলিও তাঁর প্রতি এক রকম শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয় পোষণ করে থাকে। এটা তাঁর সৌজন্যপূর্ণ উন্নত ব্যবহারের জন্য সম্ভব। হৃদয় তাঁর স্বভাবতই মহৎ, কিন্তু তা নিষ্ঠুর সংগ্রামের মধ্যে দৃঢ় হয়ে উঠেছে এবং মনে হয় তা যেন সাধারণ মানুষ থেকে অনেকখানি দূরে অপসৃত। তাঁর কাছে গেলে মানুষ নিজেদের ক্ষুদ্রতা অনুভব করে। এই হৃদয়ের একটা প্রবল আবেগ প্রয়োজন। মাদাম দ্য দেই-এর স্নেহ তাই একটি মাত্র আবেগে নিবদ্ধ হয়েছে—সেটা মাতৃস্নেহ। স্ত্রী-হিসেবে যে সুখ ও শান্তি থেকে তিনি বঞ্চিত তা তিনি পেয়েছেন পুত্রের প্রতি তীব্র একটা ভালবাসার মধ্যে। পুত্রকে তিনি শুধু মায়ের শুদ্ধ এবং গভীর অনুরাগেই ভালবাসেন না। ভালবাসেন প্রেমিকার ছলনা ও স্ত্রীর ঈর্ষা দিয়েও। পুত্র দূরে চলে গেলে তিনি অসুখী হন, চিন্তিত হন তার অনুপস্থিতিতে। তাকে দেখে দেখে যেন তাঁর আশ মেটে না। তিনি বাঁচেন ছেলের মধ্যে এবং ছেলের জন্য। পাঠককে তাঁর অনুভূতির গভীরতা বোঝাবার জন্য এটা বলাই যথেষ্ট যে এই পুত্র মাদাম দ্য দেই-এর শুধু একমাত্র সন্তানই নয়, তাঁর শেষ জীবিত আত্মীয়ও—সে-ই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যার ওপর তাঁর জীবনের ভয়, আশা ও আনন্দ নির্ভর করে। প্রয়াত কাউন্ট দ্য দেই তাঁর পরিবারের শেষ বংশধর ছিলেন এবং মাদাম দ্য দেইও তাঁর পরিবারের শেষ উত্তরাধিকারিণী। যে আবেগ নারীর মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, বৈষয়িক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ নারীদের মহত্তম প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। অতি যত্নে তিনি পুত্রকে মানুষ করেছেন আর ওই জন্যই পুত্র তাঁর কাছে আরও প্রিয় হয়ে উঠেছে। ডাক্তার তাঁকে বহুবার বলেছেন তাঁর ছেলের বাঁচার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু নিজের আশা ও সজ্ঞার ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গেছেন তিনি। অনির্বচনীয় আনন্দের সঙ্গে তিনি দেখেছেন কেমন নিরাপদে শৈশব উত্তীর্ণ হল তাঁর ছেলে। আশ্চর্য হলেন তিনি ডাক্তারের বিপরীত রায় সত্ত্বেও ছেলের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে।

নিয়মিত যত্নের ফলে ছেলে বড় হয়ে উঠল। সে এমন এক সুন্দর যুবকে

পরিণত হল যে কুড়ি বৎসর বয়সে ভার্সাই এর বহুগুণান্বিত সভাসদ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠল। সর্বোপরি সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ, কারণ এই সৌভাগ্য সব মায়ের প্রচেষ্টাকে ভূষিত করে না—ছেলেও মাকে অত্যন্ত ভালবাসে। ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতিতে তারা পরস্পরকে বুঝতে পারে। যদি প্রকৃতির বন্ধনে তারা আবদ্ধ নাও হতো তাহলেও শ্রদ্ধার প্রেরণায় তারা পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক অনুভব করতো। এ ধরনের বন্ধুত্ব জীবনে কচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়। আঠার বছর বয়সে সেনাবাহিনীর অশ্বারোহী দলে সাব-লেফ্‌টানেন্টের পদে নিযুক্ত হল সে। সে সময়কার বিধি অনুসারে সম্মান রক্ষার খাতিরে রাজবংশের লোকেরা যখন দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন সেও তাঁদের অনুসরণ করে দেশত্যাগ করল।

অভিজাত, ধনী এবং দেশত্যাগী ব্যক্তির মাতা মাদাম ন্ত দেই এই নির্মম পরিস্থিতির বিপদ নিজের কাছে লুকোতে পারলেন না। নিজের এই বিরাট সম্পত্তি সন্তানের জন্য রক্ষা করতে হবে মনে করে ছেলের সঙ্গে দেশান্তরী হওয়ার সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন তিনি। যে আইন বলে রিপাব্লিক প্রতিদিন কারে তাঁর দেশান্তরীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে চলেছে তা যখন পড়লেন তিনি তখন নিজের সাহসিক কাজের জন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি ছেলের সম্পত্তি পাহারা দিচ্ছেন না? এরপর কন্‌ভেনশনের আদেশে ভয়ঙ্কর ফাঁসির কথা যখন শুনলেন তিনি তখন এই জেনে নিশ্চিন্তে ঘুমোলেন যে তাঁর একমাত্র পুত্র নিরাপদে আছে এবং সে আছে ফাঁসির মঞ্চ থেকে বহু দূরে। এই বিশ্বাসে তিনি সুখী যে ছেলে এবং তার সম্পত্তি বাঁচাবার জন্য যা করার তা তিনি করেছেন। সেই অসুখী সময়ের দাবী রক্ষা করে নারীসুলভ সম্ভ্রম বা অভিজাত বিশ্বাসকে বিসর্জন না দিয়ে এই ব্যক্তিগত চিন্তা তিনি করেছিলেন। কিন্তু নিরাবেগ গোপনীয়তার মধ্যে নিজের দুঃখকে ঢেকে রেখেছিলেন তিনি। বুঝতে পেরেছিলেন তিনি কারে তাঁতে কি বিপদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। এখানে এসে সবার সামনের স্থানটি অধিকার করে বসা সে কি নয় প্রতিদিন ফাঁসির মঞ্চকে অস্বীকার করার পথ? কিন্তু মাতৃহৃদয়ের সাহসের উপর বিশ্বাস রেখে তিনি জানেন নিজেকে বিশিষ্ট করে না তুলেও গরীবদের সব রকম কষ্টের লাঘব করে কি করে তাদের স্নেহ ভালবাসা আদায় করা যায় এবং ধনীদের আনন্দ সম্ভার যুগিয়ে তাঁদের কাছে নিজেকে অপরিহার্য করে তোলা সম্ভব। নিজের বাড়ীতে কমিউনের সরবরাহ অফিসার, মেয়র, জেলার প্রেসিডেন্ট, পাব্লিক প্রসেকিউটর এমন কি বিপ্লবী ট্রাইবুনালের বিচারক—সবাইকে ভোজে আপ্যায়িত করেন তিনি। এই দলের প্রথম চারজন

অবিবাহিত। তাঁরা তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করেন। যে ক্ষতি তাঁরা করতে পারেন তার ভয় দেখিয়ে কিংবা তাঁকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করার আশা তাঁরা পোষণ করেন। পাব্লিক প্রসেকিউটার এক সময় সিনে সরবরাহের কাজ করতেন এবং কাউন্টেসের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো দেখা শোনা করতেন। তিনি অনুরক্তির ভাব ও সহৃদয়তা—চতুরতার এ এক বিপজ্জনক রূপ—দেখিয়ে তাঁর প্রতি কাউন্টেসের ভালবাসা উদ্রিক্ত করার চেষ্টায় আছেন। প্রেমিকদের মধ্যে তিনিই হলেন সবচেয়ে দুর্দমনীয়। মাদাম এক সময়ে তাঁর মক্কেল ছিলেন। একমাত্র তিনিই মাদামের বিশাল সম্পত্তির অবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন। এই আবেগ আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে তাঁর প্রচণ্ড ধন লিপ্সা থেকে; জেলার সব মানুষের জীবন মৃত্যুর দণ্ডদাতা যে শক্তি সেই প্রচণ্ড শক্তির সমর্থনও আছে তাঁর পেছনে। এখনও অনবসিত যৌবন এই লোকটি এমন মহত্বের ছদ্মবেশ রেখে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করেন যে মাদাম দ্য দেই এখনও পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে কোন মতামত তৈরী করতে পারেন নি। কিন্তু নরম্যানদের চতুরতার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যদিও বিপজ্জনক, তবু সে বিপদকে অস্বীকার করে প্রকৃতি নারীকে যে ছলনাময় উদ্ভাবনী শক্তি দিয়েছেন তারই সাহায্যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। এইভাবে কালহরণ করে বিপ্লবকালীন কষ্টকর অবস্থার অবসান করে তিনি সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাকার আশা করেন। সে সময় দেশে থেকে গিয়েছিলেন যেসব রাজভক্তরা তাঁরা নিজেদের এই বলে প্রভাবিত করতেন যে আগামী কালই বিপ্লবের অবসান হবে। এই বিশ্বাস তাঁদের অনেকেরই সর্বনাশের কারণ হয়েছিল।

সবার জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার আগের দিন পর্যন্ত এত জটিলতা সত্ত্বেও মাদাম কৌশলে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করে চলতে সমর্থ হয়েছিলেন। সবার মধ্যে যে আকর্ষণ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা এত গভীর এবং নিখাদ ছিল যে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে এসে যখন তাঁরা শুনলেন তাঁদের আপ্যায়ন করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয় তখন তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মফঃস্বলের মানুষের মনে যে সরল কৌতূহল থাকে তারই বশবর্তী হয়ে তাঁরা খোঁজ-খবর করতে লাগলেন মাদাম দ্য দেইএর দুর্ভাগ্য, দুঃখ অথবা অসুস্থতা সম্পর্কে। এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ব্রিজিত এইসব প্রশ্নের উত্তর দিল। সে বলল তার কর্ত্রী নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছেন এবং কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না, এমন কি নিজের লোকজনের সঙ্গেও না। ক্ষুদ্র শহরের অধিবাসীবৃন্দ সংকীর্ণ জীবনযাপন করেন, তাই তাঁদের মধ্যে অন্যের কর্মধারা বিচার বিশ্লেষণ

ও ব্যাখ্যা করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতা স্বভাবতই এত অপ্রতিরোধ্য যে মাদাম দ্য দেইএর প্রতি সহানুভূতি দেখাবার পর তিনি সুখী কি দুঃখী তা না জেনে তাঁরা তাঁর এই অকস্মাৎ অন্তঃপুরে আশ্রয় নেওয়ার কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

প্রথম যিনি এলেন তাঁর প্রশ্ন: 'যদি তিনি পীড়িত হন তবে তো তাঁর ডাক্তার ডাকা উচিত। কিন্তু ডাক্তার তো দেখলাম সারাদিন আমার বাড়ীতে দাবা খেলল। সে আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিল আজকালকার ব্যাধি তো একটাই···এবং দুর্ভাগ্যবশত সে ব্যাধি দুরারোগ্য।'

এ রসিকতাও বেশ সতর্কতার সঙ্গে করা হয়েছিল। নারী পুরুষ, বৃদ্ধ ও অল্পবয়সী মেয়েরা এর পর একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে তাদের অনুমানের বন্যা ছুটিয়ে দিলেন। প্রত্যেকেই ভাবলেন তিনি একটা গোপন ব্যাপার ধরে ফেলেছেন এবং এই গোপন ব্যাপারটি তাঁদের কল্পনা পূর্ণ করে তুলল। পরের দিন তাঁদের সন্দেহ আরও নোংরা পথ নিল। যেহেতু ক্ষুদ্র শহরে প্রতিটি মানুষের জীবন প্রতিটি মানুষের জানা মহিলারাই প্রথমে আবিষ্কার করলেন প্রতিদিনের চেয়ে আজ বাজারে বেশি কেনাকাটা করেছে ব্রিজিত। এ ঘটনা অনস্বীকার্য। সকালে বাজারে প্রথম ব্রিজিতই বস্তুটি দেখেছিল এবং আশ্চর্য যে একটিমাত্র খরগোশ যা বাজারে উঠেছিল তা সে-ই কিনেছে। শহরের সবাই জানে মাদাম দ্য দেই শিকার পছন্দ করেন না মোটেই। সুতরাং খরগোশ নিয়ে এলোপাথারি জল্পনা কল্পনার সুরু। প্রতিদিনের নিয়মমাফিক ভ্রমণের সময় বৃদ্ধরা দেখলেন কাউন্টেসের বাড়ীতে বড় বেশি. কর্মব্যস্ততা। বাড়ীর ঝি-চাকরদের এই কর্মব্যস্ততা গোপন রাখার চেষ্টার মধ্যে তা যেন আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাড়ীর চাকর বাগানে কার্পেট পিটিয়ে ধুলো ঝাড়ছে। আগেকার দিন হলে এটা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করত না; কিন্তু উর্বর কল্পনায় যে কাহিনীগুলি তাঁরা বানাচ্ছেন এ কার্পেট যেন তারই সাক্ষ্য বহন করছে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কাহিনী আছে। দ্বিতীয় দিন মাদাম দ্য দেইএর অসুস্থতার খবর শুনে শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সন্ধ্যার সময় মেয়রের বাড়ীতে মিলিত হলেন। মেয়র ব্যবসায় থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি বিবাহিত এবং শ্রদ্ধেয়। সাধারণত শ্রদ্ধা পেয়েও থাকেন। কাউন্টেস নিজেও তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন। সেই সন্ধ্যায় ধনীবিধবার পাণিপীড়নাকাঙ্ক্ষী প্রেমিকদের সবারই কিছু না কিছু সম্ভাব্য কাহিনী বলার ছিল এবং তাঁরা প্রত্যেকেই ভাবছিলেন কি করে সেই গোপন ঘটনাটিকে নিজের লাভজনক শর্তে ব্যবহার করা যায়। এই গোপন ঘটনাটি মহিলাটিকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে

ফেলে দিয়েছে। পাব্লিক প্রসেকিউটর একটা গোটা নাটকই কল্পনা করে ফেললেন যে নাটকে রাত্রির অন্ধকারে মাদাম ছ দেইএর পুত্র তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হবে। মেয়র ভাবলেন না ভেন্দি থেকে বিদ্রোহী এক পাদ্রী এসে তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। কিন্তু শুক্রবারে খরগোশ কেনার কারণটির ব্যাখ্যা এতে হয় না। জেলার প্রেসিডেন্ট নিশ্চিত যে মাদাম বিদ্রোহী চৌয়ানদের কাউকে, ভেন্দির কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিজ গৃহে লুকিয়ে রেখেছেন। অন্যরা মনে করছে পারির বন্দীশালা থেকে পালিয়ে আসা কোন অভিজাতকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি। সংক্ষেপে, প্রত্যেকে কাউন্টেসকে তাঁর উদার কর্মটির জন্য অপরাধী বলে সন্দেহ করছেন। সে সময়কার আইন তাকে অপরাধ বলেই মনে করে এবং এর শাস্তি নির্ঘাত ফাঁসি। পাব্লিক প্রসেকিউটর অবশ্য কানে কানে বললেন—সবাই আপনারা চুপ থাকবেন। যে অন্ধকারের দিকে হতভাগ্য মহিলাটি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন তার থেকে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন।

'আপনারা যদি এ ঘটনা প্রকাশ করে দেন,' বলে গেলেন পাব্লিক প্রসেকিউটর, 'তাহলে কিন্তু আমাকে হস্তক্ষেপ করতে হবে, তাঁর বাড়ী সার্চ করতে হবে এবং তারপর…' আর কিছু বললেন না তিনি কিন্তু সবাই বুঝতে পারলেন তিনি কি বলতে চান।

কাউন্টেসের প্রকৃত বন্ধুরা তাঁর জন্য এত ভীত হয়ে পড়লেন যে তৃতীয় দিন সকালে কমিউনের সরবরাহ সচিব তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে কাউন্টেসের কাছে একটা নোট লিখে পাঠালেন এবং তাতে এই অনুরোধ করলেন যাতে আগের মতো সন্ধ্যার সময় তিনি যেন অভ্যাগতদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। আরও একটু সাহসী হয়ে অবসর-নেওয়া ব্যবসায়ী মহাশয় সকালে মাদাম ছ দেইএর বাড়ী চলে গেলেন। কাউন্টেসের জন্য কি কাজ তিনি করতে চান সে বিষয়ে তিনি সচেতন। তিনি জোর দিয়ে বললেন কাউন্টেসের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতেই হবে। বাগানের প্রান্ত থেকে ফুলদানীর জন্য শেষ ফুলটি কেটে নেওয়ার কাজে কাউন্টেসকে ব্যস্ত দেখে তিনি হতবাক হলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্বগতোক্তি করলেন, 'তিনি নিশ্চয় প্রেমিককে আশ্রয় দিয়েছেন।' এই মোহিনী নারীর প্রতি সহানুভূতিতে তিনি অভিভূত। কাউন্টেসের মুখের অদ্ভুত ভাবে তাঁর সন্দেহ সমর্থিত হল। নারীর এই স্বাভাবিক অনুরক্তি তাঁকে যেন গভীরভাবে মুগ্ধ করল। এই ঐকান্তিক অনুরক্তি সর্বদাই পুরুষের মর্ম স্পর্শ করে কারণ পুরুষের সেবায় নারী যেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে তাতে তারা প্রীত হয়। সারা শহরে যে গুজবটি রটেছে তা তিনি

কাউন্টেসকে জানালেন ; তিনি যে কি বিপদের মধ্যে রয়েছেন তাও জানাতে ভুললেন না। কথার শেষে বললেন, 'পাদ্রীকে বাঁচাবার দুঃসাহসী কাজের জন্য অফিসারেরা আপনাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁরা দেখেন প্রেমের জন্য আপনি নিজেকে বিপদে ফেলছেন তবে কেউ আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না।'

একথা শুনে মাদাম ছ দেই একটা হতবুদ্ধিকর এবং অপ্রকৃতিস্থ ভাব নিয়ে তাকালেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দিকে। এ দৃষ্টি পলিতকেশ ভদ্রলোকটিকেও কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

'আসুন আমার সঙ্গে,' বলে হাত ধরে টেনে তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। ঘরে আর কেউ নেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বডিস থেকে একটা ময়লা দুমড়ানো চিঠি বার করে আনলেন তিনি। 'এটা পড়ুন,' স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললেন।

তারপর হতচেতন হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন কাউন্টেস। তাঁর সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত। বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন চশমা খুঁজে বার করে মুছে নিচ্ছেন তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন কাউন্টেস। এই প্রথমবার মনোযোগ সহকারে তাঁকে পরীক্ষা করলেন তিনি এবং নম্র ও কম্পিত স্বরে বললেন, 'আপনাকে বিশ্বাস করি আমি।'

'আমি কি আপনার অপরাধের ভাগ নিতে পারি?' গুণবান ব্যক্তিটি শুধু এ কটি কথা বললেন।

মহিলাটি চমকে উঠলেন। এই শহরে এসে এই প্রথম অন্য একজনের সঙ্গে সহানুভূতি অনুভব করলেন তিনি। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি বুঝলেন কাউন্টেসের বিষাদ ও আনন্দ। গ্রেনভিলের যুদ্ধে তাঁর পুত্র অংশ গ্রহণ করেছে। জেল থেকে মায়ের কাছে চিঠি লিখেছে পুত্র। এই চিঠিই তাঁকে বিষণ্ণ করেছে, কিন্তু জাগিয়েছে আনন্দময় আশাও। পুত্র জানিয়েছে সে যে জেল থেকে পালাতে সক্ষম হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লিখেছে তিনদিনের মধ্যে ছদ্মবেশে সে পৌঁছে যাবে মায়ের কাছে। এই বিপজ্জনক চিঠির মধ্যে যদি কোন কারণে তৃতীয় সন্ধ্যায় সে কারেঁতায় না পৌঁছতে পারে তার জন্য আবার হৃদয় বিদীর্ণ করা বিদায় সম্ভাবণও আছে। যে দূতটি অসংখ্য বিপদ অস্বীকার করে এই চিঠি নিয়ে এসেছে তাকে বড় অঙ্কের একটা টাকা দেওয়ার কথাও লিখেছে সে মায়ের কাছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাতে চিঠিটি যেন কাঁপতে লাগল।

'আজ তৃতীয় দিন,' মাদাম ছ দেই তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন। চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ পায়চারি করতে লাগলেন।

'আপনি হঠকারীর মতো কাজ করেছেন,' বললেন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। 'কেন আপনি খাবার কিনে আনলেন?'

'কিন্তু সে যে ক্ষিধেয় শ্রান্তক্লান্ত হয়ে আসবে...' এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না কাউণ্টেস।

'ভাই-এর ওপর নির্ভর করতে পারি আমি,' বৃদ্ধ বললেন, 'আমি গিয়ে তাঁকে আপনার পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করি।'

এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি তাঁর পূর্ব-ব্যবহৃত ব্যবসায়িক চাতুর্য কাজে লাগালেন এবং কাউণ্টেসকে বিজ্ঞ ও সারগর্ভ পরামর্শ দিলেন। তাঁরা কি বলবেন ও কি করবেন ঠিক করার পর বৃদ্ধ লোকটি চাতুর্যের সঙ্গে মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে কারেঁতাঁর প্রধান প্রধান ব্যক্তির বাড়ীতে গেলেন। সেখানে ঘোষণা করলেন মাদাম দ্য দেইকে দেখে এই মাত্র ফিরলেন তিনি। যদিও সুস্থ নন তবু আজ সন্ধ্যায় সবাইকে নিজ গৃহে আপ্যায়ন করবেন তিনি। ভদ্রলোকের বুদ্ধি ধূর্ত নরম্যান মনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সুতরাং প্রতিটি পরিবারে কাউণ্টেসের অসুস্থতার প্রকৃতি সম্পর্কে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও এই রহস্যজনক ব্যাপারে প্রতিটি কৌতূহলী ব্যক্তিকে প্রতারণা করতে সমর্থ হলেন তিনি। প্রথম গৃহটি পরিদর্শন কালেই বিস্ময়কর ফল পেলেন। বাতগ্রস্ত এক বৃদ্ধা মহিলাকে জানালেন মাদাম দ্য দেই পাকস্থলীর বাতে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মরেই যাচ্ছিলেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক ত্রঁশাঁ্যা আগেরবার এরকম অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন জীবন্ত অবস্থায় চামড়া ছাড়ানো খরগোসের চামড়া বুকের ওপর রেখে শুয়ে থাকতে; এ অবস্থায় নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকতে হবে তাঁকে। দু'দিন আগে কাউণ্টেস মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখন ত্রঁশাঁ্যার আশ্চর্য বিধি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আজ সন্ধ্যায় তিনি অতিথিদের গ্রহণ করবেন। এই কাহিনী খুব কাজ দিল। রাজতন্ত্রের গোপন সমর্থক কারেঁতাঁর এক চিকিৎসক এই ওষুধের কথা আলোচনা করে তার গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিল। কিন্তু কিছু একগুঁয়ে বা সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোকের মন থেকে সন্দেহ সম্পূর্ণ গেল না; কারণ সন্দেহ তাঁদের মনের গভীরে বাসা বেঁধেছিল। সুতরাং সেদিন সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে ব্যগ্র হয়ে উপস্থিত হলেন আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা। তাঁদের কেউ কেউ এলেন সতর্কতার সঙ্গে মাদাম দ্য দেই-এর মুখ পর্যবেক্ষণ করার মানসে, অন্যরা বন্ধুত্বের খাতিরে! তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি কাউণ্টেসের আরোগ্যলাভে বিস্ময়ান্বিত হলেন। ড্রইং রুমের বড় চুল্লীর পাশে কাউণ্টেসকে দেখলেন তাঁরা। ড্রইং-রুমটি কারেঁতাঁর অন্যান্য বাড়ীর ড্রইং-রুমের মতোই

ক্ষুদ্র। অতিথিদের সংকীর্ণ ভাবগুলিকে আঘাত না করার জন্য তিনি তাঁর অভ্যস্ত বিলাসিতার জীবনযাত্রা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন। নিজের বাড়ীর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনেননি। রিসেপ্শন রুমের মেঝে পর্যন্ত পালিশ করাননি। দেয়ালে টাঙ্গানো পুরোনো ছবিগুলো পর্যন্ত বহাল তবিয়তে আছে। স্থানীয় আসবাবপত্রগুলিও যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়েছেন। এখন চর্বির বাতি জ্বালান এবং স্থানীয় ফ্যাশানই অনুসরণ করেন। অত্যন্ত অস্বস্তিকর সংকীর্ণতা অথবা বিরক্তিকর দৈন্য থেকে দূরে সরে না থেকে তিনি মফস্বলের জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছেন। তিনি জানেন অতিথিদের আরাম দেওয়ার জন্য যে প্রচুর অর্থব্যয় করেন তিনি তা তাঁরা ক্ষমা করবেন, তাই তাঁদের ব্যক্তিগত সুখের জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। সুতরাং সুখাদ্যের ব্যবস্থা রাখেন তিনি। এমন কি তাঁদের হিংসেনী মনের আনন্দ বিধানের জন্য নীচতার ভানও করেন। সহজ আত্মসমর্পণ দেখাবার জন্য কৌশলে বিলাসিতার প্রতি কিছুটা প্রশ্রয়ও অনুমোদন করেন কাউন্টেস। সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় কাবেঁতাঁর দ্যবিত্র সমাজেরও সেরা লোকগুলি মাদাম দ্য দেষ্ট এর গৃহে সমবেত হলেন। চুল্লীর চারপাশে যেন বৃহৎ এক চক্রের বৈঠক বসল। গৃহকর্ত্রী কঠিন পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর সহানুভূতিশীল দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে অতিথিদের অনুপুঙ্খ প্রশ্নগুলি আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করলেন, সহ্য করলেন তাঁদের বাচাল এবং নির্বোধ বাদানুবাদ। কিন্তু দরজার প্রতিটি টোকা ও রাস্তার প্রতিটি পদধ্বনির সময় জেলার উন্নতি সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে তিনি নিজের তীব্র আবেগকে গোপন করার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। আপেল রসের মদ নিয়ে তিনি উচ্ছল আলোচনা সুরু করলেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুর এমন সমর্থন পেলেন যে সমবেত ব্যক্তিরা তাঁর ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে ভুলে গেলেন কারণ তাঁর মুখের ভাব স্বাভাবিক এবং মনের স্থৈর্যে ক্ষুব্ধতার লেশমাত্র নেই। তা সত্ত্বেও পাব্লিকপ্রসেকিউটর ও বিপ্লবী ট্রাইবুনালের একজন বিচারক অল্পই কথা বললেন, সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলেন তাঁরা কাউন্টেসের মুখের ভাবে সামান্যতম পরিবর্তন। নানা গোলমাল সত্ত্বেও ঘরের প্রতিটি শব্দই মনোযোগের সঙ্গে শুনতে চেষ্টা করলেন তাঁরা। কিছুক্ষণ পর পর কাউন্টেসকে তাঁরা অস্বস্তিকর প্রশ্নে জর্জরিত করলেন, কিন্তু প্রশংসনীয় উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে সে প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন তিনি। মায়ের সাহস দুরন্ত। তাস খেলোয়াড়দের বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে কাউকে তিনি বসালেন বোস্তঁন খেলায়, কাউকে বা রিভারসিস্ অথবা হুইষ্ট-এ। আর নিজে দুশ্চিন্তা মুক্ত মনের ভাব দেখিয়ে যুবকদের সঙ্গে বসে কাটালেন। সেরা অভিনেত্রীর

অভিনয়ই যেন তিনি করে যাচ্ছেন। একজনকে দিয়ে লোতো খেলার কথা পাড়লেন এবং এমন ভাব দেখালেন যেন খেলার সরঞ্জাম কোথায় আছে সেটা একমাত্র তিনিই জানেন। এই অজুহাতে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন তিনি।

'ব্রিজিত, আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে,' চোখে জমে ওঠা অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন কাউণ্টেস্। চোখ দু'টি উত্তাপ, দুঃখ ও অস্থিরতার জন্য জল জল করছে। 'সে তো এলো না', সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন তিনি; তাকালেন শোবার ঘরের চারদিকে। 'এখানে নিশ্বাস ফেলতে পারছি আমি। এখানেই বাঁচতে পারি। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে সে আসবে। আমি নিশ্চিন্ত যে সে বেঁচে আছে। আমার মন বলছে তাই। ব্রিজিত, তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছো না? সে কি জেলে বন্দী হয়ে আছে, না গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটুকু জানার জন্য আমি জীবন দিতে পারি। এসব ভাবনা থেকে কি মুক্তি নেই আমার?'

সবকিছু ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন কাউণ্টেস। চুল্লীতে আগুন জ্বলছে বেশ। খড়খড়িগুলো ভাল করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পালিশকরা আসবাবপত্রগুলি চক্‌চক্ করছে। যেভাবে বিছানা পাতা হয়েছে তাতে মনে হয় ব্রিজিতের সঙ্গে সামান্যতম বিষয় নিয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন কাউণ্টেস। এই রুচিশীল যত্নের মধ্যে তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত। যত্নের আতিশয্যের মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফুলদানীতে যে ফুল রাখা হয়েছে তার মধ্যে প্রতিফলিত নম্র মাধুর্য, প্রতিফলিত শুদ্ধতম স্নেহের রূপ। একমাত্র মায়ের পক্ষেই সৈনিকপুত্রের প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব এবং মায়ের পক্ষেই এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব যা তাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে। খাবার ব্যবস্থাটিও অপূর্ব। মোট কথা একজন শ্রান্ত পথিকের পক্ষে যা প্রয়োজন হতে পারে বা সে যা চাইতে পারে—সেসব কিছুরই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে—সুনির্বাচিত মদ, চটি, পরিচ্ছন্ন কাপড়-জামা প্রভৃতি। কোন কিছুরই অভাব যাতে সে বোধ না করে এবং গৃহের আনন্দময় পরিবেশ যাতে মায়ের স্নেহ আভাসিত করে তার জন্যই এ ব্যবস্থা।

টেবিলের সামনে চেয়ার রাখতে রাখতে মর্মস্পর্শী কণ্ঠে ডাকলেন কাউণ্টেস, 'ব্রিজিত!' তাঁর প্রার্থনা যেন সত্যে পরিণত হয় তাই তিনি চান, যেন তাঁর ভ্রান্ত চিন্তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে চান তিনি।

'মাদাম, সে আসবে। সে আর বেশী দূরে নেই। আমি নিশ্চিত যে সে বেঁচে আছে এবং এখানেই আসছে। আমি বাইবেলের মধ্যে চাবি রেখে

দেখেছি। কোন্তা যখন সেন্ট জনের বাণী পড়ছিল তখন চাবিটি দু'আঙুলের মধ্যে রেখে আমি দেখেছি···মাদাম, চাবি তো একটুও ঘুরলো না।'

'এ সংকেত কি বিশ্বাসযোগ্য?' বললেন কাউন্টেস।

'না তো কি? ওটা তো সবাই জানে। আমি শপথ করে বলতে পারি সে বেঁচে আছে। ঈশ্বর কখনও ভুল বলতে পারেন না।'

'আমি তাকে দেখতে চাই। এমন কি বাড়ীতে ঢুকলে যদি তার বিপদও হয় তবু তাকে দেখতে চাই আমি।'

'হতভাগ্য মঁশিয়ে অগাষ্ট,' ব্রিজিত বলল,' 'হেঁটেই চলেছে সে। এখন সে মাঝপথে।'

'গির্জার ঘড়িতে আটটার ঘণ্টা বাজছে,' আতঙ্কে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন কাউন্টেস্।

এখন কাউন্টেসের ভয় হতে লাগল। তিনি যেন এঘরে যতটুকু সময় থাকা তাঁর উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি সময় থেকে গেছেন। এ ঘরের সব কিছুই তাঁর সন্তানের জীবনের সাক্ষী যেন। তিনি বিশ্বাস করেন তাঁর সন্তান এখনও জীবিত। তিনি নিচে নেমে গেলেন। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগে সিঁড়ির থামের পাশে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নৈঃশব্দ ভাঙছে কিনা শুনতে চেষ্টা করলেন। ব্রিজিতের স্বামীকে দেখে থামলেন কাউন্টেস্। সান্ত্রীর মতো প্রহরারত সে। মনে হচ্ছে শহরের চৌরাস্তা থেকে রাত্রির শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ সে এবং তাই স্তব্ধবাক। কাউন্টেস্ ছেলেকে সর্বত্র এবং সব কিছুর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। শীঘ্রই তিনি ঘরে ফিরে এলেন এবং মুখে খুসির ভাব আভাসিত করে লোত্তো খেলতে স্বরু করে দিলেন ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু মাঝে মাঝে অসুস্থতার অনুযোগ করলেন এবং চুল্লীর পাশে আরাম কেদারায় বসে পড়লেন।

মাদাম দ্য দেইএর গৃহে লোকগুলির ব্যবহার এরকমই ছিল, আর ব্যাপারটাও চলছিল এরকমই। ঠিক সেই সময়েই পারি থেকে শেরবুর্গের পথ দিয়ে বাদামী 'কারমানিয়ল' পোশাক পরিহিত এক যুবক কারেঁতাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সে সময়ে এ পোশাক ছিল বাধ্যতামূলক। ১৭৯৩ সালের আগষ্টে যখন বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তির আইন চালু হল তখন সামান্যতম শৃঙ্খলাও কোথাও ছিল না। সে মুহূর্তে সৈনিকদের পক্ষে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল রিপাব্লিক তা দিতে পারল না। তাই রাস্তাঘাটে সৈনিকদের সাধারণ নাগরিকের পোশাকে দেখা বিরল ঘটনা ছিল না। এই যুবকেরা আশ্রয় স্থানে সৈন্যবাহিনীর বহু আগেই পৌঁছে যেত অথবা সেনাবাহিনীর

পেছনে পড়ে থাকত; কারণ তাদের অগ্রগতি নির্ভর করত দীর্ঘ পদযাত্রার শ্রান্তি বহন করার ক্ষমতার উপর। এই যুবক পথিকটি শেরবুর্গ অভিমুখী সেনাবাহিনী থেকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে। শেরবুর্গের মেয়র সেনাবাহিনীর শহরে প্রবেশের আশায় প্রতিমুহূর্ত প্রতীক্ষমান। কারণ সৈনিকদের স্থানীয় নাগরিকদের ঘরে ঘরে বাসের ব্যবস্থা করে দিতে চান তিনি। যুবকটি ভারী পদক্ষেপ ফেলে হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু তার চলার মধ্যে কোন অস্থিরতার ভাব নেই। তার ব্যবহার ইঙ্গিত করছে সামরিক জীবনের কষ্টকর দিকটির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত সে। কারেঁতাঁর চারপাশের প্রান্তর চন্দ্রালোকে আলোকিত। সে দেখল বড় বড় সাদা মেঘের আনাগোনা আকাশে। সমগ্র স্থান জুড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা বুঝতে পারল সে। সম্ভবত ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাবার ভয় তাকে দ্রুত পা চালাতে বাধ্য করল, কারণ সে যে গতিতে হাঁটছিল তা তার ক্লান্তির পক্ষে সুবিধেজনক ছিল না। তার পিঠের ওপর ঝোলানো ছিল একটা শূন্যপ্রায় থলে। হাতে তার কাঠের লাঠি, পথিপার্শ্বস্থ উচ্চ ও ঘন ঝোপ থেকে কেটে নিয়েছে সে এ লাঠি। এ ধরণের গাছ লোয়ার নরম্যাণ্ডির বিভিন্ন স্থানে প্রায় চোখে পড়ে। মুহূর্তকাল পরে নিঃসঙ্গ পথিক চন্দ্রালোকের ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে কারেঁতাঁর উন্নত গৃহশীর্ষগুলি দেখতে পেল। শহরে প্রবেশ করল সে। তার পদশব্দ নিস্তব্ধ জনশূন্য পথে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। কর্মরত এক তাঁতিকে জিজ্ঞেস করল সে মেয়রের বাড়ী যাওয়ার পথ। মেয়রের বাড়ী বেশিদূর নয়। সৈনিকটি শীঘ্রই মেয়রের বাড়ীর তোরণে পৌঁছে গেল। আবেদন করল সে বাসস্থানের নির্দেশপত্রের জন্য এবং অপেক্ষা করে বসে রইল একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর। কিন্তু মেয়র তাকে ডেকে পাঠালেন। মেয়রের সামনে উপস্থিত হয়ে নানা সন্দিগ্ধ প্রশ্নের সম্মুখীন হল সে। যুবক সৈনিকটি দেখতে শুনতে ভাল। মনে হয় সম্ভ্রান্ত ও সৎ পরিবারের সন্তান সে। সে যে অভিজাত বংশের সন্তান তার ব্যবহারে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার মুখের ভাবে এমন একটা বুদ্ধির ছাপ আছে যা সৎ শিক্ষার ফলেই অর্জন করা সম্ভব।

'আপনার নাম কি?' যেন চিনতে পেরেছেন এমন ভাব দেখিয়ে ছেলেটির দিকে তাকালেন মেয়র।

'জুলিয়েন জ্যাসিয়েন', উত্তরে বলল যুবক সৈনিক।

'কোথেকে আসছেন আপনি?' অবিশ্বাসের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন রাজ কর্মচারীটি।

'পারি থেকে।'

'আপনার সঙ্গীরা নিশ্চয় অনেক দূরে পড়ে গেছে,' নরম্যান ভদ্রলোকটি একটু মস্করা করে বললেন যেন।

'সেনা-বাহিনী থেকে আমি তিন মাইল এগিয়ে এসেছি।'

'সন্দেহ নেই কোন বিশেষ আবেগানুভূতি আপনাকে কার্যেতাঁয় টেনে নিয়ে এসেছে,' ধূর্ততার সঙ্গে বললেন মেয়র।

'ঠিক আছে,' বললেন মেয়র। কথা বলতে উদ্যত যুবককে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'কোথায় আপনাকে পাঠাতে হবে তা আমরা জানি। এই যে, নিন,' হাতে নির্দেশপত্রটি তুলে দিতে দিতে বললেন, 'আপনি যেতে পারেন সিটিজেন জ্যাসিয়েন।'

মাদাম ত্ব দেই-এর বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে নির্দেশপত্রটি যুবকের হাতে তুলে দিলেন মেয়র। শেষ দু'টি কথা উচ্চারণ করার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন সামান্য শ্লেষের ভাব ধ্বনিত হল। যুবকটি একটা কৌতুহলের ভাব নিয়ে ঠিকানাটি পড়ল।

'ও বেশ জানে যে বেশিদূর ওকে যেতে হবে না। বাইরে নেমেই সে চৌরাস্তায় গিয়ে পৌঁছবে,' যুবকটি বেরিয়ে যাবার পর নিজেকেই যেন বললেন মেয়র। 'ছেলেটির সাহস আছে বটে। ঈশ্বর ওকে যেন পথ দেখান। সব কিছুর উত্তর যেন ছেলেটির জানা আছে। তবে আমাকে না দেখিয়ে যদি ওসব কাগজপত্র অন্য কাউকে দেখাতো তবে ওর সর্বনাশ হয়ে যেতো।

সে মুহূর্তে কার্যেতাঁর ঘড়িতে ঠিক সাড়ে ন'টা বাজল। মাদাম ত্ব দেই-এর পাশের ঘরে মশাল জ্বালানো হয়েছে। ভৃত্যরা তাদের নিজের প্রভু ও প্রভুপত্নীদের জুতো, ওভারকোট অথবা ওড়না পরতে সাহায্য করছে। তাস খেলোয়াড়েরা হিসেবপত্র পরিষ্কার করে নিয়েছেন। ক্ষুদ্র শহরের তদানীন্তন প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সবাই এক সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

'দেখে মনে হচ্ছে পাব্লিক প্রসেকিউটরের যেন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে,' বললেন এক মহিলা। বিদায়কালের সব আচরণবিধি পালন শেষ হলে পর যখন সবাই চৌরাস্তায় গিয়ে নিজ নিজ বাড়ীর পথ ধরলেন তখন মহিলাটি লক্ষ্য করলেন সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটি তাঁদের মধ্য থেকে বেপাত্তা।

অনেকক্ষণ পর ভীতিপ্রদ নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে অবশেষে বললেন ভদ্রলোকটি, 'রিপাব্লিকের আইনকানুনগুলি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখতে আমি এসেছি।'

মাদাম ত্ব দেই কেঁপে উঠলেন।

'আমার কাছে প্রকাশ করার কিছু কি নেই আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না', আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলেন কাউন্টেস্।

'মাদাম', কাউন্টেসের পাশে বসে পড়ে পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে বললেন তিনি, 'এই মুহূর্তে একটি শব্দ আমাকে বা আপনাকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আমি আপনার চরিত্র, অনুভূতি এবং ব্যবহার অত্যন্ত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি। এই সন্ধ্যায় অতিথিদের মধ্যে যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে আপনি সমর্থ হয়েছেন আমি তার অংশীদার হতে পারি না। আমার আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে আপনি আপনার পুত্রের প্রতীক্ষায় আছেন।'

কাউন্টেস্ অস্বীকারের ভাব দেখালেন, কিন্তু তাঁর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল। স্থৈর্যের ভান করার যে প্রয়োজন তিনি বোধ করছিলেন তারই ভারে তাঁর মুখের পেশী সঙ্কুচিত হল।

'বেশ, তাকে বাড়ীতে গ্রহণ করুন,' বিপ্লবী ম্যাজিস্ট্রেট বলতে লাগলেন, 'কিন্তু সকাল সাতটার পর তাকে বাড়ীতে থাকতে দেবেন না। আগামীকাল ভোরে এসে আমি একটা অভিযোগপত্র পাঠ করব। ওটা আমিই লিখেছি…'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে কাউন্টেস তাকালেন ভদ্রলোকটির দিকে। এ দৃষ্টি এমনকি বাঘেরও হৃদয় বিগলিত করতে পারতো।

ম্যাজিস্ট্রেট বলতে লাগলেন, 'কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে আমি এই অভিযোগের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করব। আমার রিপোর্টের গুণে আপনি ভবিষ্যতে সব সন্দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। রিপোর্টে আমি বলব আপনার স্বদেশ প্রেমের কথা, নাগরিক হিসেবে আনুগত্যের কথা। আর এতে আমরা সবাই রক্ষা পেয়ে যাব।'

মাদাম স্ত দেই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, কিন্তু তাঁর মুখ জ্বলছিল, জিব যেন ঠাণ্ডায় জমে গেছে ওঁর। বাইরের দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল বাড়ীর মধ্যে।

'আঃ' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ভীত সন্ত্রস্ত মা বলে উঠলেন, 'ওকে বাঁচান, ওকে বাঁচান।'

'হ্যাঁ, ওকে আমাদের বাঁচাতে হবে।' কাউন্টেসের দিকে তাকিয়ে আবেগ-ব্যগ্র পাব্লিক প্রসেকিউটর উত্তর দিলেন। 'এমন কি আমাদের জীবন দিয়ে হলেও ওকে বাঁচাব আমরা।'

'আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল,' পাব্লিক প্রসেকিটর ওঁকে উঠতে সাহায্য করতে গেলে চেঁচিয়ে বললেন কাউন্টেস।

'আঃ মাদাম,' সুন্দর বক্তৃতার ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, 'কোন কিছুর জন্যই আমার কাছে ঋণী হতে হবে না আপনাকে···কিন্তু শুধু আপনার জন্যই···'

'মাদাম, সে···'গৃহকর্ত্রী একা আছেন মনে করে বললো ত্রিজিত।

বৃদ্ধা পরিচারিকার আনন্দ উদ্ভাসিত মুখটি পাব্লিক প্রসেকিউটরকে দেখে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'কে সে ত্রিজিত?' নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ম্যাজিস্ট্রেট যেন সবটাই তাঁর জানা।

'এখানে থাকার জন্য মেয়র একজন সৈনিককে পাঠিয়েছেন,' এই বলে সে নির্দেশপত্রটি দেখিয়ে দিল।

'ঠিক আছে,' নির্দেশপত্রটি পড়ে বললেন পাব্লিক প্রসেকিউটর। 'আজ রাতে শহরে একদল সৈনিক আসার কথা।' এই বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সে মুহূর্তে কাউণ্টেসের প্রাক্তন আইন পরামর্শদাতার সততার ওপর বিশ্বাস তাঁর এত প্রয়োজন ছিল যে—সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহও জাগল না তাঁর। যদিও তাঁর দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত নিঃশেষিত তবু দ্রুত দোতলায় ছুটে গেলেন তিনি। শোবার ঘরের দরজা খুলে দেখলেন নিজের পুত্রকে এবং প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'আমার খোকা, খোকা আমার', বলে কেঁদে উঠলেন। আবেগান্বিত চুম্বনে তাকে অভিভূত করে ফেললেন তিনি।

'মাদাম', অপরিচিত যুবকটি ডাকল।

'সে নয়? অন্য লোক?' বলে উঠলেন কাউণ্টেস। ভয়ে ত্রাসে সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন তিনি। সৈনিকের সম্মুখে দাঁড়ালেন, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন তার দিকে।

'হায় ঈশ্বর, চেহারার কি আশ্চর্য মিল!' ত্রিজিত বলল।

এক মুহূর্ত স্তব্ধতা। মাদাম দ্য দেইকে দেখে অপরিচিত যুবকটিও কেঁপে উঠল।

ভারসাম্য রক্ষার জন্য তিনি ত্রিজিতের স্বামীর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। অনুভব করলেন তিনি দুঃখের পূর্ণ ব্যাপ্তি; এই প্রথম আঘাতটি তাঁকে প্রায় মৃত্যু মুখেই ঠেলে দিয়েছিল। 'মঁশিয়ে', বললেন কাউণ্টেস, আপনার দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। আমার পরিবর্তে যদি আমার ভৃত্যরা আপনার দেখাশোনা করে তবে আশা করি আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না।'

ব্রিজিত ও বৃদ্ধ ভৃত্যটি তাঁকে প্রায় বহন করে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে এলো।

'মাদাম, কি বলছেন আপনি!' তাকে বসতে সাহায্য করে বলল পরিচারিকা। 'ভদ্রলোক কি মঁশিয়ে অগাষ্টের বিছানায় শোবেন, মঁশিয়ে অগাষ্টের চটি পরবেন, তার জন্য যে খাবার তৈরী করেছেন তাই খাবেন? আমাকে গিলোটিনে পাঠালেও...।'

'ব্রিজিত' মাদাম দ্য দেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

ব্রিজিত আর কোন কথা বলল না।

'চুপ কর, বাচাল কাঁহাকাঁ', নিচু স্বরে বলল ওর স্বামী। 'তুই-ই মাদামকে মারবি দেখছি।'

সে সময় সৈনিকটি টেবিলে বসতে গিয়ে ঘরে একটা হট্টগোল সৃষ্টি করে বসল।

'এখানে আর থাকতে পারছি না আমি', মাদাম দ্য দেই বলে উঠলেন। 'বাগানে যাই, রাত্রে বাইরে কি ঘটছে ওখান থেকে ভালভাবে শোনা যাবে।'

পুত্র হারানোর ভয় ও তার প্রত্যাবর্তন এই দুইএর মধ্যে দুলছিল তাঁর মন। রাত্রির নৈঃশব্দ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্ত সৈনিকের দলটি যখন শহরে প্রবেশ করল এবং তাদের প্রত্যেকে রাত্রির আশ্রয়ের নির্দেশনামা পেল তখন তা কাউণ্টেসের কাছে দুঃসময়ই হয়ে উঠল। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি শব্দ কাউণ্টেসের আশাগুলিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। শীঘ্রই প্রকৃতির ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ আবার ফিরে এলো। সকালের দিকে তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। ব্রিজিত গৃহকর্ত্রীর গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখছিল। সে কিন্তু কাউণ্টেসের বেরিয়ে আসা দেখতে পেল না। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল সে, দেখল কাউণ্টেসের নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে।

'মঁশিয়ে অগাষ্টের ঘরে পোশাক পরতে পরতে এবং পায়চারি করতে করতে সৈনিকটি এমনভাবে 'মার্সেলিজ' (ফরাসী রিপাব্লিকের জাতীয় সঙ্গীত) গাইছিল, যেন সে আস্তাবলে আস্তানা গেড়েছে। কাউণ্টেস নিশ্চয় তা শুনেছেন আর তাই তাঁর মৃত্যুর কারণ' ব্রিজিত বলে উঠল।

কাউণ্টেসের মৃত্যু অবশ্য আরও মারাত্মক আবেগের কারণে ঘটেছে এবং সম্ভবত একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন তার কারণ। কারেঁতাঁয় যখন মাদাম দ্য দেই মৃত্যুমুখে তখনই তাঁর পুত্রকে লে মোরবিহানে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল। সহমর্মিতা দূরত্বের বিধিও লঙ্ঘন করে থাকে। সহমর্মিতা সম্পর্কে যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে তার সঙ্গে আমরা এই দুঃসময়ের ঘটনাটি

যোগ করে দিলাম।* কোন কোন নিঃসঙ্গ পণ্ডিত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এ ঘটনা সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। একদিন হয়তো এটা নতুন কোন বিজ্ঞানের ভিত্তি হয়ে উঠবে—যে বিজ্ঞান এ যাবৎ তার প্রতিভাবান মানুষদের সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

[১৮৩১]

পার্স

সময়টা তখন আর দিন নয়, কিন্তু রাতও তখন নামেনি। উদার মেজাজের লোকের পক্ষে এ সময়টা অত্যন্ত প্রীতিকর। গোধূলির আলো কোমল রঙ ছড়ায় অথবা তার বিচ্ছুরিত আশ্চর্য আলো এসে পড়ে সব কিছুর ওপর। এ পরিবেশ মানুষকে চিন্তামগ্ন হতে উৎসাহিত করে। আর এই মগ্নতা অস্পষ্টভাবে আলো আঁধারির খেলায় মিশে যায়। এসময় যে নৈঃশব্দ নেমে আসে তা মুহূর্তটিকে বিশেষ করে শিল্পীদের কাছে প্রিয় করে তোলে। তাঁরা চিন্তামগ্ন হন, কাজ ছেড়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ান (তখন আর কাজ করতে পারেন না তাঁরা), ক্যানভাসের ছবি দেখে বিচার করে তার ওপর মন্তব্য করেন। শিল্পের বিষয় ও তত্ত্ব দিয়ে নিজেদের উত্তেজিত করে তোলেন। ভাবের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রতিভাব অন্তর্দৃষ্টিতে হঠাৎ ঝলকে ওঠে। কাব্যময় কল্পনার মুহূর্তে কোন ব্যক্তি চিন্তামগ্ন হয়ে যদি না কিছু সময় বন্ধুর পাশে উপস্থিত থাকে তবে তার পক্ষে এই অনির্বচনীয় শুভময়তার অর্থ বোঝা কঠিন হবে। বিষয়বস্তুকে বাস্তব করে তোলার জন্য শিল্পীরা যে বাহ্যিক কৌশলগুলি অবলম্বন করে থাকেন এই অস্পষ্ট আলোতে তা অন্তর্হিত হয়। যদি কেউ ছবির দিকে তাকান তবে দেখতে পাবেন আঁকা মানুষগুলি মনে হবে যেন কথা বলছে, হাঁটছে। ছায়াগুলি হয়ে উঠেছে বাস্তব ছায়া, দিনের আলো যেন হয়ে উঠেছে প্রকৃতই দিনের আলো। শরীর জীবন্ত, চোখগুলি চঞ্চল। ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে রক্ত আর পোশাক আশাকগুলি জল্ জল করছে। প্রতিটি অংশকে স্বাভাবিক করে তোলাতে সাহায্য করে কল্পনা, সে শুধু দেখে সৌন্দর্যের কারুকলা। সেই মুহূর্তে মায়ার প্রাধান্য চূড়ান্ত, হয়তো তা রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে আসে। আমাদের চিন্তাভাবনার পক্ষে মায়া কি একধরণের রাত্রি নয়? এক ধরণের স্বপ্নঋদ্ধ রাত্রি? মায়া তখন পাখা ছড়ায়, আত্মাকে নিয়ে যায় অবাস্তব কল্পনার জগতে—এমন একটি জগতে যা খেয়ালী এবং বিলাসী কামনাগুলির দ্বারা সমৃদ্ধ। সে জগতে শিল্পীরা বিস্মৃত হন বাস্তব পরিবেশ—বিস্মৃত হন গতকাল, আগামীকাল, ভবিষ্যতকে, এমন কি তার ভাল বা মন্দ যন্ত্রণাকেও।

এই যাদুময় মুহূর্তে একজন প্রতিভাবান শিল্পী মইয়ের একেবারে উচ্চতম ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল। এই যুবক শিল্পের মধ্যে শুধু শিল্পকেই দেখতে পায়।

সে ছবি আঁকছিল এক বিশাল ও উন্নত ক্যানভাসে। ক্যানভাসের বিশালতার জন্য মই ব্যবহার করতে হচ্ছিল। ছবিটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নিজের কাজের দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সৎ বিশ্বাসে প্রশংসা করতে করতে তার চিন্তা মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছিল। এমন একটা ভাবনায় সে মগ্ন ছিল যা আত্মাকে উন্নত ও আনন্দময় করে তোলে, মুগ্ধ এবং শান্ত করে। তার দিবাস্বপ্ন বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলছিল। এদিকে রাত নামল। নিচে নেমে আসা মনস্থ করছিল সে কিংবা মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে মনে করে ভুল পা ফেলেছিল এ অবস্থায় দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে সে কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু সে মেঝেতে পড়ে গেল। ওর মাথা একটা টুলে গিয়ে ধাক্কা খেল; ফলে জ্ঞান হারাল সে। এভাবে নিঃসাড়ে কতক্ষণ পড়েছিল সে তা জানে না। যে বিমূঢ়ভাব মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল সে তার থেকে তাকে জাগিয়ে তুলল একটা কোমল কণ্ঠস্বর। চোখ খুললে একটা উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি ওর চোখে এসে পড়ল, তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। কিন্তু ওর ইন্দ্রিয়ের ওপর যে পর্দা নেমে এসেছে তার ভেতর দিয়ে সে শুনতে পেল দু'টি লোকের চুপিসাড়ে কথা বলার শব্দ এবং অনুভব করল সে দু'টি কোমল ভীরু হাত ওর মাথাটি ধরে রেখেছে। শীঘ্রই ওর চেতনা ফিরে এলো এবং পুরোনো হ্যারিকেনের আলোয় সে দেখল একটি অতি সুন্দরী মেয়ের শীর্ষদেশ। এরকমটি সে কখনও দেখেনি। এমন মাথা শিল্পীর তুলির প্রেরণা যোগায়। কিন্তু ওর কাছে এই মাথাটি যেন আদর্শ সৌন্দর্যের তত্ত্বগুলিকে বাস্তব করে তুলল। এই আদর্শ সৌন্দর্যের তত্ত্বগুলি প্রত্যেক শিল্পী নিজের জন্য সৃষ্টি করে থাকে এবং এগুলি তার প্রতিভার উৎস। অপরিচিত মেয়েটির মুখ সুদৃশ্য ও সূক্ষ্ম ধরনের প্রথম স্কুলের ছবির মতো। ওই মুখে এমন একটা কাব্যিক সুষমা আছে যা জিরোদের কাল্পনিক মুখগুলিতে দেখা যায়। মেয়েটির কপালের মসৃণ ভাব, সামঞ্জস্যপূর্ণ ভ্রূযুগল, মুখাবয়বের শুদ্ধতা তার সমগ্র আকৃতির মধ্যে এমন একটা পবিত্রতার স্পষ্ট ছাপ এনে দিয়েছে যে সে হয়ে উঠেছে একটা নিখুঁত সৃষ্টি। তার শরীর নমনীয় ও কৃশ, শরীরের বৈচিত্র্যময় রেখাগুলি সূক্ষ্ম। মেয়েটির পোশাক যদিও সরল ও পরিচ্ছন্ন তা কিন্তু সম্পদের পরিচয় দিচ্ছে না, দারিদ্র্যেরও না। চেতনায় ফিরে আসার পর শিল্পী বিস্মিত দৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রশংসার ভাব প্রকাশ করে ফেলল এবং থতমত খেয়ে অসংলগ্ন ধন্যবাদ উচ্চারণ করল। সে দেখল ওর কপাল রুমাল দিয়ে চেপে রাখা হয়েছে। স্টুডিওর বিশেষ গন্ধ সত্ত্বেও সে টের পেল ইথারের তীব্র গন্ধ। ওকে চেতনায় ফিরিয়ে আনার জন্য নিশ্চয় এটা ব্যবহার করা হয়েছে। অবশেষে এক বৃদ্ধাকেও

দেখল সে। তাঁকে দেখে চতুর্দশ লুই-এর আমলের মার্কুইস পত্নী বলে মনে হয়। হাতে আলো ধরে অপরিচিত মেয়েটিকে উপদেশ দিচ্ছিলেন তিনি।

পতনের ফলে শিল্পীর চিন্তাগুলো তখনও এলোমেলো অবস্থায় ছিল। এক প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলল, 'মঁশিয়ে, আমি ও আমার মা আপনার মেঝেতে পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিলাম। আমরা যেন কাতর গোঙানীর শব্দও শুনেছিলাম মনে হল। পড়ে যাওয়ার পর এমন একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। তাই উপরে উঠে এসেছি। দরজার কাছেই চাবিটা পেয়ে গেলাম। সৌভাগ্যবশত ঘরে ঢোকার স্বাধীনতা আমরা নিয়েছিলাম। দেখলাম আপনি মেঝেতে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন। মা কম্প্রেস করে আপনার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনতে গেলেন। আপনি কি মাথায় আঘাত পেয়েছেন? কোথায়—এখানে? আপনি কি ব্যথা অনুভব করতে পারছেন?'

সে বলল,' 'হ্যাঁ, এখন পারছি।'

বৃদ্ধা মা যোগ করলেন, 'মারাত্মক কিছু নয়। ভাগ্য ভাল যে আপনার মাথা এই মূর্তিটায় ধাক্কা খেয়েছিল।'

'এখন আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি,' চিত্রশিল্পী বলল, 'বাড়ী যাবার জন্য আমার শুধু একটা গাড়ীর প্রয়োজন। দারোয়ান গাড়ী ডেকে দিতে পারবে।'

দুই অপরিচিত মহিলাকে সে আবার ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল কিন্তু বৃদ্ধা মহিলাটি ওর প্রতিটি কথায় বাধা দিয়ে বললেন 'মঁশিয়ে, আগামীকাল আপনি নিশ্চয় শরীরে জোঁক লাগাবেন কিংবা কিছু রক্ত বার করে দেবেন। কয়েক গ্লাস বলকারক পানীয় খেয়ে নেবেন। ভাল করে নিজের যত্ন নিন। এরকম পড়ে যাওয়া ভাল নয়।'

মেয়েটি লুকিয়ে লুকিয়ে শিল্পী ও ষ্টুডিওর ছবিগুলি দেখছিল। তার মুখের ভাব ও দৃষ্টি অত্যন্ত ভদ্র। তার কৌতূহলকে মনে হচ্ছিল যেন অন্যমনস্কতা, চোখ দুটিতে প্রকাশ পাচ্ছিল এমন একটা আগ্রহ মানুষের দুর্ভাগ্যের সময় নারীমাত্রের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে যা দেখা দেয়। দুই মহিলা যন্ত্রণাকাতর শিল্পীর সামনে ভুলে গেল শিল্পীর ছবিগুলিকে। শিল্পী নিজের অবস্থা সম্পর্কে তাদের নিশ্চিন্ত করলে পর তারা ওর দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই তাকানোর মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা ছিল, কিন্তু তার মধ্যে অতিরঞ্জন বা অন্তরঙ্গতার ভাব ছিল না। তারা জিজ্ঞেস করল না কোন অশোভন প্রশ্ন, তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য শিল্পীকেও উৎসাহিত করল না। তাদের

ব্যবহারের মধ্যে ছিল নিখুঁত সরলতা ও সৎ রুচির ছাপ। প্রথমে তাদের উদার সরল ব্যবহার শিল্পীর ওপর সামান্যই প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু পরে যখন সে স্মরণ করল দুর্ঘটনার সমগ্র পরিস্থিতি তখন এই ব্যবহার তার কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল। শিল্পীর ষ্টুডিওর ঠিক নিচের তলায় এসে বৃদ্ধা মহিলাটি খুব আস্তে বললেন, 'আদেলেদ্, দরজা খুলে রেখে এসেছো তুমি।'

'আমাকে সাহায্য করার জন্যই ওটা করা হয়েছে,' স্মিত হেসে কৃতজ্ঞ চিত্তে বলল শিল্পী।

'মা, তুমি তো একটু আগেই নিচে নেমেছিলে,' লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল মেয়েটি।

'আমরা কি আপনার সঙ্গে নিচে নামব?' মা শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সিঁড়িতে বড্ড অন্ধকার।'

'কোন প্রয়োজন নেই, মাদাম। আপনাদের ধন্যবাদ, আমি এখন বেশ ভাল বোধ করছি।'

'সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে নামবেন।'

দুই মহিলা সিঁড়ির সামনে আলো ধরে দাঁড়িয়ে রইল, শুনতে লাগল যুবকটির পদক্ষেপের শব্দ।

পাঠক এখন বেশ বুঝতে পারছেন শিল্পীর পক্ষে কি রকম বিস্ময়কর এবং অপ্রত্যাশিত ছিল সেই ঘটনা। এ প্রসঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে মাত্র কয়েকদিন আগে বাড়ীর এই চিলেকোঠায় ষ্টুডিয়ো সরিয়ে নিয়ে এসেছে শিল্পী যুবকটি। বাড়ীটি রূ দ্য স্যুরেনের সবচেয়ে অন্ধকার এবং ফলে কর্দমময় অংশে অবস্থিত। ফ্ল্যাট বাড়ীটি থেকে কিছু দূরে রূ দ্য শাঁজেলিজের বিপরীত দিকে মাদ্‌লেন গির্জা রয়েছে দাঁড়িয়ে। প্রতিভা দিয়ে যে খ্যাতি সে অর্জন করেছে তাতে সে হয়ে উঠেছে ফ্রান্সের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী। সুতরাং এখন সে আর অভাবী লোক নয়। ওর নিজের কথায় দারিদ্র্যের শেষ দিনগুলি সে উপভোগ করে নিচ্ছে। শহরতলীর ষ্টুডিওর ভাড়া যদিও ওর স্বল্প আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তবু দীর্ঘ পথচলা এবং সময় অপচয় এড়িয়ে সে নিজের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করে। প্রতিদিন এই ইচ্ছা নতুন করে জাগে ওর মধ্যে। সময় ওর কাছে মহামূল্যবান এখন। ইপোলিৎ শিনার যদি নিজের পরিচয় জানায় তবে সে যে সবার মধ্যে ঔৎসুক্য জাগাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের জীবনের গোপনীয়তাকে এমন লঘুভাবে জানাতে চায় না সে। দরিদ্র মায়ের সে আদরের সন্তান। খুব কষ্টের মধ্যে মা ওকে মানুষ করেছেন। আলসেসীয় কৃষকের মেয়ে মিস শিনার বিয়ে করেন নি। এক ধনবান ব্যক্তি অল্প বয়সে

তাঁর কোমল হৃদয়টিকে নিদারুণভাবে ভেঙে চূর্ণ করে দেয়। এই লোকটি প্রেমের ব্যাপারে কোন দ্বিধা সংকোচ পোষণ করেন না। প্রস্ফুটিত যৌবনের প্রারম্ভকালে জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়ে নিজের হৃদয় ভেঙে এবং সুন্দর স্বপ্নগুলি বিসর্জন দিয়ে তিনি মোহভঙ্গজনিত কষ্ট পেয়েছিলেন। সে মোহভঙ্গ হয়েছিল এত ধীরগতিতে কিন্তু তবু এত দ্রুত! কারণ যতক্ষণ সম্ভব আমরা মন্দকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু তবু মনে হয় তা কত সত্বর চলে আসে। তাঁর মোহভঙ্গের দিনটি একটা সমগ্র শতাব্দীর ভাবনার ফল যেন: এটা আবার নৈতিক ভাবনা ও সমর্পণের দিনও। যে লোকটি তাঁকে প্রতারণা করেছে তার কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতে অস্বীকার করলেন তিনি। তারপর সোসাইটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন, নিজের দুর্বলতাকে জয়ে পরিণত করলেন। মগ্ন হলেন তিনি মাতৃস্নেহে। সামাজিক জীবনে যে আনন্দ থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন তার পরিবর্তে স্নেহের মধ্যেই তা পেতে চাইলেন। সন্তানই তাঁর যথাসর্বস্ব মনে করে গতরে খেটেই নিজের ভরণপোষণ চালাতে লাগলেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁর সুদীর্ঘ দরিদ্র জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনের ফল তিনি পেয়েছিলেন। গত প্রদর্শনীতে তাঁর পুত্র 'লিজিয়ন অব অনার' এর ক্রশ পাওয়ার সম্মান অর্জন করেছে। এই অজানা প্রতিভার পক্ষে সংবাদপত্রগুলি অকৃত্রিম প্রশংসায় সোচ্চার। শিল্পীগোষ্ঠী শিনারকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে স্বীকার করেছে। ছবির ডিলারেরাও সোনার দামে কিনে নিচ্ছেন ওর ছবি। পঁচিশ বছর বয়সে ইপোলিৎ শিনার সমাজে তার মায়ের স্থান কোথায় তা বুঝতে পেরেছে। মা ওর মধ্যে কিছু নারীসুলভ অনুভূতি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। যে আনন্দ থেকে সমাজ তার মাকে বঞ্চিত করেছে সেই আনন্দ সে আবার মায়ের জন্য ফিরিয়ে আনতে চায়। তাই সে মায়ের জন্য বাঁচে, আশা করে ওর খ্যাতি ও সম্পদ তাঁকে সমৃদ্ধ ও সুখী করবে, নিজেকে সম্মানিত ও খ্যাতিমান ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখে সুখী হবেন তিনি। এইসব ভেবেচিন্তে শিনার সম্মানিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে তার বন্ধুদের নির্বাচিত করেছে। সামাজিক নির্বাচনেও এই পার্থক্য সৃষ্টি করে সে আরও উন্নত স্থানে নিজেকে তুলে নিয়ে যেতে চায়, ওর প্রতিভা ওকে যেখানে তুলেছে তার চেয়ে আরও উঁচুতে। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে যে কাজে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, যে কাজ ওকে বাধ্য করেছে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে (নিঃসঙ্গতা মহৎ চিন্তার উৎস) সেই কাজ ওর মধ্যে একটা আশ্চর্য বিশ্বাস সঞ্চারিত করে দিয়েছে। এই বিশ্বাস ওর প্রথম যৌবনের অলঙ্কার স্বরূপ। বিনয়ের সহস্র গুণাবলী, তার আনন্দ হিল্লোলিত হৃদয়, কাব্য, পবিত্র আশা যুবকটিকে সবার চেয়ে আলাদা

একটা বিশিষ্টতা দান করেছে। এগুলি সুসভ্য মানুষের কাছে মূল্যহীন মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলি সরল বলেই অত্যন্ত গম্ভীর। এই নম্র বিনীত ভাব সে আয়ত্ত করেছে, এটা যেন ওর চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। যাঁরা এই গুণাবলী বুঝতে পারেন না তাঁরাও এগুলির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন না। ওর শরীর বেশ মজবুত। কণ্ঠস্বর যেন হৃদয় থেকে উৎসারিত ওর; তাই অন্যদের মধ্যে তা মহৎ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। স্বরের বিশেষ সরলতার জন্য তা প্রকৃত বিনয়েরই নির্দেশ করে। ওর সঙ্গে দেখা হলে নৈতিকতার কোন এক আকর্ষণে আপনি ওর প্রতি আকৃষ্ট হবেন। সৌভাগ্য-বশত বৈজ্ঞানিকেরা এখনও এটা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হন নি। তাঁরা হয়তো এর মধ্যে কোন রাসায়নিক তড়িৎতত্ত্বের সন্ধান পাবেন; কিংবা পাবেন কোন তরল পদার্থের সক্রিয়তা অথবা অন্য কিছু। আমাদের অনুভূতিকে ওঁরা প্রকাশ করবেন অম্লজান ও তড়িতের অনুপাতের ফরমূলা দিয়ে।

দারোয়ানকে গাড়ীর জন্য রু দ্য লা মাদ্‌লেনে পাঠাবার পর তার স্ত্রীকে যে দুজন মহিলা ইপোলিতের কাছে নিজেদের হৃদয় উন্মোচিত করেছে সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কেন জিজ্ঞেস করল না সে—এই দীর্ঘ বর্ণনা হয়তো আত্মবিশ্বাসী এবং পোশাকদুরস্ত ভদ্রলোকদের তা বুঝতে সাহায্য করবে। যদিও তার দুর্ঘটনা ও পাঁচতলার বাসিন্দাদের অনুগ্রহপূর্ণ পরিচর্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে সে শুধু 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলে উত্তর দিল—এই পরিস্থিতিতে এটা নিতান্তই স্বাভাবিক—তবু শিনার তাকে তার দারোয়ান গিন্নীসুলভ স্বজ্ঞার অনুসরণ থেকে বিরত করতে পারল না। নিজের দৃষ্টিকোণ ও দারোয়ানের মতামত অনুযায়ী দারোয়ান গিন্নী তার সঙ্গে আলোচনা করল দুই মহিলাকে নিয়ে।

'ও,' বলল সে, 'ওঁরা নিশ্চয় মিস্ লেসেন্যুর ও তাঁর মা হবেন। চার বছর এখানে আছেন ওঁরা। কি করেন আমরা এখনও জানি না। সকালে একজন বয়স্ক আধ-কালা ভৃত্য আসে, দুপুর পর্যন্ত কাজ করে। লোকটি কথাবার্তা মোটেই বলে না। সন্ধ্যার সময় দু'তিনজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঠিক আপনার মতো সম্মান চিহ্ন পরে আসেন ওখানে। তাঁদের মধ্যে একজন আসেন গাড়ী ও ভৃত্য নিয়ে। লোকে বলে তাঁর আয় ষাট হাজার টাকা। ভদ্রমহিলার ফ্লাটে আসেন তাঁরা, প্রায় দিন বেশ রাত করে ফিরে যান। কিন্তু ম'শিয়ে, আপনার মতই ওঁরা নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটে। অত্যন্ত কম খরচে চলেন, খুব সামান্যই ওঁদের প্রয়োজন। বিল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওনা মিটিয়ে দেন। কিন্তু খুব অদ্ভুত কাণ্ড, ম'শিয়ে। মা ও মেয়ের পদবী কিন্তু এক নয়। উঃ, মিস্ যখন ত্যুইলারিস্-এ বেড়াতে বেরোন তখন কি যে সুন্দর দেখায়। যুবকেরা ওঁর পেছন না নিয়ে

পারে না। ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে উনি তো ঠিকই করেন। বাড়ীওলা কখনও তা পছন্দ…'

গাড়ী এসে গেছে। ইপোলিৎ আর কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করল না। সোজা বাড়ী ফিরল। বাড়ীতে ফিরে এসেই মাকে বলল এই এ্যাডভেঞ্চারের কথা। মা আবার ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন এবং পরের দিন ওকে ষ্টুডিওতে যেতে দিলেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হল, নানা রকম চিকিৎসা চলল। তিনদিন ইপোলিৎ বাড়ী থেকে বেরোল না। বাড়ীতে নির্জনে বন্দী থাকার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ার পরের ঘটনাগুলি টুকরো টুকরো ভেসে উঠল ওর কল্পনায়। অন্তরের গভীরের অস্পষ্ট দৃষ্টি থেকে মেয়েটির পূর্ণ চেহারা স্পষ্টাকারে ওর সামনে উপস্থিত হল। আর মায়ের জীর্ণ মুখখানি দেখতে পেল সে, অনুভব করতে পারল মেয়েটির হাতের স্পর্শ। এমন একটি মুখভঙ্গিমাও দেখল যা আগে ওর চোখে পড়েনি, কিন্তু এখন স্মৃতি তার নিখুঁত সৌন্দর্যটি বয়ে নিয়ে এলো। তাকানোর ভঙ্গি অথবা সুরেলা কণ্ঠস্বর স্মৃতির দূরত্বের জন্য হয়ে ওঠে আরও মনোরম; দীঘির জলে তলিয়ে যাওয়া বস্তুর মতো তারা হঠাৎ মনের উপরিতলে ভেসে ওঠে। তাই কাজ করার মতো অবস্থা ফিরে পেলে সে খুব সকাল সকালই রওনা হল ষ্টুডিওর দিকে। প্রতিবেশিনীদের বাড়ীতে যাওয়ার উৎসাহই এর কারণ নিঃসন্দেহে; যে ছবিটা আঁকছিল সে তার কথা প্রায় ভুলতে বসেছে এখন। সদ্যোজাত শিশু যেমন বস্ত্রাচ্ছাদন ফেলে দেয় আনন্দে তেমনি একটা আনন্দ সদ্যোজাত এই আবেগের মধ্যে আছে। যারা ভালবেসেছে তারাই শুধু এটা বুঝতে পারবে। সুতরাং কেউ কেউ বুঝতে পারবে কেন এই শিল্পী পাঁচতলার সিঁড়ি ধরে উঠতে আরম্ভ করল; তারাই শিল্পীর গোপন হৃদস্পন্দনের অংশীদার হয়ে উঠবে যে হৃদস্পন্দন মিস্ লেসেল্যুরের দরিদ্র ফ্ল্যাটের বাদামী দরজা দেখার পর অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছিল শিল্পীর হৃদয়ে। এই মেয়েটি যে মায়ের নাম নেয় নি তা যুবক শিল্পীর হৃদয়ে হাজার সহানুভূতির জন্ম দিল। ভাবতে ভাল লাগল তার মেয়েটি ও সে একই পরিস্থিতির শিকার। নিজের জন্মের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটিও তার মধ্যে দেখতে পেল সে। কাজ করতে করতে ইপোলিৎ প্রেমের চিন্তায় সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গেল। এত বেশি শব্দ করে কাজ করতে লাগল যে ওর ইচ্ছে সে যেমন ওদের কথা ভাবছে ওরাও ভাবুক তার কথা। বেশ রাত পর্যন্ত সে ষ্টুডিওতে থেকে গেল, সন্ধ্যার খাবারও খেয়ে নিল সেখানে। তারপর সাতটা নাগাদ সে নেমে এলো নিচে প্রতিবেশিনীদের ফ্ল্যাটে।

হয়তো শালীনতার খাতিরে সামাজিক আচার আচরণ আঁকিয়ে কোন

শিল্পীই প্যারিস কতিপয় নাগরিকদের প্রকৃত এবং অদ্ভুত গৃহস্থালীর রহস্যের মধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে সাহস করেন না। এই সব গৃহ থেকে বেরিয়ে আসেন এমন সব চটুপটে, এমন সব সুন্দর ফ্যাসানদুরস্ত, এমন সব চোখ ধাঁধাঁনো মহিলা আপাত দৃষ্টিতে দেখলে যাঁদের মনে হয় অত্যন্ত ধনী, কিন্তু তবু তাদের গৃহস্থালীতে সর্বত্র দেখা যায় ঐশ্বর্যের ভেঙ্গে-পড়া রূপ। যদি এই চিত্র অত্যন্ত বে-আব্রুভাবে আঁকা হয়ে থাকে এবং যদি তা আপনার পক্ষে ক্লান্তিকর মনে হয় তবে তার জন্য এই বর্ণনাকে দোষ দেবেন না; কারণ এই চিত্র এই গল্পেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কারণ প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটের চেহারা ইপোলিৎ শিনারের অনুভূতি ও আশা আকাঙ্ক্ষার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এ বাড়ীর মালিকের মধ্যে বাড়ীর উন্নতি ও সংস্কারের প্রতি একটা গভীর ও মৌলিক অনীহা ছিল। লোকটি সেই সব বাড়ীওলার একজন যারা প্যারিতে বাড়ীভাড়া দেওয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে এ লোকটির অবস্থান কৃপণ ও মহাজন শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে। তারা সবাই হিসেবী আশাবাদী ও অষ্ট্রিয়ার 'স্থিতাবস্থা'র প্রতি বিশ্বস্ত। আপনি যদি একটি কাবার্ড বা দরজা সংস্কার করার কথা বলেন, বলেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন ভেন্টিলেটারের কথা, তাহলে তাদের চোখে আগুন ছুটবে, সুপ্ত ক্রোধ জাগ্রত হবে। ভীত সন্ত্রস্ত অশ্বের মতো তারা পেছিয়ে যাবে। হাওয়া যদি চিমনী থেকে কয়েকটি টালি উড়িয়ে নিয়ে যায় তবে তারা পীড়িত হয়ে পড়ে। সারাতে হবে মনে করে তারা থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করে। ইপোলিতের ষ্টুডিও সংস্কারের ব্যাপারে তার এবং বাড়ীওলা মলিনোর মধ্যে এমন একটা বিনি পয়সার কমিক অপেরার অবতারণা হয়েছিল। সুতরাং কালো চটচটে রং, তৈল মসৃণ বিচিত্র রেখা ও দাগ এবং অন্যান্য অসহ্য বাড়তি কিছু চিত্রকলা কাঠের কাজগুলিকে অলঙ্কৃত করেছে— এ সব দেখে ইপোলিৎ বিস্মিত হল না। দারিদ্র্যের এই চিহ্নগুলি শিল্পীর চোখে একেবারে কাব্যরসহীন নয়।

মিস্ লেসেন্যুর নিজে এসেই দরজা খুলে দিল এবং যুবক শিল্পীকে চিনতে পেরে অভিনন্দন জানালো। তারপর একই সঙ্গে প্যারির নাগরিক নিপুনতায় এবং অহঙ্কারপ্রসূত উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে ঘুরে গিয়ে শার্সি বসানো পার্টিশানের দরজাটি বন্ধ করে দিল। এই দরজার মধ্য দিয়ে ইপোলিতের চোখে পড়ে যেতো স্বল্পদামী ষ্টোভের ওপর টাঙ্গানো দড়িতে শুকোতে দেওয়া ধোয়া জামা-কাপড়। দেখতে পেতো ঠেস দেওয়া পুরোনো কাঠের ফ্রেমে বিছানাপত্র,

জনক অঙ্গার, কয়লা, লোহা, ছাকুনি, রেকাবী ও হরেক রকমের বাসনপত্র যা ছোট্ট গৃহস্থালীর বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক। খুব পরিষ্কার মসলিনের পর্দা দিয়ে সযত্নে ঢাকা হয়েছে এই ক্যাপারনম (এ ধরণের গবেষণাগার বোঝাবার জন্ম চলতি ভাষায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়)। এই ঘরটির মধ্যে পার্শ্ববর্তী উঠোন থেকে ফোকর দিয়ে খুব সামান্য আলোই প্রবেশ করে থাকে। শিল্পীর চকিত দৃষ্টিতে ধরা পড়ল এই ঘরটির প্রয়োজনীতা—তার আসবাব পত্র দ্বিধা বিভক্ত প্রথম ঘরটির অবস্থা—সব। খোপচরস্ত অংশটি বসা ও খাওয়ার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দেওয়াল সম্ভবত রেভেলোর তৈরী পুরোনো সোনা রং কাগজ দিয়ে মোড়া। কাগজের ফুটোফাটা ও দাগগুলি টিকলি দিয়ে এঁটে সযত্নে লুকোনো হয়েছে। শিল্পী লেব্রাঁর এনগ্রেভিং 'আলেকজান্দারের যুদ্ধ' যদিও ফ্রেমে বাঁধানো কিন্তু তার গিল্টি উঠে গেছে। এই ছবিগুলি বেশ সুসামঞ্জস্য-ভাবে দেয়ালে সাজানো। ঘরের মাঝখানে পুরোনো ধরনের শক্ত মেহগনি কাঠের টেবিল। টেবিলের ধারগুলি ক্ষয়ে গেছে। চুল্লীর কাছে রাখা আছে একটি ছোট্ট স্টোভ। স্টোভের সোজা উঠে যাওয়া চিমনী প্রায় অদৃশ্য। চুল্লীর কাছে কাবার্ড। আশ্চর্য বৈপরীত্যে চেয়ারগুলিতে অতীত ঔজ্জ্বল্যের চিহ্ন বর্তমান। মেহগনি কাঠের উপর কাজ করা এই চেয়ার। কিন্তু লাল চামড়াব বসার গদিটি, কাজকরা ঘুন্টিগুলি ও সোনালী বজ্রুগুলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাজকীয় রক্ষিবাহিনীর বৃদ্ধ সার্জেন্টের মতো অনেক ক্ষতচিহ্ন। ঘরটি হয়ে উঠেছে কতকগুলি জিনিসের যাদুঘর। এই জিনিসগুলি এ ধরনের দ্ব্যর্থবোধক গৃহস্থালীতেই পাওয়া যায়—নামহীন বস্তু সব যার মধ্যে প্রতিফলিত, একাধারে বিলাস ও দারিদ্র। অন্যান্য দেখার বস্তুর মধ্যে ইপোলিতের চোখে পড়ল ছোট্ট সবুজে আয়নার উপর টাঙ্গানো আশ্চর্য কাজ করা একটা দূরবীণ। আয়নাটি চুল্লীর উপরের শেল্ফে রক্ষিত। এই আশ্চর্য আসবাবটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চুল্লী ও পার্টিশানের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হয়েছে একটি বাসন কোসন রাখার সস্তা তাক। তাকটিকে এমনভাবে রং করা হয়েছে মনে হবে মেহগনি কাঠের তৈরী—শক্ত কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু মসৃণ লাল টালির মেঝে, চেয়ারের সামনে রাখা জীর্ণ ছোট্ট মাদুর, আসবাবপত্র—পালিশ করা পরিচ্ছন্নতার জন্য খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এই উজ্জ্বলতা পুরোনো জিনিসগুলিতে একটা ভুয়ো চাকচিক্য এনে দিয়েছে যার ফলে সেগুলির খুঁতগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের বয়স ও দীর্ঘ ব্যবহার। ঘরের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় গন্ধ ছড়িয়ে আছে। এই গন্ধ ক্যাপারনমের ধোঁয়ার সঙ্গে খাবার ঘর ও সিঁড়ির গন্ধ মিশে তৈরী হয়েছে, যদিও জানালার পাল্লাগুলি

আধখোলা অবস্থায় থাকে এবং রাস্তার বাতাস ক্যামব্রিকের পর্দা নাড়িয়ে দিয়ে যায়। আগের ভাড়াটেরা দেয়ালে চিত্র এঁকে নিজেদের অস্তিত্বের চিহ্ন রেখে গেছে, তা লুকোনোর জন্য ঘরটিকে অতি যত্নের সঙ্গে সজ্জিত করা হয়েছে। আদেলেদ্ দ্রুত অন্য ঘরটি খুলে দিল এবং আনন্দের সঙ্গে শিল্পীকে নিয়ে গেল সে ঘরে। অতীতে ইপোলিৎ মায়ের সংসারে এই একই দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখেছে। এখন আরও স্পষ্ট করে দেখল। শৈশবের স্মৃতি এই ভাব ও ভাবনাকে আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। অস্তিত্বের এই অনুপুঙ্খ ছবিগুলি তার চেয়ে বেশি কেউ বুঝবে না। শৈশবে যা সে জেনেছে সেই রকমের ব্যাপারগুলো চিনতে পেরে তাই সহৃদয় যুবকটি এই লুকিয়ে রাখা দুর্ভাগ্য বা বিলাসের গর্বের জন্য তাদের নিন্দা করতে পারল না। এই বিলাসের সামগ্রী সেও তার মায়ের জন্য সংগ্রহ করেছে।

'মঁসিয়ে, আশাকরি পড়ে যাওয়ার কষ্ট এখন আর নেই।' চিমনীর কাছে রাখা প্রাচীন স্টাইলের আরাম কেদারা থেকে উঠে এসে ওকে আর একটা আরাম কেদারা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন বৃদ্ধা মা।

'না, কষ্ট আর নেই, মাদাম। শুশ্রূষা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি আমি, বিশেষ করে আপনার মেয়েকে। উনি আমাকে পড়ে যেতে শুনেছিলেন '

কথাগুলি বলে ইপোলিৎ আদেলেদের দিকে তাকাল। কথাগুলি সত্যিকারের প্রেমের প্রথম উত্তেজনা মনে জেগে উঠলে যে প্রীতিমুগ্ধ মূঢ়তার জন্ম হয় তার দ্বারা চিহ্নিত। মেয়েটি ডবল পাম্পের পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দিল। সন্দেহ নেই বড় চ্যাপ্টা পিতলের বাতিদান রাখা মোমবাতিটি যাতে না জ্বালাতে হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা। মোম গলে গলে বাতিদানটির চারপাশে ঘন ঝুরি নেমেছে। যুবকটির দিকে একটু মাথা নুইয়ে মেয়েটি বাতিদানটি বসার ঘরে রাখতে চলে গেল এবং ফিরে এসে ম্যান্টেলপীসের ওপর রাখল পেট্রোম্যাক্সটি। তারপর মায়ের কাছে এসে বসল। জায়গাটি শিল্পীর সামান্য পেছনে। সেখান থেকে মেয়েটি শিল্পীকে ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারে, আবার আলোটি ঠিকভাবে জ্বলছে কিনা তা দেখার ব্যস্ততার ভান করতে পারে। পেট্রোম্যাক্সের আলো অপরিষ্কৃত চিমনীতে বাষ্পের ঘন প্রলেপের জন্য প্রায় অস্পষ্ট, দপদপ করছে কালো অত্যন্ত অপরিষ্কার সলতের জন্য। চিমনীর শেল্ফের ওপর কারুকার্য করা আয়নাটি দেখে ইপোলিৎ চকিতে তার মধ্যে তাকাল একবার আদেলেদের প্রতি মুগ্ধ প্রশংসায়। মেয়েটির এই সামান্য চাতুরী ওদের দুজনের মধ্যে একটা বিমূঢ়তার ভাব এনে দিল। মাদাম লেসেন্যুরের সঙ্গে গল্প করতে

করছে (ইপোলিৎ আকস্মিকভাবে তাঁকে ঐ নামে অভিহিত করেছিল) সে সতর্কতার সঙ্গে এবং বিনীত ভাব নিয়ে বসার ঘরটি নিরীক্ষণ করছিল। ছাই ভর্তি চুল্লীতে জ্বালানী রাখার 'কায়ার-ডগ'-এর মিশরীয় চেহারাগুলি মোটেই দৃশ্যমান নয় এখন। চুল্লীর মধ্যে এই দাহ্যমান পদার্থ দু'টি প্রায় মিলিত হয়েছে পোড়ামাটির কৃত্রিম স্থূল অংশের সামনে। কৃপণের ধনের মতো সযত্নে তা ছাইয়ের মধ্যে সমাহিত করে রাখা হয়েছে। বহুবার রিপু করা ও রং-চটা সৈনিকের পুরোনো জীর্ণ কোটের মতো আবুসোঁ কার্পেটের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেঝের টালি। পায়ে মেঝের ঠাণ্ডা আমেজও পাওয়া যাচ্ছে। দেওয়ালগুলি লালচে কাগজ দিয়ে মোড়া। হলুদ ডিজাইন দিয়ে রেশমী সুতোর নক্সা নকল করা হয়েছে। লক্ষ্য করল সে জানালার বিপরীত দিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটা ফাটল, দেখতে পেল দরজার পাশে দেওয়াল কাগজে কতকগুলি ছিদ্র। এই দরজা দিয়ে ভেতর মহলে ঢোকা যায়। সম্ভবত ওখানেই মাদাম লেসেঙ্গ্যর ঘুমান। সামনে কোচ রেখে এই ঘরটি ঢাকবার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ সফল হননি তাঁরা। চুল্লীর বিপরীত দিকে সুন্দর মেহগনি কাঠের সিন্দুকের ওপর টাঙানো রয়েছে একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের আলেখ্য। অস্পষ্ট আলোকে ছবিটি ঠিক দেখতে পাচ্ছিল না শিল্পী। কিন্তু যতটুকু দেখল তাতে মনে হল এই ছবিটি নিশ্চয় চীনদেশে আঁকা। জানালার লাল রেশমী পর্দাগুলোর রঙ অনেকটা উঠে গেছে। দ্বৈত উদ্দেশ্যে সজ্জিত বসার ঘরটির লাল ও হলুদ রঙের কাজ করা পর্দাগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। সিন্দুকের মর্মরনির্মিত উপরিভাগে রক্ষিত মহামূল্যবান ম্যালাকাইটের ট্রে। তার ওপর রাখা হয়েছে এক ডজন অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত কফি কাপ— সম্ভবত সেব্রেতে তৈরী। ম্যান্টেলপীসের ওপর সর্বত্র দৃষ্ট এম্পায়ার ক্লক— একজন সৈনিক চারটি অশ্ব চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, রথের চাকায় স্পোকগুলি প্রহর নির্দেশ করছে। ঝাড়লণ্ঠনের মোমবাতিগুলি ধোঁয়ায় হলুদ রঙ ধরেছে। ম্যান্টেলপীসের দুই ধারে দেখা যাচ্ছে কৃত্রিম ফুলে সজ্জিত চীনামাটির ফুলদানি। ফুলদানিটি মস্-চিত্রিত এবং ধূলিধূসর। ইপোলিতের চোখে পড়ল ঘরের মাঝখানে পাতা তাসখেলার টেবিল, তার ওপর নতুন তাসের প্যাকেট। দারিদ্র্যের ওপর এভাবে রং মাখানোর ব্যাপারটা পর্যবেক্ষকের মধ্যে একটা বিষণ্ণতার ভাব সৃষ্টি করবে। এটা বৃদ্ধা নারীর মুখ থেকে বার্ধক্যের চিহ্ন লুকিয়ে রাখার চেষ্টার মতো। এ ঘরটি দেখে যে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে মুহূর্তে এ ভাবের উদয় হবে যে, হয় এ দুই নারী সততার প্রতিমূর্তি, নয়তো তারা বেঁচে থাকে দুরভিসন্ধি এঁটে এবং জুয়া খেলে। কিন্তু আদেলেদের দিকে

তাকিয়ে শিনাষের মতো সৎ যুবক তার নিখুঁত ভদ্রতা সম্পর্কে বিশ্বাস করতে বাধ্য এবং আসবাবপত্রের এই অসামঞ্জস্যের অত্যন্ত সৎ কারণ সম্পর্কেও সে নিঃসন্দেহ।

'আদেলেদ্,' বৃদ্ধা মহিলাটি মেয়েকে বললেন, 'আমার শীত শীত করছে, আগুনটা উসকে দাও তো আর আমার শালটা দাও।'

আদেলেদ্ বসার ঘর থেকে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। সম্ভবত এই ঘরেই মা শুয়ে থাকেন। মায়ের জন্য একটা কাশ্মিরী শাল নিয়ে ফিরে এল সে। মনে হয় নতুন অবস্থায় শালটি খুবই মূল্যবান ছিল (নক্সাটি ভারতীয়), কিন্তু শালটি এত পুরোনো ও জীর্ণ আর এত বেশি রিপু করা যে আসবাবপত্রগুলির সঙ্গে সেও যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে। যে বৃদ্ধা মহিলা নিজের কথাগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চান আশ্চর্য নিপুণতায়, তেমনি এক নৈপুণ্য ও রুচিশীলতায় শালটি গায়ে জড়িয়ে নিলেন মাদাম লেসেন্যুর। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিতে ছুটে গেল ক্যাপারনমের দিকে এবং এক গোছা কাঠি নিয়ে ফিরে এলো, তারপর আগুন জ্বালাবার জন্য দীপ্ত ভঙ্গিতে সেগুলো ছুড়ে দিল চুল্লীর মধ্যে।

এই তিনজন মনুষ্যের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা বর্ণনা করা বেশ কঠিন। শৈশবের দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা শিনাষের মধ্যে একটা বিচক্ষণতা এনে দিয়েছিল। তার জন্য প্রতিবেশিনীদের এই অবস্থা দারিদ্র্য চিহ্ন লুকোনোর এই ব্যর্থ চেষ্টা সম্পর্কে সামান্যতম মন্তব্য করতেও ওর মন চাইল না। এক্ষেত্রে সহজতম প্রশ্নটিও মনে হবে অবিবেচনাপ্রসূত এবং সে প্রশ্ন একমাত্র করতে পারে পরিবারের পুরোনো কোন বন্ধু। তা সত্ত্বেও এই গোপন করা দারিদ্র্য শিল্পীকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। তার কোমল হৃদয় ব্যথিত হল। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল অনুকম্পা, এমন কি অত্যন্ত অন্তরঙ্গের অনুকম্পাও কতখানি অপ্রীতিকর হতে পারে তখন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে—অস্বস্তি নিজের ভাবনা ও কথার এই স্ববিরোধের জন্য। মহিলা দু'জন প্রথমে অঙ্কন শিল্প নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হলেন কারণ প্রথম দেখা করতে আসার মধ্যে যে বিপন্নতার ভাব গোপন থাকে নারীমাত্রই সে বিষয়ে সচেতন। হয়তো তারা নিজেরাই এ বিপন্নতা বোধ করে থাকে এবং তাদের মনের গঠন সেই পরিস্থিতিকে উত্তীর্ণ হওয়ার হাজার রকম পথ সম্পর্কে নিজেদের ওয়াকিবহাল করে তোলে। শিল্পের টেকনিক ও তার পড়াশোনা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে নৈপুণ্য সহকারে আদেলেদ্ ও তার মা শিল্পীকে কথা বলতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাঁদের সহৃদয় সংলাপের অনির্বচনীয় বিষয়হীনতা স্বভাবতই ইপোলিতকে

কিছু মন্তব্য ও ভাবনা উচ্চারণ করতে উৎসাহিত করল। এই ভাবনা ও মন্তব্য তার স্বভাব ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেকখানি উদঘাটিত করে দিল।

সন্দেহ নেই বৃদ্ধা এক সময় সত্যিই সুন্দরী ছিলেন। দুঃখ কষ্টই তাঁকে অকালে জীর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে বলতে হয় তাঁর সমুন্নত মুখের গঠন—মুখাবয়ব, সংক্ষেপে তাঁর চেহারাটাই যা তিনি আজও ধরে রেখেছেন তা তাঁর গভীর মাধুর্যই প্রকাশ করে, তাঁর চকিত পেক্ষণের মধ্যে এখনও ধরা পড়ে গভীর সহৃদয়তার ভাব। সেই চোখ দুটিতে রয়েছে আবার রাজসভার মহিলাদের অনির্বচনীয় দৃষ্টি। এই পরিশীলিত সূক্ষ্ম মুখাবয়ব আবার অশুভ ভাবের প্রকাশও হতে পারে নারীর ছলনাময়ী রূপও হতে পারে যার মধ্যে থাকে গভীর বিকৃতি। আবার তা শুদ্ধ আত্মার অনুভূতি প্রবণতার প্রকাশও হতে পারে। বস্তুত নারীর মুখ—সাধারণ পর্যবেক্ষকের কাছে একটা সমস্যা উপস্থিত করে থাকে, কারণ তার মধ্যে সরলতা ও ছলনা ষড়যন্ত্র প্রবণতা ও শুদ্ধ আবেগের ভিন্নতা বোধাতীত রহস্যে আবৃত। অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অধিকারী কোন ব্যক্তির পক্ষেই মুখের সামান্যতম সঙ্কোচন, সামান্য টোল, সুগোল বা সুস্পষ্ট মুখের ভাব থেকে অর্থের কোন বোধাতীত স্তরকে ধারণা করা সম্ভব। এ ধরণের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণতই প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। মানুষ যা লুকিয়ে রাখতে চায় প্রজ্ঞাই একমাত্র তা আবিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে। বৃদ্ধার মুখটি তাঁর বাসস্থানের মতোই। ঘরের এই দারিদ্র্য লুকিয়ে রেখেছে পাপ অথবা অখণ্ড পবিত্রতা তা বোঝা যেমন অত্যন্ত কঠিন তেমনি কঠিন আদেলেদের মা যৌবনে সবকিছু ওজন করে দেখা, অভিসন্ধি আটা এবং সবকিছু বিকিয়ে দেবার স্বভাব বিশিষ্ট কপটাচারী মহিলা ছিলেন কিনা অথবা ছিলেন কিনা মহত্ত্ব ও স্নিগ্ধ গুণে পূর্ণ স্নেহময়ী নারী। কিন্তু শিনায়ের বয়সটা এমন যে সময়ে সবকিছু সৎ এই বিশ্বাসই হৃদয়ের প্রধানতম আবেগ। সুতরাং যখন সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল আদেলেদের মহান ও অহংকারী কপাল এবং তাকিয়ে দেখল ওর ভাবময় চিন্তাপ্রবণ চক্ষু দুটি সে যেন সততার একটা সহজ মধুর গন্ধ নিঃশ্বাসে টেনে নিল। কথাবার্তার মাঝখানে প্রতিকৃতি আঁকার প্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগ করে নিল সে। এই সুযোগে সে কুৎসিৎ প্যাটেল ড্রইংটি পরীক্ষা করে দেখার সময় পেল। ছবিটির সমস্ত রং ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে, তার সমস্ত সৌন্দর্য নিঃশেষিত।

'আপনাদের কোন নিকটাত্মীয়ের ছবি বলে বোধহয় এটার প্রতি অসীম দুর্বলতা আপনাদের। ছবিটি অত্যন্ত কুৎসিৎভাবে আঁকা,' আদেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

'ছবিটি কোলকাতায় করা। খুব তাড়াহুড়ো করে আঁকা,' আবেগকম্পিত স্বরে মা বললেন।

কুৎসিৎ ছবিটির দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকালেন তিনি, সুখের নানা স্মৃতি জেগে উঠল তাঁর মনে। সেই স্মৃতি স্নিগ্ধ শিশিরের মতো ওঁর হৃদয়ে ঝরে পড়তে লাগল। স্মৃতির সজীব অবশেষের ওপর মানুষ আনন্দের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে ভালবাসে। কিন্তু বৃদ্ধার মুখের ভাবে একটা চিরন্তন শোকের ছায়া। এ ভাবেই শিনার তার প্রতিবেশিনীর আচরণ ও মুখের ভাবের ব্যাখ্যা করেছিল। সে ফিরে এসে বসল বৃদ্ধার পাশে।

শিনার বলল, 'মাদাম কিছুকালের মধ্যে এই প্যাস্টেল ড্রইংএর রং সম্পূর্ণ মুছে যাবে। ছবিটি শুধু আপনার স্মৃতিতেই বেঁচে থাকবে। আপনি যেখানে দেখবেন প্রিয়জনের ছবি, অন্যেরা সেখানে কিছুই দেখতে পাবে না। এই মুখটি ক্যানভাসে তুলে নেবার অনুমতি কি আমাকে দেবেন আপনি? এই কাগজের চেয়ে ক্যানভাসে মুখটি আরও বেশি স্থায়ীত্ব পাবে। আমরা প্রতিবেশী এ কাজটি করার আনন্দ আমাকে পেতে দিন। কোন কোন সময় শিল্পী একটু সহজ সরল কাজ করে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতে চায়। এই চিত্রটি আবার নতুন করে আঁকা আমার পক্ষে অবসর বিনোদনই হবে।'

কথাগুলো শুনে বৃদ্ধা যেন বিস্মিত হলেন। আদেলেদ্‌ও শিল্পী যুবকটির দিকে এমন এক চিন্তাঘন দৃষ্টিতে তাকাল মনে হল তা যেন সোজাসুজি হৃদয় থেকে উৎসারিত। ইপোলিৎ তার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে কোন একটা সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে চায়, তাঁদের জীবনের অংশীদার হয়ে ওঠার অধিকার। তার প্রস্তাব দুই মহিলার হৃদয়ের গভীরতম প্রীতি উদ্রিক্ত করল। যুবকটির এ ছাড়া অন্যকিছু দেবার ছিল না। এটা শিল্পীর অহঙ্কারকে পরিতৃপ্ত করেছে, আবার তা দুই নারীর কাউকেই অসন্তুষ্ট করেনি। মাদাম লেসেন্যুর ওর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোন ব্যগ্রতা দেখালেন না, আবার অসম্মতিও জানালেন না। তিনি পরিশীলিত মানুষের সচেতনতায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তিনি জানেন এই ঋণের বন্ধনের সীমারেখা এবং তাকে পরিণত করেন উচ্চ প্রশংসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শনে।

'এটা কি নৌ-বিভাগের অফিসারের পোষাক?' শিল্পী জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, জাহাজের ক্যাপ্টেনের পোষাক। আমার স্বামী, মঁশিয়ে দ্য রুভেই। ইংরেজ নৌবহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহত হয়ে বাটাভিয়ায় মারা যান। এশিয়ার উপকূলে এই জাহাজটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর। ছাপ্পান্নটি কামানের একটা নৌবহর পরিচালনা করছিলেন তিনি আর ব্রিটিশ নৌবহর 'রিভেঞ্জ' এর

ছিল ছিয়ানব্বইটি কামান। এটা অসম যুদ্ধ। কিন্তু তিনি সাহসের সঙ্গে আত্মরক্ষা করে রাত্রি আসা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, পালিয়ে যেতেও সক্ষম হয়েছিলেন। আমি যখন ফ্রান্সে ফিরে এলাম তখনও নেপোলিয়ঁ ক্ষমতায় আসীন হননি। কিন্তু সরকার আমাকে পেনশন দিতে অস্বীকার করল। সম্প্রতি আবার পেনশনের আবেদন করলে মন্ত্রী মহোদয় রূঢ়স্বরে বলেন ব্যারণ দ্য রুভেই যদি দেশে ফিরে আসতেন তাহলে এখনও বেঁচে থাকতেন। এখন সম্ভবত রিয়ার-এ্যাড্‌মিরাল ও প্রমোশন পেতে পারতেন। সবশেষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার বিরুদ্ধে কিছু আইন দেখিয়ে আমার অধিকার হরণের কথা বল্লেন। বন্ধুদের অনুরোধে হতভাগ্য আদেলেদের জন্তই আমি এ পথ গ্রহণ করেছি। শোকের নাম করে হাত পাতার বিরোধী আমি, যে শোক নারীকে তার স্বর ও শক্তি থেকে বঞ্চিত করে। যে অপূরণীয় রক্তপাত তিনি করেছেন তার অর্থ নৈতিক মূল্যবিচার আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

'মা, একথা উঠলেই তুমি বড্ড কাতর হয়ে পড়ো।'

আদেলেদের কথায় মাদাম লেসেন্যুর দ্য রুভেই তাঁর মাথা নোয়ালেন, আর কোন কথা বললেন না।

'মঁশিয়ে', মেয়েটি ইপোলিতকে বলল, 'আমি ভাবতাম ছবি আঁকার সময়ে এত শব্দ হওয়ার কথা নয়।'

এই কথায় নিজের অহেতুক শব্দ করার কথা স্মরণ করে শিনারের মুখ লাল হয়ে উঠল। আদেলেদ্ আর কিছু বলল না। এ সময়ে দরজার কাছে একটা শব্দ এসে থেমে যাওয়ায় সহসা সে উঠে পড়ল এবং শিনারকে মিথ্যা কথা বলা থেকে রেহাই দিয়ে গেল। নিজের ঘরে প্রবেশ করে তৎক্ষণাৎ দু'টো কাজ করা বাতিদান নিয়ে ফিরে এলো। বাতিদানে অর্ধ ব্যবহৃত মোমবাতি ছিল, সে দু'টি জ্বালিয়ে দিল সে। দরজায় কলিংবেলের শব্দ হওয়ার জন্ত অপেক্ষা না করে সে প্রথম ঘরের দরজা খুলে দিল। বাতিটি সেখানেই রেখে দিল সে। চুম্বন দেওয়া নেওয়ার শব্দ সরাসরি আঘাত করল শিনারের হৃদয়ে। যার সঙ্গে আদেলেদের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কে সে ব্যক্তি তা দেখার জন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল শিনার, কিন্তু সে ইচ্ছা সত্বর পরিতৃপ্ত হল না। কারণ নবাগতের সঙ্গে মেয়েটির নিম্নস্বরে আলাপ চলছিল। শিনরের মনে হল এ সংলাপ অতিদীর্ঘ। অবশেষে আদেলেদ্ দ্য রুভেই এর সঙ্গে প্রবেশ করলেন দুই ভদ্রলোক। তাঁদের পোশাকে, মুখ ও চেহারাই একটা কাহিনী বিশেষ।

প্রথম জনের বয়স বছর ষাটেক। তিনি এমন একটা জ্যাকেট পরে ছিলেন যা আমার মনে হয় ষোড়শ লুইএর জন্তে তৈরী করা হয়েছিল।

ষোড়শলুই তখন সিংহাসনে। এই জ্যাকেটের সাহায্যে দর্জি মশায় একটা অত্যন্ত কঠিন পোষাকের সমস্যার মীমাংসা করেছেন সন্দেহ নেই। তিনি অমর হওয়ার যোগ্য। এই পোষাক শিল্পী নিশ্চিতই আপোষের কৌশলটি জানেন—এই কৌশলটি রাজনৈতিকভাবে চঞ্চল তদানীন্তন কালটির পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করে। নিজের কালের বিচার করার ক্ষমতা একটা দুষ্পাপ্য গুণ নয় কি? একালের যুবকেরা যে কোটটিকে পৌরাণিক বলে মনে করবে তা সাধারণ মানুষের পোষাকও নয়, আবার সামরিক পোষাকও নয় এবং একই সময়ে তা দুই-ই। কোটের পেছনের ঝোলানো অংশে ফ্রান্সের রাজবংশের চিহ্ন এমব্রয়ডারি করা, গিল্টির বোতামের ওপরও সেই চিহ্ন। কাঁধের উপরের দু'টি শূন্য লুপ যেন অর্থহীন সামরিক ব্যাজের জন্য হাঁসফাঁস করছে। এ দু'টি সামরিক চিহ্ন যেন সুপারিশহীন আবেদন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের রাজকীয় নীল সুতীর কোটের বোতাম ঘরে রীবণের গোলাপ আঁটা। সম্ভবত সর্বদাই তিনি তাঁর তিন কোণা টুপিটি হাতে নিয়েই ঘোরেন কারণ পাউডার চর্চিত তুষার শুভ্র কেশগুচ্ছে টুপির চাপের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। টুপিটি সোনালী কর্ড দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁকে দেখলে মনে হয় বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না, বেশ ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী তিনি। স্বদেশত্যাগী ভদ্রলোকদের বিশ্বস্ত, দিলখোলা চরিত্র তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেলেও তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে মুক্ত চিন্তা ও সহজ পথের পথিকের ভাব—মস্কোটিয়ারদের আনন্দময় আবেগ ও হালকা চিত্তের ভাব—যে মস্কোটিয়ারেরা বীরত্বের জন্য ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। তাঁর ভাবভঙ্গি চলাফেরার ধরণ, তাঁর ব্যবহারে এ ঘোষণা স্পষ্ট যে তিনি তাঁর রাজকীয়তা, ধর্ম ও প্রেমের ব্যাপারগুলি পরিবর্তন করতে মোটেই ইচ্ছুক নন।

একটা সত্যিকারের উদ্ভট মানুষ এই দাম্ভিক 'ভল্টিগুর অ্য লুই ফোরটিন্থ'কে অনুসরণ করে এলেন (বোনাপার্টির দলের লোকেরা রাজতন্ত্রের উদার ভগ্নাবশেষকে এই ডাক নামে অভিহিত করেছেন)। কিন্তু তাঁর সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে তাঁকে এই গল্পের প্রধান চরিত্রের ভূমিকা দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়বে, কিন্তু এখানে তিনি নেহাতই ফালতু। কল্পনা করুন একজন পাতলা শুঁটকো ব্যক্তিকে প্রথম জনের মতোই পোষাকে সজ্জিত কিন্তু আসলে তাঁর প্রতিবিম্ব মাত্র, অথবা যদি মনে করতে চান, তার ছায়া। একজন পরেছেন নতুন কোট—অন্যজন পুরোনো এবং জীর্ণ। দ্বিতীয় জনের চুল পাউডার তত সাদা নয়, সোনালী-রাজকীয় চিহ্নটিও তত উজ্জ্বল নয়। ব্যাজের লুপ আরও বেশি ফাঁকা এবং কুঞ্চিত, বুদ্ধি দুর্বলতর। প্রথম জনের চেয়ে

জীবনের শেষ পরিণতির দিকে অনেকখানি এগিয়ে আছেন তিনি। সংক্ষেপে শাঁমেনেৎস সম্পর্কে বিভারোগ যে বলেছেন 'তিমি আমার চন্দ্রালোক' তা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে তাঁর মধ্যে। তিনি শুধু অন্যজনের নকল পাণ্ডুর ও হতভাগ্য প্রতিমূর্তি; কারণ লিথোগ্রাফ ছবির প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণের মধ্যে যতখানি তফাৎ তাঁদের তফাতও ততখানি। এই মূক এবং বৃদ্ধ লোকটি শিল্পী যুবকটির কাছে একটা মহারহস্য। চিরকাল তার কাছে তাই রয়ে গেলেন তিনি। এই অশ্বারোহী লোকটি (সত্যিই অশ্বারোহী তিনি) একদম কথা বলেন না, অন্যেরাও তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলেন না। তিনি কি বন্ধু, দরিদ্র আত্মীয়? বৃদ্ধার মাইনে-করা সঙ্গিনীর মতো কি নারী হৃদয় ভঙ্গকারীর সঙ্গ দান করেন তিনি? তিনি কি কুকুর, তোতাপাখী ও বন্ধুর সংমিশ্রণে তৈরী কোন প্রাণী? তিনি কি রক্ষা করেছেন তাঁর হিতকারীর সম্পদ, নাকি বাঁচিয়েছেন শুধু নিজের প্রাণ? নাকি তিনি অন্য একজন ক্যাপ্টেন টোবির ট্রিম? ব্যারণ দ্য রেভেইএর গৃহে যেমন, তেমনি অন্যত্রও তিনি সর্বদাই কৌতূহল সৃষ্টি করেন, কিন্তু কখনও তা পরিতৃপ্ত করেন না। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কালে বিপ্লবের এই সময়ে বিশ বৎসর পূর্বে মৃত বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি কিসের বন্ধনে আজও বাঁধা তিনি সে কথা কে মনে রেখেছে?

দুই ভগ্নস্তূপের মধ্যে যিনি একটু সজীব তিনিই বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন ব্যারিনেস্ দ্য রেভেই-এর দিকে। তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন, বসলেন পাশে। অন্যজন মাথা নত করে অভিনন্দন জানালেন, বসলেন নিজেরই প্রতিমূর্তির কাছে দুই চেয়ার দূরত্বে। আদেলেদ্ ফিরে এসে বৃদ্ধ অভিজাত ভদ্রলোকটির চেয়ারের পেছনে কনুই রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। না বুঝে নিজের অজ্ঞাতে অনুকরণ করে সে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল যা গুয়েঁরা তাঁর বিখ্যাত ছবিতে ডিডোর বোনের ওপর আরোপ করেছেন। যদিও অভিজাত ভদ্রলোকটি মেয়েটির সঙ্গে পিতার মতো অন্তরঙ্গ ব্যবহার করছিল, তবু মনে হল সে যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর এই স্বাধীনতায় ক্ষুব্ধ।

'মনে মনে চটেছো দেখছি!' বললেন ভদ্রলোকটি। তারপর শিনরের প্রতি একটা সূক্ষ্ম চতুর তীর্যক দৃষ্টি হানলেন। কূটনীতির দিক থেকে এটা বিচক্ষণতার প্রকাশ, প্রকাশ সম্পন্ন অভিজাতদের ভদ্র কৌতূহলের যাঁরা অপরিচিত লোক দেখলে মনে হয় যেন জিজ্ঞেস করেন, 'উনি কি আমাদের একজন?'

'উনি আমাদের প্রতিবেশী' ইপোলিতকে দেখিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'শিল্পে আপনার উৎসাহ না থাকলেও ওঁর নাম আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন। উনি খ্যাতিমান অঙ্কন শিল্পী।'

অভিজাত ভদ্রলোকটি বৃদ্ধা মহিলার নাম-না বলার কৌশলটি বুঝতে পারলেন এবং মাথা নত করে অভিনন্দন জানালেন যুবকটিকে।

'গত সালোঁয় ওঁর ছবির কথা অনেক শুনেছি বটে,' বললেন তিনি, 'প্রতিভার অনেক সুযোগ আছে, মঁশিয়ে।' শিল্পীর লাল রীবনের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, রক্তের বিনিময়ে এবং দীর্ঘ কর্মতৎপরতায় যে সুনাম আমরা অর্জন করি, আপনারা শিল্পীরা অল্প বয়সেই তা পেয়ে যান। কিন্তু বিখ্যাত ব্যক্তিরা সবাই ভাই-ভাই,' নিজের সেন্ট লুই ক্রুশটি স্পর্শ করে বললেন ভদ্রলোকটি।

ইপোলিৎ অস্ফুটস্বরে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে ধন্যবাদ জানাল। তারপর চুপ করে গেল। প্রবর্দ্ধমান উৎসাহে সুন্দরী মেয়েটির নিখুঁত মাথার প্রশংসা করেই সে তৃপ্ত। এটা ওকে আনন্দ দিচ্ছে। মেয়েটির দিকে তাকাতে তাকাতে সে বিস্মৃত হল। এই গৃহের প্রচণ্ড দারিদ্রও ওর ভাবনায় আর স্থান পেল না। মনে হল ওর আদেলেদের মুখের চারপাশে যেন আলোর একটা প্রচ্ছায়া সৃষ্টি হয়েছে। তাকে উদ্দেশ্য করে যে প্রশ্নগুলি নিক্ষিপ্ত হল তার অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল সে, এটা সৌভাগ্যের কথা যে প্রশ্নগুলি সে শুনতে পেয়েছিল। আমাদের অদ্ভুত বুদ্ধি বৃত্তিকে ধন্যবাদ। আমরা সময় সময় একই সঙ্গে দু'টি বিষয় চিন্তা করতে পারি। এমন কি কেউ আছেন যিনি আনন্দে মগ্ন হয়ে অথবা বিষণ্ণ চিন্তায় ডুবে থেকেও অন্তরের গভীরের কথা শোনেন নি—একই সময়ে কথাবার্তায় অংশ গ্রহণ করেননি অথবা কারও উচ্চস্বরে পাঠ করা শোনেননি? এটা আমাদের একটা আশ্চর্য দ্বৈতসত্তা যা আমাদের বিরক্তি উৎপাদনকারীর প্রতিও ধৈর্যশীল হতে সাহায্য করে। হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে আশা তাকে প্রেরণা যোগায়, ভবিষ্যৎ সুখের হাজারো ভাবনা সৃষ্টি করে এবং তখন পারিপার্শ্বিকের প্রতি সে আর দৃষ্টি দেয় না। তখন সে বিশ্বাসপ্রবণ যুবক এবং সে অনুভব করে এই যুগকে বিশ্লেষণ করতে যাওয়া অন্যায়।

কিছুক্ষণ পরে সে দেখল বৃদ্ধা ও তাঁর মেয়ে অভিজাত লোকটির সঙ্গে তাস খেলায় মেতেছেন। ছায়ার ভূমিকার বিশ্বস্ত সঙ্গীটি বন্ধুর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। বন্ধুটি তখন খেলায় মগ্ন। লোকটি খেলোয়াড়ের অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সামান্য সম্মতিসূচক মুখভঙ্গিমার মাধ্যমে। এই মুখ ভঙ্গিমা অন্য ব্যক্তিটির মুখে ফুটিয়ে তুলছে প্রশ্নসূচক অভিব্যক্তি।

'হ্যাঁ হালগা, আমি সব সময়েই হেরে যাই,' অভিজাত লোকটি বললেন।

'অত্যন্ত বাজে ভাবে তাস ছেড়ে দেন আপনি,' উত্তর দিলেন মাদাম দ্য রুভেই।

'আজ তিন মাসের মধ্যে আমি একবারের জন্যও জিততে পারিনি,' বললেন তিনি।

'মশিয়েঁ কাউন্ট, আপনার কি টেক্কা আছে?' বৃদ্ধার প্রশ্ন।

'আছে।' 'আর একবার গেল,' বললেন কাউন্ট।

'আপনি কি আমার কথা শুনবেন?' আদেলেদ্ জিজ্ঞেস করল।

'না, না, আমার সামনেই থাক তুমি। শয়তান পেয়েছে আমাকে। আমার বিপরীত দিকে না থাকলে হারের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।'

অবশেষে খেলা শেষ হল। অভিজাত লোকটি পার্স বার করলেন, তারপর দুটি লুই তাসের টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বললেন, 'চল্লিশ ক্রাঁ সোনার মতই দামী। আরে এগারটা বেজে গেছে দেখছি।'

'এগারোটা বেজে গেছে,' সেই নিঃশব্দ চরিত্রটি শিল্পী যুবকের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি পুনবার উচ্চারণ করল।

কথাগুলি অন্যদের চেয়ে একটু বেশি স্পষ্ট করে শুনল যুবকটি। ভাবল এখন স্থান ত্যাগ করার সময় এসেছে। তারপর প্রাত্যহিক পৃথিবীতে ফিরে এসে সে ভেবে বার করল আলাপের কয়েকটি গতানুগতিক শব্দ। মাথা নত করে বৃদ্ধা, তাঁর কন্যা ও দুই অপরিচিত ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিল সে এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। প্রকৃত প্রেমের প্রথম আনন্দের শিকার সে। সে চেষ্টা করল সন্ধ্যার সামান্য ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করবে।

পরের দিন আদেলেদ্‌কে আবার দেখার একটা তীব্র বাসনা অনুভব করল যুবক শিল্পী। নিজের আবেগের আহ্বান মেনে নিলে তাকে সকাল ছ'টায় ষ্টুডিওতে আমার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশিনীদের দেখার জন্য ছুটতে হতো। কিন্তু যুবকটির মধ্যে যথেষ্ঠ যুক্তিপ্রবণ একটা মন ছিল, তাই বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। কিন্তু যখন ওর মনে হল এখনই মাদাম দ্য রুভেই এর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে তখনই সে নীচে নেমে এসে বেল টিপল। ওর হৃদস্পন্দন তখন দ্রুত হয়ে উঠেছে। দরজা খুলে দিল মিস লেসেসুর। অল্পবয়সী মেয়ের মতো লজ্জায় রাঙা হয়ে সে তার কাছে ব্যারণ দ্য রুভেই-এর ছবিটি চাইল।

'আসুন,' বলল, আদেলেদ্। সন্দেহ নেই ষ্টুডিও থেকে নেমে আসার শব্দ শুনেছিল সে।

শিল্পী ওকে অনুসরণ করল। সে বিমূঢ় এবং লজ্জিত। সুখ ওকে এমন নির্বোধে পরিণত করেছে যে কি বলবে সে বুঝতে পারছে না। সমস্ত সকাল ধরে ওর কাছে থাকার ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠার পর আদেলেদের পোষাকের খস্‌খস্ আওয়াজ শোনা, শতবার নিচে যাচ্ছি' বলে উঠে পড়া কিন্তু তবু নিচে

নামতে না পারা এসব কিছুর পর আদেলেদকে দেখতে পাওয়া—এটা শিল্পী যুবকটির কাছে এমন একটি পূর্ণজীবন যাপন যে যদি এই অনুভূতি ও আবেগ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হতো তাহলে তার আত্মা জীর্ণ হয়ে যেতো। সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারের ওপর অসাধারণ মূল্য আরোপ করার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে হৃদয়ের। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনুসন্ধানের পর যদি কোন পথিক তুলে নেয় একটি তৃণের কুটো অথবা অপরিচিত কোন বৃক্ষপত্র তবে কি আনন্দই না হয় তার। প্রেমের এই তুচ্ছ ঘটনাগুলিও তাই।

বৃদ্ধা এখন বসার ঘরে নেই। শিল্পীর সঙ্গে আদেলেদ্ একা। ছবিটি নামিয়ে আনার জন্য সে একটা চেয়ার নিয়ে এলো। কিন্তু যখন দেখল সিন্দুকের ওপর না দাঁড়িয়ে সে ছবিটি নামিয়ে আনতে পারবে না তখন লজ্জিত হয়ে ইপোলিতের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি তেমন লম্বা নয়। আপনি কি ছবিটি নামিয়ে নেবেন ?

মেয়েটির মুখে ফুটে উঠল একটা লাজুক ভাব ওর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল অনুরোধের আসল অভিপ্রায়। যুবকটি তা বুঝতে পেরে একটা গভীর অনুভবের দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। ঐ দৃষ্টির মধ্যেই বিধৃত ছিল প্রেমের মাধুর্যপূর্ণ ভাষা। শিল্পী ওর ভাবনা অনুমান করতে পেরেছে মনে করে আদেলেদ পবিত্র অহঙ্কারের ভঙ্গিতে চোখ নামিয়ে নিল। কি বলবে ভাবতে না পেরে এবং মেয়েটির প্রতি প্রেমে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে শিল্পী ছবিটি নামিয়ে আনল, জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে আলোয় গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করল। তারপর মেয়েটিকে শীঘ্রই ছবিটি ফিরিয়ে দিয়ে যাবে ছাড়া আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। এই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তটিতে তারা দুজন যে তীব্র ও আবেগময় চমক হৃদয়ে অনুভব করল তার সঙ্গে তুলনা চলে হ্রদে ছুঁড়ে দেওয়া প্রস্তরখণ্ডের জলতরঙ্গ সৃষ্টির সঙ্গে। আশ্চর্য দ্রুততায় পর উদয় হয় মধুর ভাবনাগুলি—বিচিত্র, লক্ষ্যহীন, অনির্বচনীয়। তারা হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করে হ্রদের জলের চক্রাকার ঢেউ-এর মতো—বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাথর পড়ার স্থান থেকে ঢেউগুলি বুদবুদ সৃষ্টি করে ছড়িয়ে পড়ে। ইপোলিৎ আলেখ্যটি নিয়ে ষ্টুডিওতে ফিরে এলো। ইজেলের ওপর ক্যানভাস আগেই চাপানো ছিল, ওভার প্যালেট্ বিভিন্ন রকমের রং-এ পূর্ণ করা হল। তুলি পরিষ্কার করে স্থান এবং আলো ঠিক করে নিল। যে উৎসাহ নিয়ে শিল্পী তার খেয়ালে মেতে ওঠে ঠিক সেভাবে খাওয়ার সময় পর্যন্ত ছবির কাজে পড়ে থাকল সে। সেই সন্ধ্যায় মাদাম দ্য রুভেই-এর গৃহে গিয়ে ন'টা থেকে এগারটা পর্যন্ত কাটিয়ে এলো সে। সংলাপের বিভিন্ন বিষয় ছাড়া সন্ধ্যাটা ঠিক আগের সন্ধ্যার মতোই কেটেছিল। সেই একই সময়ে দুই বৃদ্ধ

ভদ্রলোক এলেন, একই পিকেট খেলা খেললেন, একই মন্তব্য করলেন। আদেলেদের কাছে আগের সন্ধ্যার মতো সেই একই বৃহৎ অঙ্কের টাকা হারলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি। শুধু ইপোলিৎ একটু সাহসী হয়ে উঠল, আদেলেদের সঙ্গে কথা বলার সাহস পেল।

এভাবে এক সপ্তাহ চলে গেল। এই এক সপ্তাহে শিল্পী ও আদেলেদের আবেগানুভূতির মধ্যে ধীরে একটা আনন্দময় পরিবর্তন এলো। এই পরিবর্তন ওদের পারস্পরিক বোঝাপড়া সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করল। সুতরাং দিনের পর দিন যে দৃষ্টিতে আদেলেদ তার বন্ধুকে অভিনন্দন জানাতে লাগল তা আরও অন্তরঙ্গ, আরও নির্ভরশীল, আরও আনন্দময় ও সরল সহজ হয়ে এলো। তার কণ্ঠস্বর ও ব্যবহারের মধ্যে কৃত্রিমতা এলো কমে; তারা হয়ে উঠল আরও অন্তরঙ্গ। শিনার তাস খেলা শিখতে চাইল। তাসের ব্যাপারে সে অজ্ঞ। এ খেলাটি ওর কাছে নতুন বলে স্বভাবতই তাকে বার বার তা শেখাতে হল এবং বৃদ্ধ লোকটির মতো প্রায় প্রতি বারেই সে হারল। যদিও তাদের ভালবাসার কথা তারা পরস্পরকে জানায়নি কখনও, তবু প্রেমিক প্রেমিকা দুজনেই জানে যে তারা দুজন দুজনের। তারা হাসল, গল্প করল, ভাবের আদান-প্রদান হল তাদের। যে শিশুরা একদিনের মধ্যেই এমন পরিচিত হয়ে ওঠে যে যেন গত তিন বছর ধরে তারা পরস্পরকে জানে—তেমনি দুটি শিশুর সরলতা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে সংলাপ চালিয়ে গেল। লাজুক দয়িতার ওপর নিজের কর্তৃত্ব ফলিয়ে ইপোলিৎ খুব আনন্দ পায়। আদেলেদেও ওকে অনেক আস্কারা দেয়। ভীরু এবং অনুগত মেয়েটি শিল্পীর ছদ্ম ক্রোধ মেনে নেয়। অতি আদরে নষ্ট হয়ে যাওয়া সন্তান যেমন সময়ের স্নেহের সুযোগ গ্রহণ করে—এ ধরণের ছদ্মক্রোধ অতিশয় সরল প্রেমিক বা অত্যন্ত সরল মেয়েটিও তৈরী করে নেয় এবং অনবরতই কাজে লাগায়। এমনি করে একদিন সহসা বৃদ্ধ কাউন্ট ও আদেলেদের মধ্যেকার অন্তরঙ্গতা অবসিত হয়ে যায়। বাহ্যিক আচার বর্জন করে বৃদ্ধ কাউন্ট যখন আদেলেদের হাত বা ঘাড়ে চুম্বন করেন তখন ইপোলিৎ যে কথাগুলি উচ্চারণ করে তার তীব্রতা থেকে আদেলেদ বুঝতে পারে শিল্পীর কষ্টের কথা, বুঝতে পারে ওর ভ্রূকুটি কুটিল কপালে কি ভাবনা আছে লুকিয়ে। অন্যপক্ষে মিস্ লেসেম্যুর জানতে চায় শিল্পীর সামান্যতম কাজেরও ফিরিস্তি। ইপোলিৎ না এলে সে এত অসুখী হয়, এত চিন্তিত হয়ে পড়ে! সে জানে শিল্পীর অনুপস্থিতির জন্য কিভাবে তাকে বকতে হবে। ফলে শিল্পীকে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা ছাড়তে হয়, বন্ধ হয়ে যায় তার সোসাইটিতে যাওয়া। কখনও কখনও যখন আদেলেদ জানতে পারে যে মাদাম দ্য রুভেই-এর

গৃহ থেকে বেরিয়ে শিল্পী পরিয় জাঁকজমকপূর্ণ সালোঁগুলি ঘুরে এসেছে তখন তার মধ্যে নারীর স্বাভাবিক ঈর্ষা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার মতে এ ধরণের জীবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তারপর যে কণ্ঠস্বর, ভঙ্গি ও দৃষ্টি গভীর বিশ্বাসের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে সেই বিশ্বাসের সূত্রে সে ঘোষণা করে 'যে লোক নিজের সময় এবং বুদ্ধির মোহিনী শক্তি একই সময়ে বহু নারীর ওপর ব্যয় করে, সে কখনও খুব গভীর আবেগের অধিকারী হতে পারে না।' সুতরাং শিল্পী তার নিজের আবেগের শাসনে শুধু নয়, দয়িতার প্রেমের দাবীতেও পরিচালিত হয়, তাকে সময় কাটাতে হয় সেই ফ্ল্যাটের মধ্যে যেখানে তার সব কিছুই ভাল লাগে। সংক্ষেপে, এমন শুদ্ধ ও আবেগময় প্রেম বিরলদৃষ্ট। দুই পক্ষেই একই বিশ্বাস, একই সূক্ষ্মানুভূতি কোন ক্ষতি স্বীকার না করেই তাদের প্রেমকে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে। পরস্পরের প্রেম প্রমাণ করার জন্য যে ক্ষতি স্বীকার করে প্রেমিক প্রেমিকা এক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয়নি। দুজনের মধ্যে মধুর অনুভূতির আদান-প্রদান নিয়ত চলেছে। তারা জানে না কে বেশি দিয়েছে বা বেশি নিয়েছে। একটা স্বাধীন প্রবণতা হৃদয়ের মিলনকে আরও কাছের করে তুলল। এই শুদ্ধ আবেগের অগ্রগতি অত্যন্ত দ্রুত। যে দুর্ঘটনা আদেলদকে জানার সুখ ওকে এনে দিয়েছে তার দু'মাসের মধ্যে তাদের জীবন এক জীবনে পরিণত হয়ে গেল। সকালে শিল্পীর পদধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রথম কথাটি মেয়েটি নিজেকে বলে তা হল, 'সে এসেছে'। মায়ের কাছে থেকে যাবার সময় ইপোলিৎ কখনও প্রতিবেশিনীর দিকে তাকাতে ভুল করে না। সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে প্রেমমুগ্ধ মানুষের মতো সে ত্বরিৎ পদক্ষেপে এখানে আসে। সুতরাং অত্যন্ত স্বৈরতান্ত্রিক মহিলা, এমনকি অত্যন্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষী মহিলাও যুবক শিল্পীকে তিরস্কার করার সামান্য অজুহাতও পাবে না। এ বয়সের স্বাভাবিক স্বপ্ন ও আদর্শকে বাস্তবে পরিণত হতে দেখে আদেলেদ একটা অবিমিশ্র এবং সীমাহীন সুখ অনুভব করতে লাগল। এখন বৃদ্ধ অভিজাত ভদ্রলোক দু'জন খুব কমই আসেন। সবুজ তাসের টেবিলে এখন ওঁদের স্থান দখল করে নিয়েছে ইপোলিৎ, তাসে হারছেও অনবরত। তবু এই সুখের মধ্যেও যখন মাদাম দ্য রুভেই-এর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে সে তখন সেই কষ্টকর চিন্তা ওকে আঘাত করে, কারণ তাঁর দারিদ্র্যের প্রমাণ সে আরও পেয়েছে। বাড়ী ফিরতে ফিরতে সে কয়েকবার নিজেকে প্রশ্ন করেছে, 'প্রতি সন্ধ্যায় কুড়ি ফাঁ?' আর একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহ যা তার মনে আসে তা কিন্তু স্বীকার করতে সে সাহস পায় না। ছবিটি আঁকতে ওর দু'মাস লেগে গেল। আঁকা শেষ হলে বার্নিশ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে যখন তাকাল ছবিটির

দিকে তখন মনে হল এটি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। মাদাম দ্য রুভেই এ সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন তাকে করেননি। এটা কি তাঁর নিস্পৃহতা না অহংকার? শিল্পী তাঁর নৈঃশব্দকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল না।

মাদাম দ্য রুভেইএর অনুপস্থিতিতে ছবিটি যথাস্থানে রাখার জন্য আদেলেদ্‌এর সঙ্গে শিনার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। একদিন মা যখন টুইলারিস্ গার্ডেনসে তাঁর প্রাত্যহিক ভ্রমণ সারছেন, আদেলেদ্ সেই প্রথমবার ইপোলিতের সঙ্গে একলা উপরে ষ্টুডিওতে উঠে এলো। তার অজুহাত এই—যে মুক্ত আলোয় ছবিটি আঁকা হয়েছে সেই আলোতেই ছবিটি দেখবে সে। নিঃশব্দ ও নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, সে যেন আনন্দময় এক ধ্যানের শিকার। তার নারী সুলভ অনুভূতিগুলো সব যেন একাকার হয়ে গেছে। যে যুবকটিকে সে ভালবাসে তার প্রশংসার মধ্যে কি সেইসব অনুভূতিগুলো মিশে যায় নি? এই নিস্তব্ধতায় অস্বস্তি বোধ করে ইপোলিৎ মুখ ফেরালো মেয়েটির দিকে। মুখে কথা সরছে না, মেয়েটির শুধু হাতটি বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু দুটি অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল ওর চোখ থেকে। ইপোলিৎ হাত ধরল মেয়েটির, চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিল এর মুখ। নৈঃশব্দের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য ওরা তাকাল পরস্পরের দিকে, দুজনেই চায় প্রেমের স্বীকারোক্তি, কিন্তু সাহসে কুলোয় না কারোর। শিল্পী নিজের হাতের মধ্যে ধরে রাখল আদেলেদের হাত। একই রকম উষ্ণতা ও উত্তেজনা বলে দিল তাদের হৃদয় সমান তীব্রতায় স্পন্দিত হচ্ছে। আবেগে অভিভূত হয়ে মেয়েটি আস্তে ইপোলিতের কাছ থেকে হাতটি সরিয়ে নিল। ওর দিকে তাকিয়ে সহজ স্বরে বলল, 'মা খুব খুশী হবেন।'

'কি বললে? শুধু তোমার মাই খুশী হবেন?' প্রশ্ন করল শিল্পী।

'আমি তো সুখী হয়েছিই।'

শিল্পী মাথা নত করল, আর কিছু বলল না। এই কথাগুলো ওর হৃদয়ে যে অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে তার তীব্রতায় ভয় পেল সে। নিজেদের পরিস্থিতির বিপদটা বুঝতে পেরে তারা নেমে এলো নিচে এবং যথাস্থানে ছবিটি টাঙিয়ে দিল। এই প্রথম ইপোলিৎ প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে আহার করল। আবেগে ও অশ্রুতে মাখামাখি মা ওকে চুম্বন করতে চাইলেন। সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ অভিজাত ভদ্রলোকটি, প্রাক্তন ব্যারণ দ্য রুভেইএর বন্ধু—তাঁর দুই সঙ্গিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাদের বলতে এলেন তিনি ভাইস-এ্যাড্‌মিরাল নিযুক্ত হয়েছেন। জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর নৌবহরের যাত্রা তাঁর দিক থেকে একটা নৌ-অভিযান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ছবিটি দেখে তিনি শিল্পীর করমর্দন করলেন এবং বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন, 'আশ্চর্য ছবি! যদিও

আমার এই বৃদ্ধ শরীর ধরে রাখার কোন মূল্য নেই, তবু আমার বন্ধু রুভেইএর হুবহু প্রতিকৃতিটি যে ভাবে ধরা হয়েছে ঠিক এ ভাবে আমার মূর্তিটি ধরার জন্ম আমি আনন্দের সঙ্গে পাঁচ শত পিস্তল (স্পেন দেশীয় স্বর্ণমুদ্রা) পর্যন্ত খরচ করতে পারি।'

এ ইঙ্গিত শুনে মাদাম দ্য রুভেই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সহসা কৃতজ্ঞতার একটা আভাস ওঁর মুখ উজ্জ্বল করে তুলল। ইপোলিতের কেমন ধারণা হল বৃদ্ধ এ্যাডমিরাল নিজেরটার দাম দিতে গিয়ে দু'টো ছবিরই দাম দিতে চান। শিল্পীর অহঙ্কার, হয়তো বা ঈর্ষাও উদ্রিক্ত হল এতে—এই ভাবনায় বিরক্ত হল সে। বলল মশিয়ে, পোট্রেট পেইন্টার হলে আমি এ ছবি আঁকতাম না।'

এ্যাডমিরাল ঠোঁট চেপে তাস খেলতে লাগলেন। শিল্পী আদেলেদের পাশেই বসে রইল। আদেলেদ পিকেট খেলায় ছয় পইন্টের কথা বললে সে তা গ্রহণ করল। খেলতে খেলতে সে দেখল খেলায় মাদাম দ্য রুভেইএর প্রচণ্ড উৎসাহ। ব্যাপারটা ওকে বিস্মিত করল। আগে কখনও জেতার জন্ম এমন ব্যগ্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি তিনি। অভিজাত লোকটির স্বর্ণমুদ্রাগুলি নাড়াচাড়া করতে এত সুখ পেতেও দেখেনি সে তাঁকে। সন্ধ্যার সময়টিতে একটা অশুভ সন্দেহ ইপোলিতের সুখ নষ্ট করে দিল, তাকে করে তুলল সন্দিগ্ধ। এটা কি সত্য যে মাদাম দ্য রুভেই জুয়া খেলে জীবনধারণ করেন? ঋণ পরিশোধ করার জন্মই কি এখন খেলছেন তিনি? অথবা প্রয়োজনের খাতিরেই কি এত উৎসাহ? হয়তো বাড়ী ভাড়া দিতে পারেন নি? মনে হল বৃদ্ধ লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিছুতেই টাকা বেরিয়ে যেতে দেবেন না। এই দরিদ্রের ঘরে ধনী ব্যক্তিটি কিসের আকর্ষণে আসেন? আগে আদেলেদের সঙ্গে এমন একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নিজের আয়ত্ত সেই স্বাধীনতাকে কেন তিনি বিসর্জন দিলেন, বিশেষ করে তা যখন তাঁর প্রাপ্য ছিল? এই অনিচ্ছাকৃত ভাবনা বৃদ্ধ লোকটি ও বৃদ্ধা মহিলাটির দিকে তাকাতে ওকে উৎসাহিত করল। তাঁদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভাব এবং আদেলেদ্ ও শিল্পীর প্রতি তীর্যকদৃষ্টিতে তাকানো শিনারকে অসন্তুষ্ট করে তুলল। 'ওঁরা কি আমাকে প্রতারণা করছেন?' অবশেষে সে ভাবল—এ ভাবনা ভয়ঙ্কর এবং অবমাননাকর। এ চিন্তা তাকে নিপীড়ন করল। বৃদ্ধ লোকটি চলে যাওয়ার পরেও সে থাকবে স্থির করল। তার সন্দেহ সঠিক কি মিথ্যা সেটা সে যাচাই করতে চায়। আদেলেদকে টাকা দেওয়ার জন্ম সে পার্স বার করল। কিন্তু যন্ত্রণাকর সেই চিন্তা তাকে অন্যমনস্ক করে তুলল, পার্সটি রেখে দিল সে

টেবিলের ওপর এবং কিছুক্ষণের জন্য নানা ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়ল। সহসা নিজের চুপ করে থাকার জন্য লজ্জিত হয়ে উঠে পড়ল সে। মাদাম ড্য ক্রুভেইএর কয়েকটি গতানুগতিক প্রশ্নের উত্তর দিল। উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে গেল সে বৃদ্ধা মহিলার দিকে। সতর্কতার সঙ্গে মহিলার জীর্ণ মুখটি সে পর্যবেক্ষণ করতে চায়। তারপর হাজার সংশয়ের শিকার হয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। কয়েক ধাপ নিচে নেমে ভুলে যাওয়া পার্সটি তুলে আনার জন্য সে আবার ফিরে এলো।

আদেলেদ্‌কে বলল সে, 'পার্সটা ফেলে গেছি।'

'কৈ না তো।' লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল আদেলেদ্‌।

'আমার মনে হল এখানে ফেলে গেছি,' তাদের টেবিলটা দেখিয়ে বলল শিনার। আদেলেদ্‌ ও মায়ের জন্য এখন সে লজ্জা বোধ করতে লাগল, কারণ টেবিলের ওপর পার্সটি দেখতে পেল না সে। একটা হতবাক করা দৃষ্টি ফুটে উঠল ওর চোখে। মহিলা দু'জন প্রথমে হেসে উঠলেন। শিনারের মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ওয়েষ্টকোটের পকেটে হাত দিয়ে সে বলল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। সম্ভবত পার্সটি আমি পকেটে তুলে রেখেছি।'

পার্সটির একটা ঘরে পনেরটা লুই ছিল আর সামান্য খুচরো। কিন্তু চুরিটা এত স্পষ্ট এবং তা এমন নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করা হল যে প্রতিবেশিনীদের নীতিহীনতায় শিনারের আর কোন সংশয় রইল না। পা কাঁপছিল তার। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে, গা দিয়ে ঝরছে ঘাম। সারা শরীরে যেন একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সে বুঝল তার আর হাঁটার মতো অবস্থা নেই। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্য একটা ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ আবেগের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত এখন। এতদিন যা দেখে এসেছে সেই নানারকমের ব্যাপারগুলি স্মৃতি থেকে তুলে আনল সে। আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি সামান্য বিষয়, কিন্তু সেগুলিই তার সংশয়কে সমর্থন করল। সেগুলি এই সর্বশেষ কাজটির সত্যতা প্রমাণ করে দুই মহিলার চরিত্র ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে ওর চোখ খুলে দিল। ছবিটি আঁকা শেষ হওয়া পর্যন্ত কি ওরা পার্স চুরির জন্য অপেক্ষা করেছিল? পূর্ব-পরিকল্পিত মনে হওয়ায় যেন তা আরও ঘৃণিত বলে বোধ হল। যখন মনে পড়ল আদেলেদ্‌ দু'দিন ধরে ছোট্ট মেয়ের কৌতূহল নিয়ে পার্সটির বিশেষ ধরণের সূচীকর্মটি পরীক্ষা করে দেখেছিল তখন ওর যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। সম্ভবত পার্সের মধ্যে কত টাকা ছিল তাই পরীক্ষা করে দেখছিল সে। পার্সটি পরীক্ষা করতে করতে মেয়েটি সরল মনে ওকে নিয়ে মজা করছিল; কিন্তু সম্ভবত ওর লক্ষ্য ছিল যেদিন টাকার পরিমাণটা চুরি করার মতো হবে

সেদিনটির দিকে। বৃদ্ধ এ্যাড্‌মিরালের আদলেদকে বিয়ে না করার যথেষ্ট কারণ আছে, হয়তো তাহলে মা চেষ্টা করতেন · '

এইসব কথা চিন্তা করে সে মাথা নত করল, যা ভাবছিল তা শেষ করল না। কিন্তু এ ভাবনাব বিপরীত অন্য একটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাবনা এলো ওর মনে। 'মা যদি তাঁর মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান তাহলে আমার পার্স নিশ্চয় চুরি করতেন না।' কিন্তু যে মোহ ও ভালবাসা ওর মধ্যে গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে তা থেকে নিজেকে সে আর মুক্ত করতে চাইল না। ক্ষতিটাকে সে দৈবের ওপর ফেলে ব্যাখ্যা করতে চাইল। 'পার্সটি হযতো মেঝের কোথাও পড়ে গেছে', নিজেকে বোঝালো সে, 'আরাম কেদারার ওপরও পড়তে পারে। হয়তো পার্সটি আমার কাছেই আছে, এমন অন্যমনস্ক আমি।' দ্রুত নিজের মধ্যে অন্বেষণ চালালো সে, কিন্তু সেই অভিশপ্ত পার্সটি পাওয়া গেল না। মুহূর্তের পর মুহূর্তে সেই নিষ্ঠুর সত্যটি ওব স্মৃতিব মধ্যে ভেসে উঠল। টেবিলের ওপর রাখা পার্সটি সে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এখন যখন চুরি সম্পর্কে আব কোন সংশয় রইল না তখন আদেলেদের জন্য নানা অজুহাত খুঁজে বাব করতে ব্যস্ত হল সে। সে নিজেকে বোঝালো দুর্ভাগ্য, মানুষেব সম্পর্কে এত তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। সন্দেহ নেই এই কাজের পেছনে কোন গোপন রহস্য আছে যা মনে হয় অবমাননাকর। মেয়েটির গর্বিত ও অভিজাত রূপটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হোক সেটা শিনার চায় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রেমের যে কাব্য কল্পনা সবকিছুকে সৌন্দর্যময় করে তোলে তা যেন নেই এই দারিদ্র্য-পীড়িত ফ্ল্যাটের মধ্যে। সে ঘরটিকে দেখল ধুলিধুসর এবং আগোছালো। মনে হল এটা যেন গৃহটির ভেতরের জীবনেরই প্রতিফলন ঘৃণিত, অলস এবং দুষ্ট। পারিপার্শ্বিক বস্তুর উপর আমরা কি আমাদের অনুভূতিগুলির ছাপ ফেলি না ?

নিদ্রাহীন রাত কাটিযে সকালে বিছানা থেকে উঠল সে। একরাত্রির মধ্যে হৃদয়েব বেদনা অনেকখানি বেড়ে গেছে ওর—এটা গভীর নৈতিক অসুস্থতার ফল। অনুভূত সুখ তা সে যতই পূর্ণ হোক না কেন তার বিনষ্টির চেয়ে অনেক বেশি বেদনাদায়ক যে সুখের স্বপ্ন সে দেখেছে তাকে হারানো—একটা গোটা ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দেওয়া। স্মৃতির চেয়ে আশা কি বেশি সুখের নয় ? আমাদেব মন যখন হঠাৎ ধ্যানে মগ্ন হয় তখন তা যেন তীরহীন সমুদ্র, সেই সমুদ্রের গভীরতায় আমবা মুহূর্তের জন্য সাঁতার কাটতে পারি, কিন্তু সে গভীরতায় আমাদের প্রেম ভালবাসা ডুবে মরে। এ মৃত্যু ভয়ঙ্কর। অনুভূতিগুলো কি আমাদের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ নয় ? দুর্বল বা

বলবান যাই হোক কারও কারও সম্পূর্ণ আশা, আবেগ এবং মোহমুক্তিজনিত এই আংশিক মৃত্যু শরীর মনের গঠনে একটা বিরাট ধ্বংস নিয়ে আসে। যুবক শিল্পীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। সকাল সকাল বাড়ি ছেড়ে বেরোল সে, ট্যুইলারিস্ গার্ডেনে শীতল ছায়ায় বেড়াবার জন্য রওনা হল। এখন সে চিন্তামগ্ন, বাইরের পৃথিবী ডুবে গেছে তার কাছে। এখানে দেখা হয়ে গেল অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে, স্কুল আর স্টুডিওর সঙ্গীদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে সে কাটাতে পারে ভাই-এর চেয়েও ভাল সম্পর্কের ভিত্তিতে।

'ইপোলিৎ, তোমার ব্যাপার কি বলো তো?' ফাঁসোয়া মুশেত্ জিজ্ঞেস করল। মুশেত্ যুবক ভাস্কর। সম্প্রতি সেরা পুরস্কারটি লাভ করেছে সে। শীঘ্রই ইতালী যাবে।

ইপোলিৎ গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি খুব অসুখী।'

'একমাত্র হৃদয়ঘটিত কোন ব্যাপারই তোমাকে কষ্ট দিতে পারে। ধনসম্পদ, খ্যাতি, সম্মান সবই তো পেয়েছো তুমি।'

শিল্পী যুবকটি ক্রমশঃ ওর হৃদয়টি উদ্ঘাটিত করে দিল, স্বীকার করে ফেলল নিজের প্রেমের কথা। রুক্ষ সুরেন এর পাঁচতলার যুবতী মেয়েটির কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে মুশেত্ হেসে বলল, 'থামো। "এ্যাসামশান"এ প্রতিদিন সকালে আমি মেয়েটিকে দেখি। ওর সঙ্গে তো আমি প্রেম করছি। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, আমরা সকলে তাকে জানি। মেয়েটির মা একজন কাউন্টেস্। পাঁচতলার বাস এমন কোন কাউন্টেসের কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়। জানি তুমি স্বর্ণযুগের মানুষ। এই রাস্তায় প্রতিদিন আমরা মেয়েটির বৃদ্ধা মাকে দেখি। কিন্তু মহিলার মুখ, তার চেহারা সমগ্র কাহিনীটি উদ্ঘাটিত করে দেখায়। কেন? ভদ্রমহিলা যেভাবে তাঁর ব্যাগটি ধরেন তাতে কি তুমি অনুমান করতে পারো না তিনি কি?'

দুই বন্ধু অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল আরও অনেক যুবক। তারা সবাই মুশেত্ ও শিনারকে চেনে। ভাস্কর যুবকটি ব্যাপারটা তেমন গভীর নয় মনে করে শিল্পীর অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানিয়ে দিল।

'সেই ছোট মেয়েটিকে শিনারও দেখেছে', বলল সে।

নানা মন্তব্য ও হাসিঠাট্টা হল। যে ধরণের উচ্ছল এবং নির্দোষ মজা শিল্পীদের মধ্যে চলে তাই চলতে লাগল; কিন্তু কথাগুলি ইপোলিৎকে অত্যন্ত কষ্ট দিল। অন্তরের শালীনতাবোধ তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল। নিজের হৃদয়ের গোপন ভাবনাকে এমনভাবে হালকা চালে বিবেচিত হতে দেখে তার

হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল, চূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। তীক্ষ্ণ মেয়েটি এমন অনুভূতি-শূন্য সত্য মিথ্যা বিচারের সামগ্রী হয়ে ওঠায় শিনরের অস্বস্তি বেড়ে গেল। এমনভাব দেখাল সে যেন একটা বিরুদ্ধভাবের দ্বারা পরিচালিত। গম্ভীরভাবে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল যে তারা যা বলছে তার কোন প্রমাণ আছে কিনা। এর ফলে ওদের ঠাট্টা মস্করা আরও বেড়ে গেল।

'কিন্তু বন্ধু, তুমি ব্যারনেলের শালখানা দেখেছো?' সুশেত্‌ জিজ্ঞেস করল। প্রোসের ষ্টুডিওর একজনও আর্টের ছাত্র জোসেফ্‌ ব্রিদো বলল,' মেয়েটি সকালে যখন "এ্যাসামশান" অনুষ্ঠানে যায় তখন কি তুমি তাকে অনুসরণ করেছো?

ক্যারিলেচারিষ্ট বিক্সো বলল, 'অনেক গুণের মধ্যে একটা গুণ এই যে মায়ের একটা ছাইরঙা পোষাক আছে। ওটাকে আমি আদর্শ পোষাক বলে মনে করি।'

'শোন ইপোলিৎ,' ভাস্কর বন্ধু বলল,' চারটের সময় এখানে চলে এসো। মা ও মেয়ে কি ভাবে হাঁটে তা পরীক্ষা করে দেখো। তারপরেও যদি তোমার কোন সংশয় থাকে তবে তোমার জন্য কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার দারোয়ানের মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষমতাও রাখো তুমি।'

নানা বিরুদ্ধ অনুভূতির শিকার হয়ে শিনার বন্ধুদের ছেড়ে চলে এলো। ওর মনে হল আদেলেদ ও তার মা এইসব অভিযোগের অনেক উর্দ্ধে। এই সুন্দর সরল মেয়েটির পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ করার জন্য হৃদয়ের গভীরে সে একটা অনুশোচনা অনুভব করতে লাগল। ষ্টুডিওতে ফিরে গেল সে। আদেলেদদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনেটা পার হয়ে যেতে যেতে সে একটা যন্ত্রণা অনুভব করল। এ যন্ত্রণা সম্পর্কে কোন মানুষ ভুল করতে পারে না। মিস্ দ্য রুভেইকে সে এমন গভীর আবেগে ভালবাসে যে পার্সটি চুরি যাওয়া সত্ত্বেও তাকে ভাল না বেসে পারে না সে। তার ভালবাসা শেভালিয়ে দ্য গ্রিউর মতো যিনি পতিতা মেয়েদের জেলে নিয়ে যাওয়ার গাড়ীতে নিজের দয়িতাকে দেখেও তাকে ভালবাসেন এবং পবিত্র মনে করেন। 'কেন আমার প্রেম তাকে নারীর মধ্যে পবিত্রতম করে তুলবে না? কেন বন্ধুতার হস্ত প্রসারিত করে না দিয়ে তাকে পাপ ও মন্দের পথে ঠেলে দেবে?' সৎকর্মের এই ভাবনাটাই সে পছন্দ করে। প্রেম সব কিছুকেই নিজের সপক্ষে টেনে আনে। নারীর কাছে সৎপ্রতিভার ভূমিকা পালন করার চেয়ে অন্য কোন কিছু যুবককে বেশি আকৃষ্ট করে না। এই কাজের মধ্যে অনির্বচনীয় রোমান্টিক কিছু আছে যা আবেগান্বিত হৃদয়ের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। চূড়ান্ত ভক্তির এটা কি মহত্তম ও উদারতম রূপ নয়? অন্যের প্রেম যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরে যায় তখন তুমি গভীর প্রেমে—সর্বত্র

এটা জানায় মধ্যে কিছু মহত্ব নেই? ইপোলিৎ ষ্টুডিওতে বসে কোন কাজ না করে ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। অশ্রু বিন্দুর মধ্য দিয়ে দেখল ছবিটি। চোখে টলমল করছে অশ্রু, হাতে তার তুলি। সে উঠে গেল ক্যানভাসের কাছে যেন ছবির রঙ একটু হালকা করতে চায় সে। কিন্তু ছবিটি স্পর্শ করল না সে। এ রকম যখন অবস্থা তখন রাত্রি নামল। অন্ধকার ওকে চিন্তার মগ্নতা থেকে জাগিয়ে তুলল। নিচে নেমে এলো সে। সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল বৃদ্ধ এ্যাডমিরালের সঙ্গে, অভিনন্দন জানবার সময় গম্ভীরভাবে তাকাল সে এবং সত্বর শয়ন ত্যাগ করল। প্রতিবেশিনীর বাসায় যাওয়ার ইচ্ছাই ওর ছিল, কিন্তু আদেলেদের রক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সময় ওর হৃদয় যেন তুষারে পরিণত হয়ে গেল, সব ইচ্ছা মুহূর্তে অন্তর্হিত হল। শত বিস্ময় ওকে অভিভূত করল। কোন্ উদ্দেশ্যে এই নারী হৃদয় ভঙ্গকারী লোকটি এখানে আসে? বছরে আশি হাজার লিব্‌র আয়ের লোকটি কি উদ্দেশ্যে প্রতি সন্ধ্যায় পাঁচতলায় এসে চল্লিশ ফ্রাঁ করে হেরে যান? শিনার ভাবল ওঁর উদ্দেশ্য কি সে যেন অনুমান করতে পারছে। পরের দিন এবং তার পরের দিনগুলিতে ইপোলিৎ নিজেকে কাজে মগ্ন রাখল এবং ভাবের আবেগ ও সৃষ্টিশীল কল্পনার শক্তি দিয়ে এই আবেগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চেষ্টা করল। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হল না। কাজ সান্ত্বনা দিল কিন্তু আদেলেদের সান্নিধ্যে কাটানো দিনগুলি আবেগান্বিত মুহূর্তগুলি কিছুতেই স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে সমর্থ হল না সে।

এক সন্ধ্যায় ষ্টুডিও ছেড়ে বাইরে এসে দেখতে পেলো মহিলাদের ঘরের দরজাটি আধ-খোলা। জানালার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি এবং দরজার অবস্থানের জন্য আদেলদকে দেখতে পেল না সে, কিন্তু তাকে না দেখে পাশ দিয়ে যেতে পারল না সে। নিস্পৃহ অবহেলায় এক আবেগহীন দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটিকে দেখে মাথা নত করল সে। কিন্তু নিজের হৃদয় দিয়ে সে বুঝল মেয়েটির কষ্টের কথা। এই দৃষ্টি এবং নিস্পৃহভাব প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে কি পরিমাণ তিক্ত দুঃখের জন্ম দিতে পারে সেকথা চিন্তা করে হৃদয়ের অভ্যন্তরে এক গভীর বেদনা অনুভব করল সে। দুইটি প্রফুল্ল পবিত্র হৃদয়ের মধুরতম আনন্দের ওপর এক সপ্তাহের অবহেলা চাপানো, একটা গভীরতম ও চরম ঘৃণা···কি ভীষণ পরিণতি! হয়তো পার্সটি আবার পাওয়া গেছে, হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় আদেলেদ্ তার জন্য অপেক্ষা করছে। এই সরল স্বাভাবিক ভাবনাগুলি প্রেমিকের মনে আরও অনুশোচনা জাগিয়ে তুলল। নিজেকে প্রশ্ন করল সে মেয়েটি যে ভালবাসা তাকে দেখিয়েছে, আর মেয়েটি প্রেম রঞ্জিত যে আনন্দময় সংলাপ তাকে মুগ্ধ করেছে তাকি অন্তত একবারের জন্য হলেও অনুসন্ধানের

অপেক্ষা রাখে না ? সপ্তাহ ধরে নিজ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাগুলি দমন করে রাখার জন্য সে লজ্জিত হল এবং দমন করার এই আপ্রাণ চেষ্টাকে প্রায় অপরাধ বলে বিবেচনা করে সন্ধ্যায় সে মাদাম দ্য কুভেই এর ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হল। আদেলেদ্‌কে দেখামাত্র তার সমস্ত সন্দেহ সমস্ত অশুভ চিন্তা অন্তর্হিত হল। আদেলেদ ফ্যাকাশে এবং রোগা হয়ে গেছে।

মাদাম দ্য কুভেইকে অভিবাদন জানিয়ে সে আদেলেদ্‌কে বলল, 'কি হয়েছে তোমার ?'

আদেলেদ্‌ কোন উত্তর দিল না ; কিন্তু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বিষণ্ণ এবং নিরুৎসুক সে দৃষ্টি দেখে বেদনাহত হল শিনার।

বৃদ্ধা বললেন,' 'নিশ্চয় কাজে খুব ব্যস্ত ছিলে। অনেক বদলে গেছ তুমি। আমাদের জন্যই এমন করে ষ্টুডিওতে বন্দী রেখে কাজ করতে হল তোমার। আমাদের ছবির জন্য তোমাকে নিশ্চয় অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ছবি ফেলে রাখতে হয়েছে—সে ছবিটি তোমার খ্যাতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

ইপোলিতের দুর্ব্যবহারের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা শুনে সে সুখী হল। 'হ্যাঁ', বলল, সে, 'খুব ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছে··'

এ কথায় আদেলেদ্‌ মাথা তুলে দয়িতার দিকে তাকিয়ে দেখল ওর ব্যাকুল চোখগুলি থেকে অভিযোগের ভাব যেন অন্তর্হিত হল মুহূর্তে।

বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ভেবেছো তোমার ভালমন্দ কি ঘটল তার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন ?'

'আমি ভুল করেছি', উত্তরে বলল সে, 'তবু এমন সব সমস্যা থাকে যা কাউকে বলা যায় না। আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় যত দিনের তার চেয়েও দীর্ঘ সময়ের বন্ধুদেরও তা বলা যায় না।'

'বন্ধুত্বের সততা ও শক্তি সময় দিয়ে মাপা যায় না। আমি দেখেছি দীর্ঘ দিনের বন্ধুরা পরস্পরের দুর্ভাগ্যের জন্য এক বিন্দুও অশ্রুপাত করে না।' মাথা নেড়ে বললেন ব্যারনেস।

যুবক শিল্পী আদেলেদ্‌কে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হয়েছে কি ?'

'কিছু হয়নি ওর' ব্যারনেস উত্তর দিলেন। 'বেশি রাত জেগে জেগে ও একটা সেলাই-এর কাজ শেষ করেছে। দু'একদিন দেরী হলে কিছু হবে না বললেও ও আমার কথা শোনে নি।'

ইপোলিৎ কোন কথা শুনছে না। এই দু'টি শান্ত পবিত্র মুখ দেখে তাঁদের সন্দেহ করার জন্য লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠল। ভাবল অজানা কোন দুর্ঘটনায় পার্সটি হারিয়ে গেছে। সন্ধ্যাটি ওর কাছে আনন্দময় হয়ে উঠল।

হয়তো বা আদেলেদের কাছেও কতকগুলি গোপন বিষয় আছে যা তরুন হৃদয় কত সহজেই বোঝে! আদেলেদ্ ইপোলিতের ভাবনাগুলো অনুমান করতে পারে। নিজের ভুলের স্বীকারোক্তি না করলেও যুবক শিল্পী তা মেনে নেয়। দয়িতার কাছে সে ফিরে আসে আরও প্রেমময় ও অনুরাগী হয়ে। এভাবে সে যেন নিজের জন্য নীরব ক্ষমা আদায় করে নিতে চায়। আদেলেদ একটা পূর্ণ এবং মধুর সুখের অনুভূতি লাভ করল। তার জন্য যে নিষ্ঠুর কষ্ট তাকে পেতে হয়েছে তাও খুব উচ্চমূল্য বলে মনে হল না ওর। তা সত্ত্বেও তাদের বিশুদ্ধ সুর, মোহিনী মায়ায় পূর্ণ পারস্পরিক বোঝাপড়া বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ব্যারনেস দ্য রুভেই-এর একটি কথায়।

'আমরা কি খেলতে সুরু করব?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি. 'আমার পুরোনো বন্ধু কারপাকুয়েৎ আমার ওপর রাগ করেছেন।'

এই মন্তব্য যুবকশিল্পীর সমস্ত ভয়গুলোকে আবার জাগিয়ে তুলল। আদেলেদের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ; কিন্তু তার মুখে সে দেখল শুধু একটা সৎস্বভাবের ছবি। কোন গোপন ভাবনা তার সৌন্দর্য নষ্ট করেনি। তার ভদ্রতার মধ্যে ছলনা নেই, তার রসিকতা অত্যন্ত শিষ্ট এবং কোন অনুতাপ তাঁর শান্তভাব নষ্ট করেনি। সুতরাং তাদের টেবিলে বসল সে। আদেলেদ্ শিল্পীকে দেখিয়ে দেবার বায়না ধরল এই বলে যে সে পিকেট খেলা জানে না এবং আদেলেদের সাহায্য তার দরকার। খেলার সময় মাদাম দ্য রুভেই ও তাঁর মেয়ের মধ্যে ইঙ্গিতে কথাবার্তা চলছিল। ইপোলিৎ এতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কারণ সেদিন সে জিতছিল। কিন্তু শেষ পর্যায়ে খেলার কৌশল প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জনকেই ব্যারনেসের কাছে ঋণী করে তুলল। শিনার পকেটে ভাঙ্গানির জন্য খোঁজ করতে গিয়ে টেবিল থেকে হাত তুলে নিল। হঠাৎ নিজের সামনে সে দেখল একটি পার্স। মেয়ে কখন ইপোনিতের অজ্ঞাতে সেটা রেখে দিয়েছে টেবিলের ওপর। পুরোনো পার্সটি তখনও হাতে ধরে আছে হতভাগ্য মেয়েটি। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য মাকে টাকা দেবার ছল করে সে পার্সটির মধ্যে দেখছিল। মুহূর্তে ইপোলিতের সমস্ত রক্ত যেন হৃদপিণ্ডে ছুটে গেল, মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। পুরোনো পার্সের বদলে যে নতুন পার্সটি রাখা হয়েছে তা সোনার ছোট ছোট পুঁতি দিয়ে এমব্রয়ডারি করা এবং তার মধ্যে সযত্নে রাখা হয়েছে সেই হারানো পনেরটি লুই। গ্রন্থি ও রেশমী ঝালরগুলি আদেলেদের উন্নত রুচির সাক্ষ্য দিচ্ছে। সন্দেহ নেই এই সুন্দর সূচীকর্মটিকে অলঙ্কৃত করার জন্য সে তার সারাজীবনের সঞ্চয় ব্যয় করে ফেলেছে। শিল্পীর ছবিটির পুরস্কার স্বরূপ স্নেহের

নিদর্শন হিসেবে এর চেয়ে সূক্ষ্ম কোন জিনিষ ভাবা অসম্ভব। আনন্দে অভিভূত ইপোলিৎ আদেলেদ্ ও ব্যারনেসের দিকে ফিরে তাকাল। দেখল সে এই সহৃদয় ছলনার জন্য তাঁরা সুখী এবং সেই সুখে তাঁদের শরীর স্পন্দিত হচ্ছে। নিজেকে তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, নিচ এবং নির্বোধ বলে বোধ হল। শাস্তি দিয়ে নিজের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিতে পারত সে। চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল শিনারের। একটা অপ্রতিরোধ্য আবেগে তাড়িত হয়ে উঠে পড়ল সে, দু হাত দিয়ে আদেলেদ্‌কে কাছে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল, কপালে এঁকে দিল চুম্বন। তারপর শিল্পীর সহজ স্বভাব বশত ব্যারনেসের দিকে তাকিয়ে সে উচ্চস্বরে বলল, 'আমায় ওকে বিয়ে করার অনুমতি দিন।'

ছদ্মরাগের ভাব দেখিয়ে আদেলেদ্ ওর দিকে তাকালো। মাদাম দ্য রুভেই একটু যেন বিস্মিত হলেন। ভাবতে লাগলেন উত্তরে কি বলবেন তিনি। এমন সময় দরজায় বেলের শব্দে বাধা পেলেন তিনি। বৃদ্ধ ভাইস এ্যাড্‌মিরাল তাঁর সঙ্গী ও মাদাম শিনারকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। মায়ের কাছ থেকে নিজের দুঃখ গোপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল শিনার। তার দুঃখের কারণ অনুমান করে মাদাম শিনার তাঁর পুরোনো বন্ধুদের কাছে আদেলেদ্ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। কাউন্ট দ্য কারগারুয়েতের অজানতে যে কুৎসা মেয়েটিকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে মাদাম শিনার ভাইস্ এ্যাড্‌মিরালকে সেসব বল্লেন (মাদাম শিনার কারগারুয়েতের নাম দারোয়ানের কাছ থেকে জেনেছিলেন)। ক্রুদ্ধ এ্যাড্‌মিরাল বলে উঠেছিলেন তিনি 'পশুটার কান কেটে ছাড়বেন।' রাগে উত্তেজিত হয়ে এ্যাড্‌মিরাল মাদাম শিনারকে বললেন তাস খেলায় তাঁর ইচ্ছাকৃত হারার কথা, কারণ এই চতুর পদ্ধতি অবলম্বন না করলে ব্যারনেস্ অহঙ্কারের বশে কোন সাহায্য গ্রহণ করতেন না।

মাদাম শিনার মাদাম দ্য রুভেইকে অভিবাদন জানালেন। ব্যারনেস্ তাকালেন কাউন্ট দ্য কারগারুয়ে ও শিভালিয়ে দু'হালগার দিকে (তিনি পূর্বতন কাউন্টেস দ্য কারগারুয়েতের ভক্ত ছিলেন), তাকালেন ইপোলিৎ ও আদেলেদের দিকে, তারপর বিচলিত হয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে আজ সন্ধ্যায় আমরা পারিবারিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছি।' (১৮৩২)

ডঃ বির্যাকোঁর কাছে সূক্ষ্ম শরীর বিজ্ঞানের তত্ত্বের জন্ম বিজ্ঞান জগত ঋণী। তিনি যৌবনে পারির 'স্কুল অফ্ মেডিসিন'-এর খ্যাতিমান চিকিৎসকদের মধ্যে নিজের আসনটি কায়েম করে নিয়েছিলেন (জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে এটা সমগ্র ইউরোপের চিকিৎসকদের কাছে সম্মান পেয়ে থাকে)। ডঃ বির্যাকোঁ মেডিসিনে নিজেকে নিয়োগ করবার আগে বহুদিন শল্য চিকিৎসক হিসেবেই প্র্যাকটিস্ করে এসেছেন। তাঁর প্রথম জীবনের জ্ঞানন্মেষ পরিচালিত হয়েছিল ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসক বিখ্যাত দেপ্রাঁর দ্বারা। দেপ্রাঁ বিজ্ঞান জগতের উপর উল্কার মতো ছুটে গিয়েছিলেন। এমন কি তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করেছেন তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেপ্রাঁ তার পদ্ধতিটিও সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। বস্তুত তা অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। সব প্রতিভার মতো তাঁরও কোন উত্তরাধিকারী নেই। নিজের বিদ্যা তিনি নিজের মধ্যে রেখেছিলেন এবং মৃত্যুর সঙ্গে তিনি তা নিয়েও গেছেন। শল্য-চিকিৎসকের খ্যাতি নটের মতো। যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকেন ততদিন তাঁদের খ্যাতিও থাকে, মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিভার মূল্য আর কেউ বোঝে না। নট এবং শল্য চিকিৎসক মহান গায়ক এবং এমন কি যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী ব্যক্তিও যিনি বাজনা বাজিয়ে সঙ্গীতের মহিমাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিতে পারেন—তাঁরা সবাই ক্ষণকালের নায়ক। তাঁদের ক্ষণস্থায়ী প্রতিভার পরিণতির মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তার প্রমাণ দেপ্রাঁর জীবন। গতকালও যাঁর নাম লোকমুখে ফিরত আজ তা বিস্মৃত প্রায়। তাও এই খ্যাতি তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে ছিল সীমাবদ্ধ। সেটা উত্তীর্ণ হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু একজন পণ্ডিতের নাম বিজ্ঞান জগত থেকে মানবের সাধারণ ইতিহাস ধারার অংশ হয়ে উঠতে হলে নিশ্চয় প্রয়োজন হয়ে পড়ে অসাধারণ পরিস্থিতির। দেপ্রাঁর মধ্যে কি জ্ঞানের সেই বিস্তার ছিল যা মানুষকে একটা যুগের প্রতিনিধি বা প্রবক্তা করে তোলে? দেপ্রাঁর ঈশ্বরের মতো দৃষ্টি ছিল, তিনি রুগীকে বুঝতেন, বুঝতেন তার রোগ তাঁর স্বাভাবিক অথবা আহরিত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। এই অন্তর্দৃষ্টি বিশেষ ব্যক্তির সঠিক রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে তাঁকে। সাহায্য করে আবহাওয়ার অবস্থা ও মেজাজের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে অপারেশন করার সঠিক সময় ঘণ্টা মিনিট স্থির করতে। এইভাবে প্রকৃতির সহযোগিতা কামনায় তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন জীবন ও পাঞ্চভৌতিক বিষয়ের বিন্যাস

যা বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায় অথবা যা ধরিত্রী মানুষের কাছে এগিয়ে দেয়; তিনি এইসব আয়ত্ত করে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। কুভিয়েরের মতো তিনিও কি অনুমান ও সাদৃশ্যের এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন? সে যাই হোক এ লোকটি শরীরের রহস্য জানতেন; বর্ত্তমানকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি তার অতীত ও ভবিষ্যৎকে জেনেছিলেন। কিন্তু তিনি কি হিপোক্রেটিস্, গ্যালেন, এ্যারিষ্টটলের মতো নিজের মধ্যে ধরে রেখেছিলেন সব বিজ্ঞানকে? পরিচালিত করেছিলেন কি একটা পূর্ণধারাকে নব্য পৃথিবীর দিকে? না, তা করেন নি। মানবরসায়ণের নিয়ত পর্যবেক্ষক এই ব্যক্তিটির প্রাচীন বিজ্ঞানের মেজাইজম-এর জ্ঞান যদি অস্বীকার করা না যায় অর্থাৎ পদার্থের মিলন, জীবনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান, জীবনেরও আগের জীবন এবং জীবনের অস্তিত্বের পূর্বে তার অবস্থা বিচার করে ভবিষ্যতে তা কিরূপ নেবে তার জ্ঞান—এটা যদি অস্বীকার করা অসম্ভব হয়, তবু এটা বলা যায় যে দুর্ভাগ্যবশত এগুলি সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত থেকে গেছে। স্বার্থপরতার জন্য জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ আর আজ সেই একই স্বার্থপরতার জন্য তার খ্যাতিও বিলুপ্ত হতে চলেছে। প্রতিভা নিজের জীবন দিয়ে যে রহস্যকে উদ্ঘাটন করে আনে সে রহস্যকে সরবে ভবিষ্যতের কাছে ঘোষণা করার জন্য তাঁর কবরের উপর কোন প্রস্তরমূর্তিও আজ নেই। হয়তো দেপ্লাঁর প্রতিভা তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে এবং তাই মরণশীল। তাঁর কাছে পার্থিব পরিবেশ যাদু থলির মতো। গোলার মধ্যে রাখা ডিমের মতো পৃথিবীকে দেখেছিলেন তিনি এবং ডিম আগে, না মুরগী আগে তা জানতে পারেন নি। তাই মুরগী ও ডিম দুটোকেই অস্বীকার করেছেন। মানুষের পূর্বপুরুষ যে পশু তা তিনি বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করেন না শরীরাতীত আত্মাকেও। দেপ্লাঁ সংশয়ী নন, নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন তিনি। তিনি সরল ও অবিমিশ্র নাস্তিকতায় অন্য বহু পণ্ডিতের মতোই। তাঁরা পৃথিবীর সেরা মানুষ কিন্তু সংশোধনের অতীত নাস্তিক, যে ধরণের নাস্তিক আছে বলে ধার্মিক লোকেরা মোটেই বিশ্বাস করেন না। যে ভদ্রলোকটি যৌবনকাল থেকে অপূর্ব পারদর্শিতায় জ্যান্ত মানুষের শরীরের ওপর কাটাছেঁড়া চালিয়ে যাচ্ছেন এবং পরীক্ষা করে যাচ্ছেন শরীরের কর্মধারা, অথচ ধর্মতত্ত্বের পক্ষে অপরিহার্য সেই আশ্চর্য আত্মাটির সাক্ষাৎ পেলেন না কখনও সেই ভদ্রলোকের পক্ষে আগে পরে বা বর্তমান জীবনে অন্য মত পোষণ করা একেবারেই অসম্ভব। দেপ্লাঁ স্বীকার করেন মানসকেন্দ্র, স্নায়ুকেন্দ্র এবং রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্র এগুলির প্রথম দু'টি পরস্পরের জন্য এমনভাবে কাজ করে যায় যে জীবনের শেষদিকে তিনি প্রায় এ বিশ্বাসে উপনীত

হয়ে যান যে শোনার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন প্রয়োজনই নেই, কিংবা দেখার জন্য নেই দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন এবং সবার অলক্ষ্যে নাভির স্নায়ুতন্ত্রই এই কাজগুলি চালিয়ে নিতে পারে। এইভাবে তিনি মানুষের মধ্যে দু'টি আত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং যদিও এই তত্ত্ব ঈশ্বর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বাক তবু এই ঘটনাই তাঁর নাস্তিকতার প্রমাণ। লোকে বলে শেষ পর্যন্ত অননুতপ্ত থেকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি, যেমন মৃত্যুবরণ করে থাকেন দুর্ভাগ্যবশত বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি।

সত্যিকারের মহান এই ব্যক্তিটির অনেক ক্ষুদ্রতা ছিল। যে শব্দটা ব্যবহার করে তাঁর শত্রুরা ঈর্ষাবশত তাঁর খ্যাতি বিনষ্ট করতে চায় সেই শব্দটাই ব্যবহার করা হল; কিন্তু এগুলিকে চরিত্রের আপাত অসামঞ্জস্য বলাই ঠিক। যে যুক্তির সাহায্যে উন্নতমনা মানুষের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা হতে পারে তা জানা না থাকায় ঈর্ষাপ্রবণ বা নির্বোধ লোকেরা শীঘ্রই সামান্য কয়েকটি বাহ্যিক অসামঞ্জস্যের সুযোগ নিয়ে অভিযোগ উপস্থিত করে এবং তাৎক্ষণিক রায় দিতে কসুর করে না। পরে আক্রান্ত বিষয়টি সফলতার শিরোপা পেলেও, প্রস্তুতির সঙ্গে পরিণতি সম্পর্কিত হয়ে উঠলেও কিছু কিছু পূর্ব-আরোপিত মিথ্যা অপবাদ থেকেই যায়। এইভাবে আমাদের সময়ে নেপোলিয়ঁর ঈগলের ডানা যখন ইংলণ্ডের ওপর পাখা মেলে দেয় তখন তিনি ভৎসিত হন; কিন্তু ১৮০৪ সালের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে হলে ১৮২২ সালের ঘটনাটি এবং বুলোনের চ্যাপ্টা তলবিশিষ্ট নৌকোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দেপ্লঁার খ্যাতি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনাক্রমণীয় হওয়ায় তাঁর শত্রুরা তাঁর অদ্ভুত ব্যবহার ও চরিত্রকেই আক্রমণ করতে লাগল। বস্তুত ইংরেজরা যাকে খেয়ালী বলে তিনি ছিলেন তাই। এক সময় তিনি ট্রাজিক অভিনেতা ক্রেবিলোঁর মতো বেশ জাঁকালো পোষাক পরে থাকেন, আবার কোন সময় বা দেখা যায় পোষাকের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক তাচ্ছিল্য। কোন সময় তাঁকে গাড়ী চড়তে দেখা যায়, কোন সময় বা পায়ে হাঁটেন। কখনও তিনি বদ মেজাজী, কখনও অনুকম্পায়ী। তা সত্ত্বেও তাঁর নির্বাসিত শাসকদের হাতে নিজের সম্পদ তুলে দিতে পারেন তিনি আর তাঁরাও কিছু সময়ের জন্য তা গ্রহণ করে তাঁকে সম্মানিত করেন। কোন ব্যক্তিই বোধহয় এমন বিপরীত ধারণার জন্ম দেয় না। যদিও 'অর্ডার অব সেন্ট মাইকেল' (চিকিৎসকরা এটা পাওয়ার চেষ্টা করেন না) পাওয়ার জন্য রাজসভায় তিনি নিজের পকেট থেকে 'বুক অব আওয়ার্স' পর্যন্ত ফেলে দিতে পারেন, তবু আপনি নিশ্চিত জানবেন এ কাজের জন্য মনে মনে হাসছেন তিনি। মানুষের প্রতি একটা প্রচণ্ড ঘৃণা তিনি

পোষণ করেন। উপর এবং নিচে থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি, তাদের গম্ভীর ও অত্যন্ত ক্ষুদ্র কর্মধারা রূপায়ণের সময়ে সততার সঙ্গে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাদের বিস্মিত করেছেন। মহান ব্যক্তির গুণগুলি একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে। এই মহৎ মানুষগুলির মধ্যে কেউ যদি বুদ্ধির চেয়ে প্রতিভা বেশি ধরেন, যে মানুষটি সম্পর্কে লোকে বলে, 'লোকটি বাকপটু' তাহলে সেই মানুষটির চেয়ে তাঁর বুদ্ধি বেশি। সব প্রতিভার মধ্যেই একটা নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি স্বীকৃত। এই অন্তর্দৃষ্টি হয়তো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে; কিন্তু যিনি ফুল দেখবেন তাঁকে সূর্যও দেখতে হবে। যে ডিপ্লোমেটের জীবনরক্ষা করেছেন তাঁকে যখন বলতে শোনেন, 'সম্রাট কেমন আছেন?' এবং উত্তরে যখন তিনি বলেন 'বিদূষকের জ্ঞান ফিরে আসছে মানুষটি পরে আসছে' তখন তাঁকে শুধু সার্জন অথবা চিকিৎসক বললেই চলবে না, তাঁকে বলতে হবে অত্যন্ত বাকপটু। সুতরাং মানবতার গভীর এবং ধৈর্যশীল কোন পর্যবেক্ষক দেপ্ল্যাঁর এই বাহ্যিক ব্যবহারের আতিশয্যকে বুঝতে পারবেন। চিকিৎসকটি নিজে যেমন বুঝেছিলেন তেমনি তাঁরা বুঝবেন যে দেপ্ল্যাঁ যেমন সার্জন হয়েছেন তেমনি হতে পারতেন মহান এক মন্ত্রীও।

যে হেঁয়ালীপূর্ণ ঘটনাগুলি সমসাময়িকদের কাছে দেপ্ল্যাঁর জীবন উদ্ঘাটিত করেছে তার মধ্য থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি কাহিনী আমরা বেছে নিয়েছি; কারণ এই হেঁয়ালীর সমাধান এই কাহিনীর অন্তিম পর্বে পাওয়া যাবে। যে নির্বোধ অভিযোগগুলো তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল তারও উত্তর আছে এর মধ্যে।

হাসপাতালে নিজের ছাত্রদের মধ্যে হোরেস বিয়াঁকোর সঙ্গেই দেপ্ল্যাঁর সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হোতেল দিউ হাসপাতালে হাউস সার্জন হিসেবে কাজ করার আগে হোরেস বিয়াঁকো মেডিসিনের ছাত্র ছিলেন। তখন তিনি লাতিন কোয়ার্টারে লা মাইসোঁ ভ্যাকুর নামে একটি দরিদ্র বোর্ডিং হাউসে থাকতেন। এই দরিদ্র যুবকটি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন সেখানে। এই বোর্ডিং হাউসকে জীবনের গলন্ত কড়াই বলা যেতে পারে, এখান থেকেই শুদ্ধ এবং অক্ষয় প্রতিভাগুলি বেরিয়ে আসে যেমন প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তাড়িত হয়েও নিটোল বেরিয়ে আসে হীরে। মুক্তি পাওয়া আবেগের সেই প্রচণ্ডতার মধ্যে তাঁরা আয়ত্ত করেন অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ সততা। নিয়ত শ্রমের সাহায্যে নিষ্ফল ক্ষুধাকে দমন করে সংগ্রামে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন তাঁরা। প্রতিভার ভাগ্যে এই তো লেখা থাকে। হোরেস্ সৎ এবং অকপট যুবক, সম্মান প্রতিপত্তির ব্যাপারে কপটাচারে অসমর্থ। কোন ভণিতা না করে সোজাসুজি

বিষয়ের গভীরে চলে যান তিনি। বন্ধুর জন্য নিজের কোটটি পর্যন্ত বন্ধক দিতে পারেন যেমন, তেমনি দিতে পারেন তাঁর সময় ও রাত্রির আশ্রয়। সংক্ষেপে হোরেস হচ্ছেন এমন একজন বন্ধু যিনি দেওয়ার পরিবর্তে কি তিনি পেয়েছেন সে কথা একেবারেই ভাবেন না, কারণ তিনি জানেন তিনি যা দিয়েছেন তার চেয়ে পাবেন অনেক বেশি। হোরেসের প্রতি একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা রয়েছে তাঁর অধিকাংশ বন্ধুর। এটার কারণ তাঁর আড়ম্বরহীন সচ্চরিত্রতা। তাঁদের কেউ কেউ আবার তাঁর ভর্ৎসনাকে ভয় করেন। কৃত্রিম বিনয় না দেখিয়েই তিনি এই গুণগুলি ব্যবহার করেন। গোঁড়া তিনি নন, নীতিপ্রচারকও নন তিনি ; পরামর্শ দেবার সময় খুব সহজেই তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ নেন এবং সুযোগ পেলে আনন্দোৎফুল্ল হয়ে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে ভাল খানাপিনা উপভোগ করতে পারেন। সৈনিকের চেয়ে বেশি খুঁতখুঁতে নন, নাবিকের মতো কর্কশ ও বেআব্রু নন—এখনকার নাবিকেরা ধূর্ত রাজনীতিবিদদের মতো। তিনি ভদ্র যুবক, জীবনে তাঁর লুকোবার কিছু নেই। মাথা উঁচু রেখে এবং হৃদয়ে কোন ভার না নিয়ে তিনি হাঁটেন। এক কথায়, একাধিক অরেষ্টেসের পাইলেড্ তিনি—যেহেতু বর্তমানে উত্তমর্ণরা প্রাচীন গ্রীসের সর্প-কেশী দেবীদের বাস্তব রূপ পেয়ে গেছে। দারিদ্র্যকে একটা সুধীর মেজাজে তিনি গ্রহণ করেছেন। এটা তাঁর সাহসের শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যাদের কিছু নেই তাদের মতোই কোন গননও তাঁর নেই। উটের মতো বিচক্ষণ, হরিণের মতো তৎপর নীতি ও ব্যবহারে তিনি অচঞ্চল। যেদিন প্রখ্যাত সার্জন দেপ্লাঁ তাঁর সৎগুণ ও দুর্বলতাগুলোর প্রমাণ পেলেন এবং বন্ধুদের কাছে ডঃ হোরেসের মূল্য দ্বিগুণ বেড়ে গেল সেদিন থেকে বিয়াঁকোঁর সুখের দিন শুরু হল। চিকিৎসক প্রধান যখন কোন যুবককে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেন তখন লোকে বলে তিনি ঘোড়ায় চেপেছেন। দেপ্লাঁ সর্বদাই নিজের সহযোগী হিসেবে বিয়াঁকোঁকে ধনীগৃহে নিয়ে যেতেন। এসব জায়গায় প্রায় সর্বদাই কিছু না কিছু পুরস্কার দেপ্লাঁর ছাত্রের পার্সে ঢুকে পড়ত। আর এখানেই মফস্বলের এই যুবকটির সামনে প্যারীর জীবনের রহস্য উদ্ঘাটিত হতে লাগল। কন্সাল্টেশনের সময় দেপ্লাঁ তাঁকে নিয়ে যেতেন, কাজ করতে দিতেন। কোন কোন সময় ধনী রুগীর সঙ্গী হিসেবে তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় তাঁর প্রসার জমিয়ে দিলেন দেপ্লাঁ। এর ফল এই হল যে কিছুকাল পরে এই সার্জন প্রধান একজন অনুরক্ত ভক্ত পেয়ে গেলেন। এ দুজনের মধ্যে একজন খ্যাতির উচ্চতম শিখরে আরোহন করেছেন ; তাঁর বৃত্তির ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় তিনি এবং উপভোগ্য

করছেন অফুরন্ত সম্পদ ও সুনাম, আর অন্যজন হলেন গ্রীক বর্ণমালার শেষতম অক্ষর যেন—সম্পদহীন খ্যাতিহীন এক মানুষ। এ দুজন হলেন বন্ধুত্বে আবদ্ধ। মহান দেপ্লঁা তাঁর সহযোগীকে সব কিছু জানাতেন। বিয়াঁকো জানতে পারতেন চিকিৎসক প্রধানের পাশের চেয়ারটিতে কোন মহিলা বসেছেন কিংবা তাঁর বিখ্যাত সার্জারি কোটের ওপর মহিলাটি বসেছেন কিনা। এ কোটের ওপর চিকিৎসক নিজে ঘুমোতেন। তাঁর সিংহ ও বৃষের মতো মেজাজের রহস্য জানতেন বিয়াঁকো। এই মেজাজই শেষ পর্যন্ত তাঁর হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক বিস্তার ঘটিয়েছিল এবং হয়ে উঠেছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ। দেপ্লঁার অতিশয় ব্যস্ত জীবনের খামখেয়ালীপনা নিয়ে গবেষণা চালাতেন তাঁর শিষ্যরা; তাঁরা পর্যবেক্ষণ করতেন তাঁর নোংরা লোভের পরিকল্পনাগুলি, বৈজ্ঞানিকের পেছনে প্রচ্ছন্ন রাখা রাজনীতিবিদের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি। তাঁর হৃদয় কঠিন ছিল না, কিন্তু কঠিন হয়ে যাওয়া সেই হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটি অনুভূতির জন্য ভবিষ্যতে হতাশাই একমাত্র পরিণাম একথা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

একদিন বিয়াঁকো দেপ্লঁাকে বললেন সাঁ-জাকএর একজন দরিদ্র জলবাহক দারিদ্র্য ও ক্লান্তির ফলে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ১৮২১ সালের প্রচণ্ড শীতের সময় এই দরিদ্র শুধুমাত্র আলু খেয়ে প্রাণধারণ করেছে। দেপ্লঁা তার সমস্ত রোগীদের ছেড়ে ছুটলেন সেখানে। নিজের ঘোড়াটির মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন দরিদ্র লোকটির বাড়ী, সঙ্গে গেলেন বিয়াঁকো এবং নিজেই তাকে বয়ে নিয়ে এলেন বিখ্যাত দ্যুবোয়া প্রতিষ্ঠিত ফবুর্গ সাঁ-দ্যনির নার্সিং হোমে। দেপ্লঁা তার সেবাশুশ্রূষা করলেন, সারিয়ে তুললেন এবং ঘোড়া ও জল বইবার গাড়ী কেনার জন্য টাকা দিলেন। একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত এই আভারনাত্। বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়লে লোকটি তাকে সোজা দেপ্লঁার কাছে বয়ে নিয়ে এলো এবং তার হিতৈষী লোকটিকে বলল, 'আমি ওকে অন্য কোন চিকিৎসকের কাছে যেতে দেবো যেতে না।' দেপ্লঁা স্বভাবতই উগ্রপ্রকৃতি কিন্তু তিনি জল বাহকের হাত চেপে ধরলেন এবং বললেন, 'তাদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' কাঁতালের চাষীটিকে তিনি হোতেল দিউ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নিলেন, অত্যন্ত যত্ন নিয়ে তাকে চিকিৎসাও করলেন। বিয়াঁকো এর মধ্যেই লক্ষ্য করলেন দেপ্লঁার আভারনাত্দের প্রতি প্রবল অনুরাগ, বিশেষ করে জলবাহকের প্রতি। কিন্তু যেহেতু হোতেল দিউতে চিকিৎসার ব্যাপারে দেপ্লঁার এক ধরণের গর্বিত ভাব আছে তাই তাঁর ছাত্ররা এর মধ্যে খুব অদ্ভুত কিছু দেখতে পেলেন না.

একদিন বিয়াঁকো প্লেস্ সাঁ-স্যুলপিস পার হয়ে যেতে যেতে দেখলেন অধ্যাপক মহাশয় সকাল ন'টার সময় গির্জায় ঢুকে পড়লেন। জীবনের এই সময়ে তিনি কখনও গাড়ী ছাড়া এক পদও যান নি, কিন্তু সেদিন তিনি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং রু দ্য পেতিত্-লিয়ঁর দরজা দিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়লেন যেন তিনি এমন একটা বাড়ীতে ঢুকছেন যা অত্যন্ত কুখ্যাত। স্বভাবতই বিয়াঁকোর কৌতূহল জাগ্রত হল। নিজের উপরিওলার মতবাদ সম্পর্কে তিনি অবহিত; তিনি নাস্তিক চূড়ামণি। লুকিয়ে সাঁ-স্যুলপিসে ঢুকে মহান দেপ্লাঁকে দেখে কম বিস্মিত হলেন না তিনি। যে নাস্তিকের দেবদূতদের প্রতি কোন অনুকম্পা নেই, যিনি সার্জনের ছুরির শিকার হবেন না কখনও, যাঁর সাইনাস বা গ্যাসট্রিকের কষ্ট নেই, সেই দুর্দমনীয় ব্যঙ্গরসিক নাস্তিকটি হাঁটু গেড়ে বসে কি করছেন এখানে এবং কোথায় করছেন তা ?···মেরির গির্জায়। এখানে তিনি প্রার্থনা শুনছেন, প্রার্থনা সভার খরচ দিচ্ছেন—এ সবই তিনি এমন গম্ভীরভাব নিয়ে করছেন যেন হাসপাতালের অপারেশনের কাজই চালাচ্ছেন তিনি।

'কুমারীর গর্ভে খৃষ্টের জন্মের প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে নিশ্চয় তিনি এখানে আসেন নি ?' সীমাহীন বিস্ময়ে বলে উঠলেন বিয়াঁকো। 'করপাস্ খৃষ্টির দিন তাঁকে চন্দ্রাতপের ঝালর তুলে ধরতে দেখলে তা একটি রসিকতা বলে ধরে নিতে পারতাম, কিন্তু একা এ সময়ে আশেপাশে যখন কেউ নেই—নিশ্চিতই এতে চিন্তার বিষয় কিছু আছে!'

হোতেল দিউর প্রধান সার্জনের ওপর নজর রাখছেন এটা কেউ মনে করুক বিয়াঁকো তা চান না; সুতরাং তিনি সত্বর বেরিয়ে গেলেন গির্জা থেকে। ঘটনাক্রমে সেদিনই দেপ্লাঁ তাঁকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন বাড়ীতে নয়, রেস্তরাঁয়।

চিজ ও ফল খাওয়ার অবকাশের মধ্যে বিয়াঁকো কৌশলে প্রার্থনা সভার কথা পাড়লেন, বললেন ওটা মুখোস খেলা অথবা হাসির নাটক।

'হাসির নাটকই বটে,' বললেন দেপ্লাঁ, 'এই নাটক খৃশ্চান জগতে নেপোলিয়ঁর সব যুদ্ধ ও ব্রমাইএর জোঁকের চেয়েও অনেক বেশি রক্তপাত ঘটিয়েছে। প্রার্থনা সভা পোপের আবিষ্কার সন্দেহ নেই। ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ওটার ভিত্তি করপাস খৃষ্টির দিনটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রক্তে ফোয়ারা বইয়ে দিতে হয়েছে। এই উৎসব অনুষ্ঠান করে রোমের রাজসভা ঈশ্বরের প্রভূত অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের মতবাদের জয় ঘোষণা করতে চেয়েছিল। এ বিষয়ে মতভেদ তিন শতাব্দী ধরে খৃষ্টধর্মকে আন্দোলিত করেছিল। তুলোসের কাউন্ট আলবিজেনীয়দের যুদ্ধ এই কাহিনীর

উপসংহার। ভদো ও আলবিজেনীয়রা এই সংস্কার মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। সংক্ষেপে দেপ্নঁা নিজের এই নাস্তিক্যবাদী বুদ্ধির লাগাম ছেড়ে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছিলেন। তাই উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছিলেন ভলতেরীয় রসিকতার স্রোত অথবা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় পাদ্রীতন্ত্র বিরোধী 'সিতাতর' এর প্যারডি করছিলেন।

বিয়াঁকোঁ মনে মনে বললেন, 'সকালে যাঁকে দেখেছি কোথায় সেই ধার্মিক ভদ্রলোক?'

আর কিছু বললেন না বিয়াঁকোঁ; সাঁ-স্যুলপিসে সত্যিই তাঁর অধ্যাপককে দেখেছেন কিনা সে বিষয়ে সংশয়ান্বিত হলেন তিনি। বিয়াঁকোঁর কাছে মিথ্যা বলার প্রয়োজন দেপ্নঁার নেই। তাঁরা পরস্পরকে বেশ ভালভাবেই জানেন। খুব গম্ভীর বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান হয়েছে, আলোচনা করেছেন তাঁরা 'দ্য স্যাচুরা বেরাম' পদ্ধতি নিয়ে, অবিশ্বাসের ছুরি দিয়ে তার ভেতরে প্রবেশ করেছেন, ছিন্নভিন্ন করেছেন। এরপর তিনমাস অতিবাহিত। যদিও এ ঘটনা তাঁর স্মৃতিতে গেঁথে আছে, তবু এ নিয়ে আর বেশি দূর গেলেন না বিয়াঁকোঁ। বছরের কোন একদিন হোতেল দিউর একজন চিকিৎসক বিয়াঁকোঁর সামনেই দেপ্নঁার হাত চেপে ধরলেন যেন তাঁকে কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন তিনি।

'প্রিয় অধ্যাপক, সাঁ-স্যুলপিসে কি করতে গিয়েছিলেন আপনি?' প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

একজন পাদ্রীকে দেখতে গিয়েছিলাম। হাঁটুর অসুখে ভুগছেন তিনি মাদাম দ্য ভাচেন দাঙ্গোলিম তার কাছে আমার নাম সুপারিশ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন', বললেন দেপ্নঁা।

এই উত্তরে চিকিৎসকটি সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু বিয়াঁকোঁর কাছে তা সন্তোষজনক মনে হল না।

'হুঁ, গির্জায় যাচ্ছেন রুগ্ন পাদ্রীর হাঁটু দেখতে না প্রার্থনা শুনতেই ছাত্র নিজের মনে মনে বললেন।

বিয়াঁকোঁ দেপ্নঁার ওপর নজর রাখা মনস্থ করলেন। স্মরণ করলেন সেই বিশেষদিন ও সময়টি যখন সাঁ-স্যুলপিসে ঢুকে তিনি তাঁকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। সুতরাং সামনের বছর ঠিক সেইদিন ও সময়ে সেখানে গিয়ে দেখবার মনস্থ করলেন আবার এবং ভাবলেন এবারও তাঁকে বিস্মিত করে দেয়া যায় কিনা। যদি তাই ঘটে তবে তাঁর প্রার্থনার এই নিয়মিত অনুষ্ঠান একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠবে; কারণ এ ধরণের মানুষের

মধ্যে চিন্তা ও কাজের এমন স্পষ্ট দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। পরের বছর একই দিনে ও ঠিক সময়ে বিয়াঁকো দেখলেন সার্জনের গাড়ী এসে থামল রু দ্যু তুরনো ও রু দ্যু পেতিত লিঁয়র মোড়ে। এখন বিয়াঁকো আর দেপ্লাঁর সহকারী চিকিৎসক নন। তিনি দেখলেন তাঁর বন্ধু সেখান থেকে চুপিচুপি সাঁ-স্যুলপিসে ঢুকে পড়লেন এবং মেরীর পূতবেদীতে প্রার্থনা করলেন। এই অনুষ্ঠানের ধার্মিক প্রবরটি নিশ্চিতই সার্জন শ্রেষ্ঠ দেপ্লাঁ, আর কেউ নন, অথচ হৃদয়ের গভীরে তিনি নাস্তিক। ঘটনাটি কেমন যেন আরও জটিল হয়ে উঠল। স্বনামধন্য চিকিৎসকের ঐকান্তিকতা সব কিছুকেই কেমন গোলমাল করে দিল। দেপ্লাঁ গির্জা ছেড়ে চলে গেলে বিয়াঁকো গির্জার অধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করলেন—যিনি প্রার্থনা করে গেলেন তিনি কে এবং এখানে তিনি নিয়মিত আসেন কিনা।

উত্তরে অধ্যক্ষ বললেন, 'এখানে কুড়ি বছর আছি। এই কুড়ি বছর মঁশিয়ে দেপ্লাঁ বছরে চারবার এই প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুনতে আসেন; তিনি এ প্রার্থনা সভার উদ্যোক্তাও।'

'তিনিই উদ্যোক্তা?' ফিরে যেতে যেতে বললেন বিয়াঁকো, 'এটা মেরীর পবিত্র গর্ভধারণের মতোই রহস্যজনক। এই ব্যাপারটিই তো ডাক্তারকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট।'

ডঃ বিয়াঁকো দেপ্লাঁর বন্ধু হলেও জীবনের এই অদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ সহজে পেলেন না। সেটা পেতে পেতে কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। সামাজিক অনুষ্ঠানে নির্জন মুহূর্তটি পাওয়া খুবই দুষ্কর। সাত বছর পার হয়ে গেল এর মধ্যে। অবশেষে ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পর বৈপ্লবিক মেজাজের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জনতা গির্জা আক্রমণ করল, ভেঙ্গে ফেলল স্বর্ণময় ক্রুশটি। প্রাসাদের এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এই ক্রুশটি বিদ্যুৎদীপ্তির মতো মনে হতো। যখন হিংসা ও অবিশ্বাস রাস্তায় রাস্তায় বড়াই করে ফিরছে তখন বিয়াঁকো আবার বিস্মিত হলেন দেপ্লাঁকে সাঁ-স্যুলপিসের গির্জায় যেতে দেখে। ডঃ বিয়াঁকো তাঁকে অনুসরণ করে গির্জায় প্রবেশ করলেন, তাঁর পাশেই স্থান করে নিলেন। দেপ্লাঁ কিন্তু কোন ইঙ্গিত করলেন না বা বিস্ময়ের ভাবও দেখালেন না। দুজনে মিলে বছরের প্রথম প্রার্থনা শুনলেন।

গির্জার বাইরে এসে বিয়াঁকো দেপ্লাঁকে বললেন, 'বন্ধু', এই ধর্মভাব প্রকাশের কারণটি কি তা কি আপনি বলবেন আমাকে? আপনাকে তিনবার প্রার্থনা সভায় যেতে দেখেছি আমি। এই রহস্যময় কাজের কারণ নিশ্চয় বলবেন আমাকে, নিশ্চয় ব্যাখ্যা করবেন আপনার মত ও কাজের মধ্যকার

অলঙ্ঘ বিরোধ। ঈশ্বরে আপনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তবু প্রার্থনা সভায় যান। প্রিয় অধ্যাপক, এর উত্তর আমাকে দিতে হবে।

'অন্য ধর্মপ্রাণ লোকের মতোই আমি—যাদের গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ লোক বলে মনে হয় অথচ আমাদের মতোই সম্পূর্ণ নাস্তিক তোমার এবং আমার মতো।'

বুদ্ধিদীপ্ত কথার ফোয়ারা বইয়ে দিলেন দেপ্রেঁ, বলে গেলেন রাজনীতিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে। এঁদের মধ্যে প্রখ্যাত যাঁরা তাঁরা এ শতাব্দীতে মলেয়ারের প্রতারকের নতুন রূপ।

'আমি ও বিষয়ে কথা বলছি না, আমি জানতে চাইছি একটু আগে আপনি এখানে কি করছিলেন। কেন আপনিও প্রার্থনা সভায় ব্যবস্থা করছিলেন?'

'প্রিয় বন্ধু', বললেন দেপ্রেঁ।' 'কবরে যাবার সময় যখন আসন্ন তখন আমার জীবনের সুরুটা তোমাকে না বলার কোন কারণ নেই।'

সে মুহূর্তে বিয়াঁকো ও মহামানবটি প্যারীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রাস্তা রু দ্য কোয়াতার ভেন্তস্ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেপ্রেঁ তার মধ্যে একটা ছ'তলা বাড়ী বিয়াঁকোকে দেখালেন। বাড়ীটির আকার ওবেলিস্কের মতো—উপরের দিকে সূক্ষ্ম ছুঁচোলো হয়ে উঠে গেছে। বাড়ীর সামনে মাঝারি সাইজের একটা দরজা খুললেই সামনে প্যাসেজ। প্যাসেজের শেষে দেখা যাচ্ছে একটা ঘোরালো সিঁড়ি। ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে তার উপর আলো এসে পড়েছে। বাড়ীর রং সবুজাভ। নিচের তলায় থাকেন একজন আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী। প্রতি তলায় ভিন্ন ভিন্ন ধরণের দারিদ্র্য যেন আশ্রয় করেছে। হাত তুলে বেশ জোরের সঙ্গে বিয়াঁকোকে বললেন দেপ্রেঁ, 'আমি ওখানে দু'বছর বাস করেছিলাম।'

'বাড়ীটি আমি চিনি; দ্য'রথেজ ওখানে থাকতেন। যৌবনে প্রতিদিন ওখানে যেতাম আমি। সে সময়ে ওটাকে বলতাম "মহামানবের আখড়া।" বেশ, কিন্তু তাতে কি হল?'

'তুমি বললে ও বাড়ীর চিলেকোঠায় দ্যরথেজ থাকতেন। আমি ছিলাম ও চিলেকুটরীতে। এখানে থাকার সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল। যে প্রার্থনা আমরা শুনে এলাম তার সঙ্গে এ ঘটনার সম্পর্ক আছে। ঐ যে জানালায় ফুলের টবের ওপর দড়ি থেকে ধোয়া জামা কাপড় ঝুলছে—ঐ ঘরটির কথা বলছি। প্রিয় বিয়াঁকো, যে দুঃখময়ের মধ্য দিয়ে আমি জীবন সুরু করেছিলাম তাতে যে কোন লোকের সঙ্গে দুঃখ-দারিদ্র্যের বিষয়ে আমি বিতর্কে মাততে পারি। সব কিছুই সহ্য করতে হয়েছে আমাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অর্থের অভাব, অভাব

পোষাক আশাকের জুতোর, কাপড়ের। দারিদ্র্যের মধ্যে সবচেয়ে যা কঠিন তাই আমি সহ্য করেছি। সেই "মহামানবের তপ্ত কড়াই" এ আমার আঙুল পুড়িয়েছি আমি। তোমার সঙ্গে ঐ জায়গাটি একবার দেখতে ইচ্ছে করে আমার। এক শীতের কথা মনে পড়েছে। আমার মাথা যেন টগবগ করে ফুটছে। কুয়াশা ঘন সেই দিনে আমার বিশ্বাসের ধোঁয়া ঘোড়ার নিশ্বাসের মতো উঠছে। আমি জানি না কি করে এ ধরনের জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াই আমরা। আমি নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় এমন কি নিঃসম্বল। বই কেনার পয়সা পর্যন্ত নেই, নেই চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য খরচ করার ক্ষমতা। আমার কোন বন্ধুও নেই এবং আমার তিরিক্ষি মেজাজ, স্পর্শকাতর অস্থির মেজাজ আমার পক্ষে মোটেই সুখকর হয়নি। কেউ জানতে চায়নি আমার তিরিক্ষি মেজাজের জন্য আসলে পরিস্থিতিই দায়ী সেই মানুষটির কাজ যিনি সমাজের নিম্নতম স্থান থেকে উচ্চতম স্থানে ওঠার জন্য সংগ্রাম করছেন। কিন্তু তোমার কাছে আমার লুকোবার কিছু নেই; তোমাকে বলতে পারি আমার সৎ ও তীক্ষ্ন অনুভূতির ভিত্ ছিল পাকা। যাঁরা দীর্ঘদিন দারিদ্র্যের পঙ্কিলতার মধ্যে কাটিয়েছেন তাঁরা যে কোন উচ্চতম স্থানে পৌঁছবার শক্তি ধরেন, এটা সর্বদাই তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা। পরিবার বা বাড়ীর কাছ থেকে আমি কিছু পাইনি খরচের জন্য সামান্য কয়েকটি টাকা ছাড়া। এক কথায়, জীবনের এই সময়ে আমার সকালের খাবার ছিল একটি পাকানো বাসি রুটি। রু দ্য পেতিত্ লিয়ঁর রুটিওলা একদিন বা দুদিনের বাসি বলে তা আমার কাছে কম পয়সায় বিক্রি করতো। আমি সেটা ভেঙ্গে সামান্য দুধের মধ্যে ফেলে খেতাম। সকালের খাবারে আমার খরচ হতো শুধু পয়সা। একদিন পর একদিন আমি ডিনার খেতাম একটি বোর্ডিং হাউসে, খরচ পড়তো ষোল পয়সা। এ ভাবে আমার দৈনিক খরচ হতো নয় পয়সা। তোমার মতো আমিও জানি কি যত্ন আমাকে নিতে হতো আমার পোষাক ও জুতোর ওপর। জুতোর সেলাই খুলে যাওয়া হাঁ-করা অবস্থা দেখে বা ফ্রক কোটের বগল ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে আমরা যতখানি কষ্ট পেয়েছি, পরবর্তী জীবনে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমরা তুমি এবং আমি—ততখানি কষ্ট পেয়েছি বলে মনে হয় না। আমি পান করতাম শুধু জল; কাফেগুলির প্রতি ছিল আমার আন্তরিক দুর্বলতা। জোপ্পির কাফেটি আমার মনে হতো যেন তীর্থস্থান; লাতিন কোয়ার্টারের লুচুলিরই একমাত্র তার প্যাট্রন হওয়ার অধিকার ছিল। মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে আমি ভাবতাম কখনও কি ওখানে এক কাপ সাদা কফি খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হবে? কিংবা এক কিস্তি দোমিনো খেলার সুযোগ পাবো কি আমি? সুতরাং

দারিদ্র্য আমার মধ্যে যে প্রচণ্ডতার জন্ম দিয়েছে তাকে আমি কর্মমুখী করে তুললাম। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য মেতে উঠলাম। অপরিচিতি থেকে উঠে এসে এমন একটি স্থানে আমাকে পৌঁছতে হবে যেখানে আমার বিরাট ব্যক্তিগত মূল্য প্রতিষ্ঠা দেবে আমাকে। আমি রুটি থেকে কেরোসিন তেলে অনেক বেশি খরচ করতাম। সেই দুরন্ত বিনিদ্র রজনীগুলিতে আলো জ্বালার খরচ ছিল খাদ্যের খরচের চেয়ে অনেক বেশি। সে সংগ্রাম ছিল দীর্ঘ, কঠিন এবং ক্লান্তিহীন। চারপাশের লোকদের মধ্যে আমি বন্ধুত্বের অনুভূতি জাগাতে পারিনি। বন্ধুত্ব করতে হলে যুবকদের সঙ্গে মিশতে হবে, থাকা চাই কিছু পয়সা যাতে তাদের সঙ্গে নিয়ে পান ভোজন করা যায়, খাওয়া যায় যত্রতত্র। কিন্তু আমার পয়সা ছিল না। আর পারীর লোকেরা বোঝে না "কিছু না থাকা" মানে কি আশ্চর্য শূন্যতা। আমার দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়ার প্রশ্ন এলে আমার কণ্ঠায় একটা স্নায়বিক সঙ্কোচন দেখা দেয়; তাতে আমাদের রুগীরা ভাবে কণ্ঠনালীর ভেতর থেকে যেন একটা বল উঠে আসছে মুখে। পরে অনেক লোককে আমি দেখেছি যাঁরা ধনী ঘরে জন্মেছেন এবং কোন কিছুর অভাব জীবনে বোধ করেন নি—তাঁরা তিন আইনের এই সমস্যাটি জানেন না: "অপরাধের কাছে একজন নব্যযুবক যা, অমুকের কাছে একশ' পয়সাও তা।" এইসব সজ্জিত নির্বোধগুলি আমাকে বলে, "আপনার এত দেনা কেন? এমন মারাত্মক দায়িত্ব কেন নেন আপনি?" তাদের কথায় আমার সেই রাজকন্যাটির কথা মনে পড়ে যায় যিনি জনসাধারণ খাদ্যের অভাবে মরে যাচ্ছে জেনেও জিজ্ঞেস করেন, "কেন তারা কেক কিনে খায় না?" এমন একজন ধনী ব্যক্তিকে অন্তত আমি দেখতে চাই যিনি তাঁকে অপারেশন করার জন্য বেশি টাকা দাবী করেছি বলে অভিযোগ তুলতে পারেন আমার বিরুদ্ধে যে আমি পারী শহরে নিঃসঙ্গ, সহায় সম্বলহীন ও বন্ধু'হীন হয়ে জীবন কাটিয়েছি—যার জমার দিক একেবারে শূন্য এবং যাকে বাঁচার জন্য দুহাতে কাজ করতে হয়। সে কি করবে? কোথায় সে ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে? বিয়াঁকো, সময়ে সময়ে তুমি যদি আমাকে তিক্ত ও রূঢ় দেখতে পাও তবে বুঝবে আমি আমার কম বয়সের দুঃখ কষ্টের জন্য সহানুভূতির অভাবকে এর জন্য দায়ী করি, দায়ী করি স্বার্থপরতাকে। উচ্চমহলে এগুলির হাজারো নিদর্শন আমি পেয়েছি। অথবা হয়তো এখন আমি ও আমার সফলতার মধ্যে যে ঘৃণা, ঈর্ষা, দ্বেষ ও পরনিন্দা প্রভৃতি বাধাগুলি উপস্থিত হয়েছিল তার কথা ভাবছিলাম আমি। পারীতে কিছু লোক আছে যারা তোমার ঘোড়ায় চলতে দেখলে অর্থাৎ তোমাকে উন্নতি করতে দেখলে তোমার কোটের লেজুড় ধরে

পেছনে টানবে; আর কিছু লোক আছে যারা ঘোড়ার জিনের পেটি আলগা করে রেখে যাবে যাতে পড়ে গিয়ে তুমি মাথা ভাঙতে পারো; একজন তোমার ঘোড়ার নাল চুরি করবে, অন্যজন সরিয়ে রাখবে চাবুক। সবচেয়ে কম বিশ্বাসঘাতক হল সেই লোকটি যে কাছে থেকে সরাসরি তোমাকে গুলি করবে। প্রিয় বন্ধু, তোমার প্রতিভার অভাব নেই। শীঘ্রই তুমি পরিচিত হয়ে উঠবে উন্নত মনের বিরুদ্ধে সাধারণ মনের এই ভয়ঙ্কর এবং অন্তহীন যুদ্ধের সঙ্গে। এক সন্ধ্যায় তুমি যদি পঁচিশ লুই হারো, পরের দিন তোমাকে তারা জুয়াড়ী বলে ডাকবে আর তোমার সেরা বন্ধুটি বলবে সেদিন তুমি পঁচিশ হাজার ফ্রাঁ হেরেছো। যদি তোমার মাথায় যন্ত্রণা হয় তবে তারা তোমাকে বলবে উন্মাদ। যদি একবারের জন্য হলেও মেজাজ ঠিক রাখতে না পারো তবে তারা বলবে তুমি এ সমাজে খাপছাড়া। যদি এই সব বামনের দলকে প্রতিরোধের জন্য তোমার উন্নতশক্তির সমাবেশ করো তবে তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলবে তুমি সবকিছু আত্মসাৎ করতে চাইছো, তুমি সবাইকে পদানত করার দাবী জানাচ্ছো, অন্যের উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করছো। সংক্ষেপে তোমার সদ্‌গুণগুলো হয়ে উঠবে তোমার দুর্বলতা, তোমার দুর্বলতাগুলো হয়ে উঠবে পাপ এবং তোমার গুণগুলো হয়ে উঠবে অপরাধ। যদি তুমি কাউকে বাঁচিয়ে থাকো তবে তারা বলবে তুমি তাকে হত্যা করছো, যদি তোমার রুগী চলে ফিরে বেড়ায় তাহলে তারা বলবে তুমি বর্তমানের জন্য ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়েছো; যদি সে না মরে গিয়ে থাকে, তবে মরবে। যদি দ্বিধা করো তুমি, তবে তোমার সব গেল। যা হোক একটা কিছু আবিষ্কার করো, তোমার যা পাওনা তার দাবী জানাও, তাহলে ধূর্ত চরিত্র বলে তোমার পরিচয় দেবে তারা। বলবে লোকটার সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল; বলবে নব্য যুবকদের পথের বাধাস্বরূপ তুমি। সুতরাং বন্ধু, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, মানুষকে তাঁর চেয়েও কম বিশ্বাস করি। লোকে যে দেপ্লাঁর নিন্দা করে তুমি তাঁর থেকে অন্যরকম একজন দেপ্লাঁকে দেখতে পাচ্ছো না আমার মধ্যে? কিন্তু গোবরের স্তূপ নিয়ে এত চিন্তা করা বাদ দাও। হ্যাঁ, আমি এই বাড়ীতে থাকতাম। পরীক্ষা পাশের জন্য আমি তখন খুব ব্যস্ত; আমার হাতে তখন একটা পয়সাও নেই। যখন মানুষ নিজেকে বলে, "আমি সামরিক-বাহিনীতে যোগ দেব" তেমন একটা চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে তখন উপনীত আমি। বাড়ী থেকে কাপড় চোপড়ের একটা ট্রাঙ্ক আসার প্রত্যাশায় আছি। এটা বুড়ি মাসী পিসিদের কাছ থেকে পাওয়া উপহারের মতো। প্যারী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এই মাসি পিসিরা ভাবেন তোমার শার্টের কথা এবং কল্পনা করেন

তাঁদের ভাইপো বোনপো'রা তিরিশ ফ্রাঁ সম্বল করে নোনা ইলিশের ডিম খাচ্ছে। কলেজে থাকতেই ট্রাঙ্কটি এসে পৌঁছল। সেটা বয়ে নিয়ে আসতেই খরচ হয়ে গেল চল্লিশ ফ্রাঁ। একজন জার্মান মুচি সে বাড়ীর চিলে কুটরীতে থাকতো। সে-ই পয়সা দিয়ে ট্রাঙ্কটি ছাড়িয়ে নিজের কাছে রেখে দিল। রু দ্য ফসে-সাঁ-জের্মা দ্য প্রেস্ এবং রু দ্য লে'কোল দ্য মেডিসিন এ হেঁটে বেড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম আমি, কিন্তু চল্লিশ ফ্রাঁ না দিয়ে কি করে সেই ট্রাঙ্কটি মুক্ত করি সে বিষয়ে কোন পরিকল্পনা আমার মাথায় আসছিল না। এটা সত্য যে জামাকাপড়গুলো বিক্রি করতে পারলে তার পাওনা আমি মিটিয়ে দিতে পারতাম। আমার ভোঁতা বুদ্ধি আমাকে এটা বুঝিয়ে দিল যে সার্জারি ছাড়া আর কোন বিষয়ে আমার প্রতিভা নেই। প্রিয় বন্ধু, অনুভূতিপ্রবণ মানুষগুলির প্রতিভা বিরাট বিষয়ে নিয়োজিত হয়, তাঁদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের প্রবণতা দেখা যায় না। ষড়যন্ত্রপ্রবণ ব্যক্তিরা উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপারে অত্যন্ত সম্ভাবনাশীল। তাঁদের প্রতিভা আকস্মিকতার উপর নির্ভরশীল, তাঁরা বস্তু বা বিষয়ের অনুসন্ধানে বেরোন না, বস্তু বা বিষয় নিজেই ঘটনাক্রমে তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হয়। এবার বলি, রাত্রে এমন সময়ে আমি বাড়ী ফিরলাম যখন আমার জলবাহক প্রতিবেশী বুরজিয়াতও বাড়ী ফিরছিল। বুর্জিয়াতের বাড়ী সাঁ-ফ্লুরে। আমরা পরস্পরকে ভালভাবেই জানতাম। জানতাম একই তলার পাশাপাশি ঘরের দুই ভাড়াটের মতোই, যারা পরস্পরের ঘুমোয় কাশির শব্দ ও পোষাক পরার শব্দ শোনে এবং পরস্পরের অস্তিত্বে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আমার প্রতিবেশী আমাকে জানাল বাড়ীওলার কাছে আমার ন'মাসের ভাড়া বাকী এবং তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। আমাকে আগামীকালের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। প্রতিবেশীর পেশার জন্য তাকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আমার জীবনের সবচেয়ে অসুখী রাতটি কাটিয়েছিলাম সেদিন। আমার দরিদ্র গৃহস্থালীর জিনিষপত্তর ও বইগুলি সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোথায় পাব আমি ভাড়াটে গাড়ী? মাল বইবার ভাড়াই বা আমি কি করে দেব? কোথায় বা আশ্রয় নেব? উন্মাদ ব্যক্তির বার বার উচ্চারিত ধুয়ার মতো আমি অশ্রু সজল নয়নে এই উত্তরহীন প্রশ্নগুলি করতে লাগলাম নিজেকেই। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। দরিদ্রের পক্ষে একটি মাত্র জিনিষ সর্বদাই প্রাপ্য— তা হল সুন্দর মধুর এক স্বপ্নময় নিদ্রা। পরেরদিন সকালে যখন আমি দুধ দিয়ে চটকানো রুটি খাচ্ছি তখন বুর্জিয়াত্ ঘরে ঢুকলো এবং অশুদ্ধ ফরাসীতে বলল, "ছাত্রবাবু, আমি গরীব মানুষ, রেনয়্যার হাসপাতালের অনাথ মানুষও আমি। আমার বাবা মা নেই এবং বিবাহ করার

সঙ্গতিও নেই। আপনারও আত্মীয়স্বজন বেশি নেই, ধনসম্পদও নেই তেমন। এখন শুনুন, নিচে আমার একটা ঠেলাগাড়ী আছে। ওটা আমি ঘণ্টায় দুই ফ্রাঁ হিসেবে ভাড়া করেছি। ওটাতে করে আমাদের সব জিনিষপত্তর বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। আমাদের দুজনকেই তো বার করে দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি রাজী থাকেন তবে আমরা দু'জনে মিলে একটা আস্তানার খোঁজ করতে পারি। বিশেষ করে, এ বাড়ীটি যখন মর্তের স্বর্গ নয়।"

"প্রিয় বন্ধু বুর্জিয়াত্, আমি সব জানি," উত্তরে বললাম, "আমি বড় সংকটে পড়ে গেছি। নিচের তলায় আমার একটা ট্রাঙ্ক পড়ে আছে—তার দাম প্রায় এক শ' ফ্রাঁ। ঐ টাকা দিয়ে আমি বাড়ীওলার পাওনা দিয়ে দিতে পারি, দারোয়ানের ঋণও শোধ করতে পারি; কিন্তু আমার কাছে এখন এক ফাঁও নেই।"

"ওর জন্য ভাবতে হবে না, আমার কাছে কিছু টাকা আছে।" বুর্জিয়াত্ উৎফুল্ল মুখে উত্তর দিল। আমাকে দেখালো একটা নোংরা চামড়ার পার্স। "আপনার কাপড়-চোপড় গুলো নিয়ে নিন।"

'বুর্জিয়াত্ বাড়ীওলার ঐ মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিল, সেই সঙ্গে নিজের ভাড়াও। দারোয়ানের দেনাপাওনাও সব মিটিয়ে ফেলল। তারপর আমাদের আসবাবপত্র ও আমার জামাকাপড়গুলি ঠেলাগাড়ীতে তুলে নিয়ে রাস্তা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। যে বাড়ীর সামনে "ভাড়া দেওয়া হবে" লেখা দেখল সেখানেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার কাজ হল উপরে উঠে গিয়ে জায়গাটি আমাদের পক্ষে সুবিধেজনক হবে কিনা দেখা। মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আমরা লাতিন কোয়ার্টারের আশেপাশে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু একটা বাড়ীও খুঁজে পেলাম না।'

"ভাড়াটা ছিল বড় সমস্যা। বুর্জিয়াত্ বলল মদের দোকানে লাঞ্চটা খেয়ে নিলে কেমন হয়; আমরা ঠেলাগাড়ীটা দোকানের সামনে রেখে ঢুকলাম। সন্ধ্যার দিকে আমরা ক্যুর দ্য রোহান, প্যাসেজ দ্যু কমার্স এ দু'টি ঘর পেয়ে গেলাম। ঘর দুটি বাড়ীর চূড়ায় চিলে কোঠায় সিঁড়ির দ্বারা বিচ্ছিন্ন। প্রত্যেকটি ঘরের ভাড়া বছরে ষাট ফ্রাঁ। অবশেষে আস্তানা পেলাম—আমার দরিদ্র বন্ধু ও আমি। আমরা এক সঙ্গে বসে খেলাম। বুর্জোয়াত্ দিনে পঞ্চাশ স' আয় করে; তার কাছে জমেছে প্রায় এক শ' ক্রাউন। শীঘ্রই তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে; সে কিনবে একটা জলবাহক গাড়ী এবং একটা ঘোড়া। শীঘ্রই সে আমার অবস্থার কথা জানতে পারল (কারণ গভীর চাতুর্য ও সৎস্বভাবের দ্বারা সে আমার ভেতর থেকে বার করে নিয়েছিল আমার গোপন

কথাটি—সে স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়কে অভিভূত করে।)। তার সমগ্র জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রেখে দিল সে। বুর্জিয়াত্ বাইশ বছর ধরে রাস্তায় ফেরি করছে; আমার ভবিষ্যতের জন্য সে তার একশ' ক্রাউন দিয়ে দিল।"

দেপ্ল্যাঁ আবেশে বিয়াঁকোঁর হাত চেপে ধরলেন।

"আমার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা সে দিয়েছিল। বন্ধু, লোকটি বুঝেছিল আমার বিশেষ কিছু করার আছে। বুঝেছিল আমার প্রয়োজন ওর প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে আমার প্রতি যত্ন নিল, আমাকে তার সন্তান বলে ডাকত, বই কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দিত। কোন কোন সময় চুপি সাড়ে ঘরে ঢুকে সে দেখত আমার কাজ। সে মায়ের মতো দেখাশোনা করত আমাকে; খারাপ ও অপ্রতুল যে খাদ্য খেতে বাধ্য হতাম আমি তার পরিবর্তে আমি যাতে স্বাস্থ্যকর ও প্রচুর খাদ্য পাই তার চেষ্টা করতো সে। বুর্জিয়াতের বয়স চল্লিশ। মধ্যযুগের নাগরিকের মতো তার চেহারা। কপাল গম্বুজের মতো, মাথাটা লাইকারগাসের মডেল হিসেবে শিল্পীর ব্যবহার যোগ্য। হতভাগ্য লোকটির হৃদয়টি ছিল স্নেহে পরিপূর্ণ। সেটা প্রকাশের কোন পথ ছিল না। একমাত্র প্রাণী যে তাকে ভালবাসত সেটা একটা কুকুর। কিছুকাল আগে কুকুরটি মারা গেছে। আমার কাছে অনবরত সে কুকুরটির কথা বলত। কুকুরটির আত্মার শান্তির জন্য গির্জায় প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করতে গির্জা কর্তৃপক্ষ রাজী হবেন কিনা সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে। সে বলেছিল কুকুরটি প্রকৃত খৃশ্চান ছিল। বার বছর ধরে সে গির্জায় হাজিরা দিয়েছিল এবং সেখানে কোনদিন চীৎকার চেঁচামেচি করেনি। মুখ বন্ধ করে সে শুনতো অর্গানের বাজনা। বুর্জিয়াতের পাশে মেঝেতে বসে থাকতো সে, মুখখানা এমন করে থাকতো যেন মনে হতো কুকুরটা প্রার্থনা করছে। এই লোকটি তার সমস্ত স্নেহ মমতা আমার ওপর বর্ষণ করতে লাগল; আমাকে গ্রহণ করেছিল সে একজন নিঃসঙ্গ অসুখী প্রাণী হিসেবে। আমার কাছে সে হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত মনোযোগী মায়ের মতো, অত্যন্ত বিচক্ষণ উপকারী ব্যক্তির মতো। সংক্ষেপে সে হয়ে উঠেছিল আদর্শ-গুণের আধার যে গুণ নিজের কাজের মধ্যে আনন্দ পায়। যখনই ওর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতো আমার ও এমন একটা বোধের দৃষ্টিতে তাকাতো আমার দিকে যে বোধ ছিল আশ্চর্য মহনীয়তায় পূর্ণ। তারপর এমনভাবে হেঁটে যাওয়ার ভান করতো যেন তার শরীরে বিন্দুমাত্র ভার নেই। আমার সুস্থ শরীর ও আমাকে ভালো পোষাক পরতে দেখে মনে হতো ও সুখী হয়েছে। এক কথায়

বলতে গেলে বলতে হয় এটা হল জনতার মানুষের ভালবাসা—শ্রমজীবী মেয়ের ভালবাসার উন্নত রূপ। বুর্জিয়াত আমার কাজকর্ম করে দিত। রাত্রে যে সময় জাগিয়ে দিতে বলতাম ঠিক সে সময়ে জাগিয়ে দিত সে। হ্যারিকেন পরিষ্কার করতো, পরিষ্কার করতো সিঁড়ি। পিতা হিসেবে যেমন, তেমনি ভৃত্য হিসেবে বেশ ভাল ছিল সে, ছিল ইংরেজ মেয়ের মতো বেশ গোছালো। বাড়ীর কাজকর্ম দেখতো সে। ফিলোদোমেনের মতো আমাদের কাঠ কাটতো, সরলতা ও মর্যাদা নিয়ে সে করতো সব কাজ ; কারণ মনে হয় সে বুঝেছিল তার লক্ষ্য যা কিছু সে করতে চায় তার ওপর, একটা মহত্ত্ব আরোপ করে। হোতেল দিউতে রেসিডেণ্ট সার্জন হিসেবে আমি যখন কাজ করতে যাই তখন সে দুঃখ অনুভব করেছিল এই ভেবে যে সে আর আমার সঙ্গে থাকতে পারবে না। কিন্তু এ আশায় নিজেকে সে সান্ত্বনা দিল যে অর্থ সঞ্চয় করে আমার গবেষণার প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে পারবে সে। আমার কাছ থেকে সে কথা আদায় করে নিল যে ছুটির দিন এসে আমি দেখে যাব তাকে। বুর্জিয়াত্ আমার জন্য গর্বিত। সে আমাকে যেমন আমার নিজের জন্যই ভালবাসত, তেমনি ভালবাসত নিজের জন্যও। তুমি যদি আমার গবেষণাপত্রটি দেখে থাকো তবে দেখবে সেটা আমি ওর নামে উৎসর্গ করেছি। হাউস সার্জন হিসেবে আমার কাজের শেষ বছরে এই প্রশংসাযোগ্য লোকটির সব ঋণ শোধ করার মতো যথেষ্ট অর্থ আমি আয় করেছিলাম, তাকে কিনে দিয়েছিলাম একটি ঘোড়া ও জলবাহক গাড়ী। নিজেকে আমি আয়ের অর্থ থেকে বঞ্চিত করেছি দেখে ভয়ঙ্কর রেগে গেল সে, কিন্তু তবু তার ইচ্ছাপূরণ হল দেখে আবার আনন্দিতও হল। সে হাসল কিন্তু বকতেও ছাড়ল না। গাড়ী এবং ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে চোখ থেকে একবিন্দু জল মুছে নিয়ে সে বলল "এটা ভাল না। কিন্তু কি সুন্দর গাড়ী! এটা করা ঠিক হয়নি তোমার। ঘোড়াটা বলশালী দেখছি।" এই দৃশ্যের চেয়ে মর্মস্পর্শী কিছু আমি কখনও দেখিনি। আমার পড়ার ঘরে রূপোর দানীতে রাখা যন্ত্রপাতির কেসটি তুমি দেখেছো। বুর্জিয়াত্ জোর করে ওটা কিনে দিয়েছে আমাকে। আমার কাছে ওটা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ। যদিও আমার প্রাথমিক সাফল্যে সে খুব রোমাঞ্চিত হয়েছিল কিন্তু এমন কোন শব্দ সে উচ্চারণ করেনি কিংবা এমন ভঙ্গি করেনি যাতে এটা প্রকাশ পায় যে "আমিই লোকটির সাফল্যের মূল।" কিন্তু তবু একথা ঠিক ও না হলে দারিদ্র আমাকে পিষে মেরে ফেলত। আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে দরিদ্র লোকটি নিজেরই কবর রচনা করেছিল। প্রায় কিছুই সে খেত না। রসুন মেখে রুটি খেত সে। এটা করতো যাতে কফি খেয়ে রাত্রে কাজ করতে

পারি আমি। সুতরাং সে রোগাক্রান্ত হল। বুঝতেই পারছো তার শয্যাপার্শ্বে আমি বহু রাত কাটিয়েছি। প্রথমবার আমি তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলাম, কিন্তু দু'বছর পরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল সে। নিয়মিত যত্ন সত্ত্বেও চিকিৎসা বিদ্যার চূড়ান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সে আর বাঁচল্ না। তার জন্য যে যত্ন নেওয়া হয়েছিল কোন রাজার পক্ষেও তা পাওয়া সম্ভব ছিল না। হ্যাঁ, বিয়াঁকোঁ মৃত্যুর হাত থেকে তার জীবনকে ছিনিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আমি করেছি। আমি তাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, তাকে দেখাতে চেয়েছিলাম তার কাজের ফল, দেখাতে চেয়েছিলাম আমার মধ্যে তার আশা ফলবতী হয়েছে। যে কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয় পূর্ণ করে ছিল আমি তাকে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছিলাম, নেভাতে চেয়েছিলাম সে আগুন যা এখনও জ্বলছে আমার মধ্যে।'

দেপ্লাঁ স্পষ্টতই অভিভূত। কিছুক্ষণ থেমে আবার আরম্ভ করলেন তিনি, 'আমার দ্বিতীয় পিতা বুর্জিয়াত, আমার কোলেই মারা গেল। সরকারী লেটার-রাইটারকে দিয়ে একটা উইল সে লিখেছিল। তাতে সে তার সবকিছু আমাকে দিয়ে গেছে। আমরা যে বছর ক্যুর দ্য রোহান-এ থাকতে গিয়েছিলাম সে বছর উইলটি লেখা হয়েছিল! এ লোকটির বিশ্বাস অত্যন্ত সরল। নিজের স্ত্রীকে যেমন ঠিক তেমনি ভালবাসে সে কুমারী মাতাকে। যদিও সে গোঁড়া ক্যাথলিক, আমার ধর্মবিশ্বাসের অভাবের কথা কখনও সে বলেনি। যখন ওর জীবন সংশয় হয়ে উঠল তখন আমাকে সে যথাকর্তব্য করতে অনুরোধ করেছিল যাতে ধর্মের সাহায্য সে পায়। আমি প্রতিদিন প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করেছিলাম। রাত্রে প্রায় সে তার ভবিষ্যতের জন্য আশংকা প্রকাশ করতো; তার এই ভয় হতো যে সে যথেষ্ট পবিত্র জীবন যাপন করেনি! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকতো সে। যদি স্বর্গ আদৌ থাকে তবে তা কার জন্য? সন্ন্যাসী ছিল সে, সন্ন্যাসীর মতোই শেষ ধর্মানুষ্ঠান গ্রহণ করেছিল। ওর মৃত্যু ওরই উপযুক্ত হয়েছিল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় একমাত্র আমিই উপস্থিত ছিলাম। আমার হিতৈষীকে কবরে নামিয়ে দিয়ে আমি চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম ওর ঋণের বোঝা কি করে আমি নামাব। আমি জানতাম তার কোন পরিবার নেই, নেই বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী বা পুত্রকন্যা। কিন্তু তার ছিল ঈশ্বরে বিশ্বাস; ধর্মে তার প্রচণ্ড আস্থা ছিল। তা অস্বীকার করার অধিকার আমার কি আছে? আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা সভার যে ব্যবস্থা আছে তার কথা সঙ্কুচিত হয়ে সে আমাকে বলেছিল। এ কর্তব্য সে আমার উপর চাপাতে চায়নি। ভেবেছে এতে হয়তো তার কাজের জন্য প্রতিদান চাওয়া হবে। সাহায্য দেওয়ার জন্য একটা ফাণ্ড তৈরী করার পর বছরে চারটি প্রার্থনা সভার

ব্যবস্থা করার জন্য সাঁ-স্যলপিস এ প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য আমি করেছিলাম। যেহেতু বুর্জিয়ত্‌কে আমি যা দিতে পারি তা হল তার ধর্মীয় ইচ্ছাগুলির তৃপ্তি, সুতরাং প্রতি ঋতুতে এই প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করা হল। এই সভায় সংশয়ী মানুষের সৎবিশ্বাস নিয়ে আমি বলি, 'হে ঈশ্বর যদি এমন কোন জায়গা থাকে যেখানে মৃত্যুর পরে নিখুঁত মানুষদের তুমি পাঠাও তবে সৎ মানুষ বুর্জিয়াতের কথা একবার ভেবে দেখো। যদি কোন কারণে তার ভাগ্যে কষ্ট থাকে তবে সে কষ্টটা আমাকে দিও। সে যেন তাড়াতাড়ি যাকে স্বর্গ বলে সেখানে পৌঁছে যায়।' আমি যে মতবাদ পোষণ করি তাতে এর চেয়ে আর কতদূর আমি নিজেকে নিয়ে যেতে পারি? ঈশ্বর নিশ্চয় খুব ভাল লোক এর জন্য তিনি নিশ্চয় আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। তোমার কাছে আমি শপথ করে বলতে পারি, বুর্জিয়াতের মতো বিশ্বাসী হওয়ার জন্য আমি আমার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে পারি।'

দেপ্ল্যাঁর শেষ রোগ শয্যায় বিয়াঁকো তাঁকে দেখেছিলেন। এখনও বিয়াঁকো নিশ্চিত বলতে পারেন না বিশিষ্ট সার্জন নাস্তিক থেকেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন কিনা।

১৮৩৬

সম্ভবত তুমি জানো না ক্ষুদ্র একটি রাস্তা রু ছ লেদিগুয়ের-এ আমি থাকতাম সে সময়ে। রাস্তাটি বেরিয়েছে প্লেস ছ লা বাস্তিলের কাছে ফোয়ারার বিপরীত দিকে রু ছ সাঁৎ আঁতোয়াঁ থেকে এবং পড়েছে গিয়ে রু ছ লা সেরিসেতে।

জ্ঞানের নেশায় আমি তখন একটা বাড়ির চিলে কুটরীতে বাস করছি—রাত্রে করছি কাজ, দিন কাটাচ্ছি নিকটস্থ লাইব্রেরী বিবলিওথেক ছ মঁশিয়েতে। কৃচ্ছসাধন করেই আছি। সৎ এবং চিন্তাশীল ছাত্রদের পক্ষে যে আশ্রমিক জীবন অপরিহার্য সে শর্তগুলি সব আমি স্বীকার করে নিয়েছি। আবহাওয়া যখন ভাল থাকে বুলভার বুঁদোঁ ধরে আমি হাঁটতে থাকি। অধ্যয়নের অভ্যাস থেকে একটিমাত্র প্রগাঢ় আবেগ আমাকে টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু সেটাও এক ধরণের বিদ্যাভ্যাস। আমি প্রত্যহ বেরিয়ে গিয়ে শহরতলীর মানুষ, তাদের চরিত্র এবং আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করতাম। আমার পোষাক-আশাক সাধারণ শ্রমিকদের মতোই ছিল এবং আমি নিজের চেহারার প্রতিও যত্নশীল ছিলাম না। সুতরাং তা ওদের মধ্যে কোন বিরুদ্ধতার জন্ম দেয়নি। ওরা যখন দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো তখন ওদের সঙ্গে আমি মিশে যেতে পারতাম, কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ওদের মধ্যকার দরাদরি, তর্কাতর্কি লক্ষ্য করতে পারতাম।

তখন সহজ জ্ঞানের পর্যবেক্ষণের শক্তি আয়ত্ত করে ফেলেছি, যে শক্তি শরীরকে অস্বীকার না করেও আত্মার গভীরে প্রবেশ করতে পারে, অথবা তা পার্থিব শরীরের বিভিন্ন অংশগুলি এমন গভীরভাবে জেনেছে যে সত্বর তা দেহাতীতে পৌঁছে গেছে। এই পর্যবেক্ষণ শক্তি যার ব্যক্তিজীবন আমি পরখ করছি তারই জীবনযাপনে সাহায্য করে আমাকে। তার জীবনের স্থানে নিজেকে রাখতে পারি আমি, যেমন করে আরব্য উপন্যাসের দরবেশ মন্ত্রোচ্চারণ করে অন্য লোকের দেহ ও আত্মায় পরিণত হতে পারে তেমনি।

কোন কোন সময় রাত এগারো ও মধ্যরাতের মধ্যে আম্বিগ্যু-কমিক থেকে গৃহাভিমুখীন শ্রমিক ও তার স্ত্রীকে পাশাপাশি হেঁটে যেতে দেখে নিজের আনন্দে আমি তাদের অনুসরণ করে বুলভার ছ্য পঁইস্ত সো থেকে বুলভার ব্যমারকেই পর্যন্ত চলে যাই। প্রথমে এই সরল লোকগুলি সদ্য দেখা নাটক নিয়ে আলোচনা সুরু করে, তারপর ক্রমশঃ নিজেদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়। মা হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় শিশু-সন্তানকে তার আবদার বা অভিযোগের দিকে

কোন দৃকপাত না করে। স্বামী-স্ত্রী আগামীকাল তাদের যে অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে তা নিয়ে হিসেব কষতে থাকে, সে অর্থ খরচ করার বিশ রকমের উপায়ের কথা ভাবে তারা। তারপর আসে ঘর-গৃহস্থলীর অনুপুঙ্খ বর্ণনা। আলুর অত্যন্ত চড়া দরের জন্য অভিযোগ উপস্থিত করে তারা অথবা অভিযোগ করে শীতের দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য কিংবা জ্বালানীর খরচ বেড়ে যাওয়ার জন্য। রুটিওলার কাছে ধারের জন্য তপ্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ওদের মধ্যে। শেষের দিকে আলোচনা তিক্ত হয়ে ওঠে আর তারা প্রত্যেকে ভাষার বিচিত্র রঙ্গীন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেয় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই মানুষগুলির কথা শুনতে শুনতে আমি ওদের জীবনযাপন করতে সুরু করি, অনুভব করি আমার পিঠের ওপর তাদের ছেঁড়া কাঁথা। ওদের ছেঁড়া জুতো পরে আমি হাঁটি। ওদের অভাব, ওদের প্রয়োজন সব আমার আত্মায় প্রবেশ করে। এটা পূর্ণ জাগ্রত মানুষের একটা স্বপ্নের মতো। অত্যাচারী ফোরম্যানের প্রতি তাদের ক্রোধ আমিও অনুভব করি, অসৎ খদ্দেরের বিরুদ্ধে ক্রোধ, যারা বারবার ওদের কাজে আনতে বাধ্য করে। আমার নিজস্ব অভ্যাসগুলি ত্যাগ করে আমার নৈতিক মনন শক্তিকে উন্নত করে অন্য কেউ হয়ে ওঠা এবং ইচ্ছে মতো এই খেলা খেলে যাওয়া—এতেই আমার আনন্দ। এ শক্তি আমি কোত্থেকে পেয়েছি? এটা কি এক ধরণের দ্বিতীয় দৃষ্টি? এটা কি সেই সব গুণের একটি, যার বিকৃত ব্যবহার মানুষকে পাগলামীর পথে ঠেলে দেয়? আমি কখনও এ শক্তিকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করিনি। আমি এ শক্তি পেয়েছি, ব্যবহারও করেছি—এই-ই যথেষ্ট। শুধু এটুকু তোমার জানার দরকার যে, যে-সময় আমি যাকে বলে জনসাধারণ সেই বিচিত্র বস্তুপিণ্ডকে বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করে ফেলেছি এবং এমনভাবে তাকে বিশ্লেষণ করেছি যে, আমি তার সৎ ও অসৎ গুণগুলির মূল্য নিরূপণ করতে পারি। এই স্থানটির ব্যবহার কি করে করা যায় তা আমি এর মধ্যেই জেনে ফেলেছি—জেনেছি এটা বিপ্লবের উৎপাদন ক্ষেত্র যার মধ্যে রয়েছে বীর, বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিদ, অপরাধী, বদমাস, সাধু ও অসাধু পুরুষ—সবাই দারিদ্র্যের দ্বারা নিপীড়িত, অভাবের দ্বারা রুদ্ধশ্বাস, মদের মধ্যে নিমজ্জিত এবং কড়া মদের দ্বারা জীর্ণ। তোমার কল্পনাতেও আসবে না কত অলিখিত ঘটনা, কত বিস্মৃত নাটক এই নিপীড়িত শহরের মধ্যে রয়েছে, রয়েছে কত ভয়ঙ্কর ও সুন্দর বস্তু। যে সত্য ওর মধ্যে গোপন রয়েছে এবং যা প্রকাশ করার প্রচেষ্টা এখনও চালায়নি কেউ সেই সত্য কল্পনা করাও অসম্ভব। ট্রাজেডি ও কমেডির এই আশ্চর্য দৃশ্য, দৈবপ্রসূত এই সৃষ্টি আবিষ্কার করতে হলে অনেক গভীরে খনন চালাতে হবে। যে গল্প তোমাকে বলতে যাচ্ছি তা

না বলে কি করে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলাম তা আমি জানি না। যেসব অদ্ভুত গল্প স্মৃতির থলিতে সঞ্চয় করে রেখেছি এবং যা লটারীর সংখ্যার মতো যখন ইচ্ছে তুলে আনা যায় এটি তাদের অন্যতম। এ রকম অদ্ভুত ও অনেক গভীরে সমাহিত আরও অনেক গল্প আমি জানি। কিন্তু তুমি নিশ্চিত জেনো তাদের দিন একদিন আসবে।

একদিন আমার বাড়ির ঝি এসে তার বোনের বিবাহ বাসরে আমার সম্মানীয় উপস্থিতি কামনা করে নিমন্ত্রণ করে গেল আমাকে। বিবাহটা কি ধরণের হতে পারে তা বোঝার সুবিধার জন্য এখানে আমার কিছু বলা প্রয়োজন। এই দরিদ্র মেয়েটি মাসিক চল্লিশ ক্রাঁর বিনিময়ে প্রতিদিন আমার বিছানা পেতে দিত, জুতো পরিষ্কার করতো, পোষাক-আশাক ঝেড়ে দিত, ঘর মুছতো এবং খাবার তৈরী করে দিত। দিনের অবশিষ্ট সময়ে সে মেশিন চালাতো এবং এই নোংরা কাজের জন্য পেতো দৈনিক মাত্র দশ স' করে। মেয়েটি ছুতোর স্বামী আয় করতো চার ক্রাঁ। কিন্তু তিনটি সন্তান নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সংসার চালানোর পক্ষে সে আয় যথেষ্ট ছিল না। এই পুরুষ ও নারীর মতো অবিচলিত সততার সাক্ষাৎ আমি আর কোথাও পাইনি। সেই স্থান ছেড়ে যাওযার পাঁচ বছর পরেশ শ্রীমতী ভাইর্লাত ফুল ও কমলালেবু নিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসতো বিশেষ উৎসবের দিনে, যদিও দশটি স' সঞ্চয় করার ক্ষমতাও তার ছিল না। দারিদ্র্য পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল আমাদের। এসব অনুষ্ঠানে কোন সময়েই তাকে দশ ক্রাঁর বেশি দিতে পারিনি আমি, তাও আবার দিয়েছি ধার করে। বিয়েতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি কেন তাকে দিয়েছিলাম এই ব্যাখ্যায় তা বোধহয় পরিষ্কার হবে। এই দরিদ্র লোকগুলির আনন্দোৎসবের মধ্যে আমি আমার নিজের উদ্বেগ ভুলবার কথা ভেবেছিলাম।

উৎসব ও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল রু দ্য শারেতোঁর এক মস্ত ব্যবসায়ীর বাড়ির দোতলায়। বড় ঘরটি টিনের দর্পন দিয়ে সাজানো এবং ল্যাম্পের আলোর দ্বারা আলোকিত। দেওয়ালগুলি টেবিল সমান উচ্চতা পর্যন্ত নোংরা কাগজ দিয়ে মোড়া। দেওয়াল বরাবর কাঠের বেঞ্চি সাজানো। আশিজন লোক রবিবারের সেরা পোষাকে ফুল ও রীবন সজ্জিত হয়ে এসেছে। মুখ তাদের দীপ্ত, সবার মধ্যে উৎসবের মেজাজ। তারা এমনভাবে নৃত্যরত যেন পৃথিবীর শেষ দিন উপস্থিত। বর কনে সবাইকে সন্তুষ্ট করে চুমু খাচ্ছে সর্বত্র হাসির হি হি হো হো। এটা তথাকথিত ভদ্রমহিলাদের ভীরু কটাক্ষপাতের চেয়ে বাস্তবিক কম অশ্লীল। সমগ্র দলটি একটা স্বতস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ করছে যা কিছুটা সংক্রামক।

কিন্তু এই সমবেত মানুষগুলির মুখ, বিবাহ বা এই দলের কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে আমার এই কাহিনী নয়। একমাত্র বিষয় যা মনে রাখতে হবে তা হল এই অসাধারণ পরিবেশ। কল্পনা করুন জীর্ণ রক্তরঙে রাঙ্গানো দোকান ঘরটি, গন্ধ শুকুন মদের, শুনুন আনন্দোল্লাস, কিছু সময় কাটিয়ে যান শহরতলীর এই শ্রমিকদের মধ্যে, এই বৃদ্ধ লোকগুলির মধ্যে, দরিদ্র নারীদের মধ্যে যারা একটা রাত্রির জন্য নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে আনন্দোল্লাসের হাতে।

কুইন্জ ভিন্ত্স এর তিনজন অন্ধ নিয়ে এই অর্কেষ্ট্রা পার্টি। প্রথমজন বাজায় বেহালা, দ্বিতীয় ক্ল্যারিনেট আর তৃতীয় জন বাঁশি। এক রাতের জন্য তাদের পারিশ্রমিক সাত ফ্রাঁ। অবশ্য এই পারিশ্রমিকে তারা রোজিনী বা বেঠোফেন বাজায় না যা মন চায় তাই বাজায়, যা তারা জানে তাই বাজিয়ে থাকে। তাদের চমৎকার ও বিচক্ষণ ব্যবহারের জন্য কেউ অভিযোগ করার কথা ভাবে না। তাদের সঙ্গীত তীব্রভাবে আমার কর্ণপটে আক্রমণ করল। আমি সমবেত লোকগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে অন্ধলোক তিনটির দিকে তাকালাম। তাদের ইউনিফর্ম চিনতে পেরে শীঘ্রই আমি নিজেকে একটু প্রশ্রয় দেওয়ার কথা ভাবলাম। বাদকেরা জানালার খাঁচার মধ্যে বসে। সুতরাং তাদের মুখাবয়ব স্পষ্ট দেখতে হলে ওদের বেশ কাছে যেতে হবে। আমি তৎক্ষণাৎ ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম না। কি করে গেলাম তার ঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না, তবে যাব ভাবলে অন্য কিছুকে আমি তেমন আমল দিই না। বিবাহ বাসর ও তার সঙ্গীতের অস্তিত্ব আমার কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল যেন, আমার কৌতূহল তীব্রভাবে জেগে উঠল, কারণ আমার আত্মা প্রবেশ করেছে ক্ল্যারিনেট বাদকের শরীরে। বেহালা বাদক ও বাঁশি বাদকের মুখ দু'টি অতি সাধারণ—সাধারণ অন্ধলোকের মুখ যেমন হয় তেমন—তীক্ষ্ণ, মনোপযোগী এবং গম্ভীর। কিন্তু ক্ল্যারিনেট বাদকের চেহারাটি যেন এমন একটি প্রাকৃতিক ঘটনা যা শিল্পী বা দার্শনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কল্পনা করুন ল্যাম্পের লাল আলোয় আলোকিত দান্তের মৃত মুখের ছাপ, যার শীর্ষদেশ রুপালী সাদা গুচ্ছ গুচ্ছ চুলে আচ্ছাদিত। অন্ধত্ব এই আশ্চর্য মুখের তিক্ত বিষণ্ণভাব অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে কারণ চিন্তাশক্তি মৃত চোখ-গুলির মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করেছে। একটা জলন্ত দীপ্তি যেন ওদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, ওটা যেন একটা অনুকম্পাহীন বাসনার ফল যা ঐ উচ্চ বলিরেখাঙ্কিত কপালে গভীরভাবে খোদিত হয়ে আছে প্রাচীন দেয়ালে না রেখে, জীর্ণ ছবিগুলি যান্ত্রিকভাবে স্পর্শ করে ওর আঙুলগুলি উপরে নীচে উঠছে নামছে। ভুল সুর বাজিয়ে সে একটুও বিরক্তি বোধ করছে না।

অন্যপক্ষে নৃত্যরত লোকগুলি ও ইতালীয় লোকটির অন্য দু'জন সঙ্গীও তা লক্ষ্য করছে না। আমি নিশ্চিত যে লোকটির দেশ ইতালী এবং বাস্তবিক এ বিষয়ে আমি নির্ভুল। এই বৃদ্ধ হোমারের মধ্যে একটা ওদিসি বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে আছে, ওর মধ্যে মহৎ ও অহঙ্কারী কি যেন একটা আছে। এ মহত্ব এত বাস্তব যে এই দুঃখময় অবস্থার মধ্যেও তা নিজের বিষয় পতাকা উড়িয়েছে, এই অহঙ্কারী মনোভাব এত শক্তিশালী যে তা ওর দারিদ্র্যের ওপরও আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। তীব্র আবেগ যা মানুষকে একই সঙ্গে সৎ ও অসতের দিকে সমানভাবে আকর্ষণ করে তাকে অপরাধী বা বীরে পরিণত করে তা কিন্তু ঐ মহত্ত্বব্যঞ্জক ঈষৎ পিঙ্গল ইতালীয় মুখে অনুপস্থিত। আমি কেঁপে উঠলাম পাছে চোখ দুটির মধ্যে চিন্তার আলোর পুনরাবির্ভাব ঘটে। গুহার মুখে মশাল ও ছুরি সজ্জিত হয়ে ডাকাতদলের আবির্ভাবকে যেমন ভয় পাই আমি, তেমনি ভয় পেলাম। এই রক্তমাংসের খাঁচার মধ্যে একটা সিংহ বাস করে—যে সিংহ লৌহ শিকলগুলির মধ্যে তার উন্মত্ত আবেগ নিয়ে ব্যর্থ দিন কাটায়। হতাশার আগুন ছাই-এর মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়, লাভা হয়ে আসে শীতল। কিন্তু ধ্বংসের চিহ্ন বলিরেখাগুলি এবং সামান্য ধোঁয়া সাক্ষী থেকে যায় ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতের অস্থির দহন কার্যের। লোকটির মুখে এই চিন্তাগুলি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। লোকটিকে দেখে যে চিন্তাগুলি আমার মধ্যে উদিত হয় তা আমার হৃদয়ে জ্বলতে থাকে।

প্রতিটি নাচের মধ্যবর্তী সময়ে বেহালা বাদক ও বংশীবাদক বোতল ও গ্লাস নিয়ে গভীরভাবে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, বাদ্যযন্ত্রটিকে লাল কোটের বোতামে ঝুলিয়ে রাখে, তারপর তারা হাত বাড়িয়ে দেয় জানালার খাঁচার মধ্যে পানীয় রাখা টেবিলের দিকে এবং প্রতিবারই ইতালীয় লোকটির হাতে একটি পূর্ণগ্লাস মদ তুলে দেয়। কারণ টেবিলটি ওর পেছনে থাকায় সে নিজে তা তুলে নিতে পারে না। প্রতিবারই ক্ল্যারিনেট বাদকটি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মাথা নত করে ওদের ধন্যবাদ দেয়। কুইজ-ভিগুস্-এর অন্ধ হিসেবে তাদের চাল চলন এমন বিস্ময়কর-রূপে নিখুঁত যে মনে হয় যেন তারা সব দেখতে পায়। অন্ধ লোকগুলির কথাবার্তা শোনার জন্য আমি এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমি কাছে গেলে ওরা সতর্কভাবে আমার অবয়ব বুঝতে চেষ্টা করল এবং তাদের সমগোত্রীয় মানুষের ভাব না দেখে চুপ করে গেল।

'ক্লারিওনেট বাদক মশায়, আপনার দেশ কোথায়?'

'ভেনিস', সামান্য ইতালীয় ভাষার টানে বলল অন্ধ লোকটি।

'তুমি কি জন্মান্ধ? নাকি অন্য কোন কারণে·'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল সে, 'অপঘাতের ফলে এমন হয়েছে, চোখের স্নায়ুর অভিশপ্ত ক্ষয়ের জন্য এমন হয়েছে।'

'ভেনিস্ খুব সুন্দর শহর ; ওখানে যাওয়ার কথা আমি সব সময় ভাবতাম।' বৃদ্ধ লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলিরেখা যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল, গভীরভাবে মুগ্ধ হল সে।

'আপনার সঙ্গে যদি আমি যেতে পারি তবে আপনার সময় নষ্ট হবে না।' বলল সে।

'ওকে ভেনিসের কথা বলবেন না,' বলল বেহালাবাদক, 'আমাদের নেতাকে এক্ষুনি ভেনিসে রওনা করে দেবেন দেখছি।'

'হুজুগে দাদা, এসো এসো বাজাতে শুরু করো তো, বলল বংশীবাদক।

তিনজনেই বাজাতে সুরু করল আবার, কিন্তু ওরা যখন চার নৃত্যের বাজনাটি বাজাচ্ছিল তখন ভেনিসের লোকটি আমার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল, আমি যে ওর প্রতি বেশ একটু আকৃষ্ট হয়েছি এটা ও অনুভব করছে। ওর মুখ থেকে নিস্পৃহ, বিষণ্ণভাব অন্তর্হিত হয়েছে এখন। একটা আশা—কি তা আমি জানি না—ওর মুখাবয়বকে জীবন্ত করে তোলে। ওর কপালের বলিরেখার মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা নীল শিখার মতো। লোকটি হাসল, কপালটি মুছে নিল—দৃপ্ত এবং ভয়ঙ্কর কপালটি। অবশেষে ওর মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন এক্ষুনি সে তার কাঠের ঘোড়ায় চড়ে রওনা দেবে।

'কত বয়স হল আপনার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বিরাশী।'

'অন্ধ হয়েছেন কত বছর?

'প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে এলো,' সে এমন স্বরে উত্তর দিল যাতে বোঝা যাচ্ছে ওর খেদ শুধু দৃষ্টিশক্তি হারানোর জন্য নয়, আরও একটা কিছু মহৎ শক্তির অপচয়ের জন্য যা সে নিজেই নষ্ট করেছে।

'ওরা আপনাকে নেতা বলে ডাকে কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওঃ, ওটা ক্ষেপানোর জন্য করে ওরা,' বলল সে, 'আমি ভেনিসের অভিজাতদের একজন কিনা, অন্যদের মতো আমিও প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটদের একজন হতে পারতাম।'

'আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'এখানে ওরা বৃদ্ধ কানেৎ বলে ডাকে আমাকে,' সে বলল, 'এছাড়া অন্যভাবে রেজিষ্টারে আমার নাম লিখতে পারে না ওরা। কিন্তু ইতালীয় ভাষায় ওটা হবে মার্কো ফ্যাসিনো কেইন ভারেসের প্রধান।'

'যাঁর বিজিত রাজ্য এখন মিলনের ডিউকের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে তুমি কি ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক সেই বিখ্যাত ক্যাসিনো কেইনের বংশধর ?'

'ঠিক তাই,' বলল সে, 'সে সময় ভিস্‌কন্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য কেইনের পুত্র আশ্রয় নিয়েছিল ভেনিসে, গোল্ডেন বুকেও তাঁর নাম লিখতে হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই কেইনও নেই, গোল্ডেন বুকও সেই।' মুখের ভাবখানা ভয়ঙ্কর করে তুলল সে।

আপনি যদি ভেনিসের সেমেটর হন তাহলে নিশ্চয় আপনার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। কি করে আপনি সে ধনসম্পদ হারালেন ?

এই প্রশ্নে মুখ ফিরিয়ে মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে সে তাকালো আমার দিকে যেন সে আমাকে পরীক্ষা করতে চায়। তারপর বলে, 'দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে।'

মদ্যপান করার কথা এখন আর ভাবছে না সে। সেই মুহূর্তে বৃদ্ধ বংশীবাদক যে মদের গ্লাসটি এগিয়ে দিল ওর দিকে সেটা নিতে সে অস্বীকার করল। তারপর মাথা নত করল। এ বিবরণ এমন নয় যে যাতে আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবে। এই তিনজন যন্ত্রবৎ সঙ্গীতজ্ঞ যখন নৃত্যের সুর বাজিয়ে যাচ্ছিল, আমি তখন কুড়ি বছরের যুবকের ব্যগ্র অনুভূতি নিয়ে এই ভেনেসীয় অভিজাত লোকটিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আমি ভেনিস দেখতে পাচ্ছিলাম, দেখতে পাচ্ছিলাম আড্রিয়াতিক সমুদ্র; আমি দেখছিলাম ঐ জীর্ণ মুখে তার ভগ্নাবশেষ। নাগরিকদের অতিপ্রিয় সেই শহরে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমি চলে গেলাম রায়ালটো থেকে গ্র্যাণ্ড ক্যানাল পর্যন্ত, কী স্ত এসক্লাভো থেকে নিদো পর্যন্ত। চলে গেলাম মহান গির্জা দর্শনে —মহিমায় মণ্ডিত যে গির্জা। তাকিয়ে দেখলাম কাসা-দোরোর জানালাগুলি —প্রতিটি জানালাই যার ভিন্নভাবে অলঙ্কৃত। মর্মর সম্পদে ঠাসা প্রাচীন স্থানগুলিও দেখলাম। অল্পকথায়, আমি গেলাম সেইসব আশ্চর্য স্থানে যেগুলিকে বিশেষজ্ঞরা নিজেদের ইচ্ছেমত রঙ্গীন করে নিয়ে আরো বেশি করে উপভোগ করতে পারেন এবং যেগুলির বাস্তব প্রত্যক্ষতা তাঁদের কাব্যের স্বপ্নকে বিলীন করে দিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ কন্দোত্তিয়েরীর এই বংশধরের জীবনের ইতিহাস আবার পুর্ণগঠন করলাম আমি, চেষ্টা করলাম ওর মধ্যে আবিষ্কার করতে দুর্ভাগ্যের চিহ্ন, গভীরে প্রোথিত শারীরিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ না ওর নব জাগ্রত বিরাটত্বও মহত্ত্বের স্ফুলিঙ্গকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। ওর চিন্তাও আমার মতো সন্দেহ নেই। আমাদের বন্ধুত্বের অনুভূতির প্রমাণ পেতে আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ক্যাসিনো কেইন বাজনা বন্ধ

করল, চেয়ার থেকে উঠে এসে আমাকে বলল, 'চলুন যাই।' ওর কথাগুলি যেন আমাকে বিদ্যুৎ চমকের মতো আঘাত করল। আমি হাত এগিয়ে দিলাম, বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে।

রাস্তায় নেমে লোকটি বলল, 'আপনি কি আমাকে ভেনিসে নিয়ে যাবেন, আমার গাইড হবেন সেখানে। আমার ওপর কি আপনার বিশ্বাস আছে? আমস্টারডাম অথবা লণ্ডনের দশটি কোম্পানীর চেয়েও অনেক বেশি ধনী হয়ে উঠবেন আপনি, রথচাইল্ডের চেয়ে ধনী, অল্পকথায় বলতে গেলে আরব্যোপন্যাসের নায়কদের চেয়েও ধনী।

আমি ভাবলাম লোকটি উন্মাদ; কিন্তু ওর কথার মধ্যে একটা শক্তি ছিল। আমি ওর কথা মেনে নিলাম। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সে, নিয়ে গেল বাস্তিলের পরিখার দিকে। এমনভাবে নিয়ে গেল যেন সে চক্ষুমান। এখন সেখানে স্যাঁৎ-মাঁর্তা খাল ও সেন নদীকে যুক্ত করেছে যে ব্রিজ তারই কাছে একটি নির্জন জায়গায় পাথরের ওপর বসে পড়ল সে। বৃদ্ধের সামনে আর একটি পাথরের ওপর আমি বসলাম। বৃদ্ধের সাদা চুলগুলি জ্যোৎস্নায় রুপোর সুতোর মতো চিক চিক করতে লাগল। বুলভারের ব্যস্ততার শব্দ কচিৎ এই নৈঃশব্দের ধ্যান নষ্ট করতে পারছিল। এই নিঃশব্দ, রাত্রির পবিত্রতা—সব মিলে একটা অবাস্তব দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যেন।

'তুমি আমার মতো যুবককে লক্ষ টাকার কথা বলছো, ভাবছো বুঝি সেগুলি পেতে হাজার দুঃখ সহ্য করতে সে দ্বিধাবোধ করবে। তুমি কি আমাকে নিয়ে মজা করছো?'

ব্যগ্রভাবে বলল সে, 'আমি যা বলছি তা যদি সত্য না হয় তবে যেন পাদ্রীর কাছে স্বীকারোক্তির আগেই আমার মৃত্যু হয়। এ মুহূর্তে তুমি যেমন, আমার বয়স তখন ছিল ঠিক কুড়ি বছর। আমি ধনী ছিলাম, মহৎ ও সুন্দরও ছিলাম। আমি জীবন শুরু করলাম সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজ দিয়ে —প্রেমে পড়ে। এমন ভালবাসলাম যা কখনও কেউ বাসে নি—এমন কি সিন্দুকের মধ্যে সত্য গোপন করে এবং ঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও শুধু একটা চুম্বনের প্রতিশ্রুতির জন্য। আমি প্রেম করেছিলাম। প্রেমের জন্য মৃত্যুবরণ করাও মনে হত যেন জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৬০ সালে আমি ভেন্দ্রামিনির প্রেমে পড়ে গেলাম। তার বয়স আঠারো এক সাগ্রেদোর সঙ্গে বিবাহিত সে। সাগ্রেদো ধনীদের অন্যতম—বয়স তিরিশ। সেও স্ত্রী বলতে অজ্ঞান। আমার প্রেমিকা ও আমি দুজনেই দেবদূতের মতো নির্দোষ। আমরা যখন প্রেমালাপ করছিলাম তখন হঠাৎ একদিন তার মধ্যে ধনী

ব্যাক্তটির আবির্ভাব হল। আমি ছিলাম নিরস্ত্র। স্বামীর মুষ্ঠাঘাত আমার গায়ে পড়ল না। আমি লাফিয়ে ওঁর গায়ে পড়লাম, ছ'হাত দিয়ে ওঁর গলা ছিন্ন করে শ্বাসরুদ্ধ করে ওঁকে হত্যা করলাম। প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে আমার সঙ্গে যেতে রাজী হল না। মেয়েরা এ রকমই হয়। আমি একলাই গেলাম। বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হলাম এবং আমার সমস্ত সম্পদ আমার উত্তরাধিকারীদের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হল। কিন্তু হীরেগুলো আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। তিজিয়ানোর রোল করা পাঁচটি ছবি ও সমস্ত সোনা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। মিলানে চলে গেলাম, সেখানে কেউ আমার শান্তি নষ্ট করেনি। মিলানের শাসকচক্রের আমার প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না।

কিছুক্ষণ থেমে বলল সে, 'সুরু করার আগে একটা কথা বলে নিই। গর্ভেধারণ করার সময় অথবা ভ্রূণ অবস্থায় মায়ের আকাঙ্ক্ষা সন্তানকে প্রভাবিত করে কিনা জানি না। এটা নিশ্চিত যে অন্তসত্বার সময় আমার মায়ের স্বর্ণের প্রতি একটা প্রচণ্ড লোভ ছিল। আমারও স্বর্ণের জন্য একটা পাগলামী ছিল। তাকে পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজন আমি সর্বদাই বোধ করতাম। যে পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন সোনা ছাড়া আমি থাকি নি কোনদিন। যখন বয়স কম ছিল তখন সবদাই সোনার অলঙ্কার পরতাম আমি। আমার সঙ্গে সব সময় থাকত ছ' তিন শ' স্বর্ণমুদ্রা।

এই কথাগুলি বলতে বলতে নিজের পকেট থেকে ছ'টি স্বর্ণমুদ্রা বার করে এনে দেখাল সে আমাকে।

'আমি সোনার গন্ধ পাই। যদিও অন্ধ, সোনার গয়নার দোকানের সামনে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। এই লোভই আমাকে ধ্বংস করেছে। সোনা নিয়ে খেলার জন্য আমি জুয়াড়ীতে পরিণত হয়ে যাই। আমি প্রতারক নই, বরং নিজেই আমি প্রতারিত এবং নিঃস্ব হয়ে গেছি। যখন সমস্ত সম্পত্তি হারালাম তখন প্রেমিকাকে দেখার একটা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে বসল। গোপনে ভেনিসে ফিরলাম আমি, আবার ওর সঙ্গে দেখা হল। ছ'মাস বেশ সুখের মধ্যে কাটিয়েছি, ও আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল। মনের খুশীতে আমি ভেবেছিলাম এভাবেই আমার জীবন চলে যাবে। কিন্তু মেয়েটি তখন প্রেম করে যাচ্ছিল ভেনিস্ রিপাব্লিকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন এ ব্যাপারে তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। ইতালীতে এসব ব্যাপার সবাই বেশ বুঝতে পারে। তিনি আমাদের ওপর নজর রেখেছিলেন এবং একদিন আমাদের হাতে নাতে ধরে ফেললেন—কাপুরুষ! আপনি কল্পনা

করতে পারেন কি ভীষণভাবে সেদিন লড়েছিলাম আমি। তাঁকে হত্যা করিনি আমি, কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত করেছিলাম। এই দুঃসাহসী কাজটি আমার সুখ একেবারে নষ্ট করে দিল। সেদিন থেকে অন্য কোন প্রেমিকা আর আমার ভাগ্যে জোটেনি। আমি পেয়েছি অনেক গভীর সুখ। পঞ্চদশ লুইয়ের রাজসভায় বহু নামী মহিলার সঙ্গে বাস করেছি আমি; কিন্তু প্রিয় ভেনেসীয়দের মতো এমন গুণ, এমন মোহিনী শক্তি, এমন প্রেম আমি পাইনি কোথাও। ভেনেসীয় অফিসারটির সঙ্গে তাঁর ভৃত্যরাও ছিল। তাদের ডেকে তিনি প্রাসাদ ঘিরে ফেললেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি এমনভাবে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হলাম যাতে আমার প্রেমিকার সামনেই আমি মরতে পারি। সেও অফিসারটিকে হত্যা করতে সাহায্য করেছিল আমাকে। আগে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে অস্বীকার করেছিল সে, এখন ছ'মাস এক সঙ্গে বাস করার পর সে আমার সঙ্গে যেতে রাজীও হয়েছিল। সে নিজেও কয়েকবার আঘাত পেয়েছিল। তারা আমার ওপর একটা বড় ওভারকোট ছুঁড়ে ফেলে আমাকে বন্দী করে তুলে নিল গণ্ডোলায় এবং নিয়ে গেল মাটির নিচের এক জেলখানায়। আমার বয়স তখন বাইশ বছর। আমার তলোয়ারের হাতল আমি এমনভাবে আঁকড়ে ছিলাম যে আমার হাত না কেটে সেটাকে ছাড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিল। দৈববশে অথবা আত্মরক্ষার তাগিদে অনুপ্রাণীত হয়ে আমি এই লোহার বস্তুটি এক কোণে লুকিয়ে রেখে দিলাম যেন এটা ভবিষ্যতে কোন একদিন আমার কাজে লাগবে। আমার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে বেঁধে দেওয়া হল। আঘাতগুলি কোনটাই মারাত্মক ছিল না। বাইশ বছর বয়সে সবকিছু কাটিয়ে উঠতে পারে মানুষ। আমার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে। কালক্ষেপের জন্য আমি অসুস্থতার ভান করতে লাগলাম। মনে হল আমার সেলটি ঠিক খালের পাশে, আমার পরিকল্পনা দেওয়ালের নিচে গর্ত খনন করে সাঁতার কেটে খাল পার হয়ে পালিয়ে যাওয়া, যদিও এতে জলে ডুবে যাওয়ার বিপদ ছিল। এসব বিচার বিবেচনাই আমার আশার ভিত্তি। যতবার জেলার আমার খাবার নিয়ে আসত ততবার আমি দেয়ালে টাঙ্গানো সাইনবোর্ডগুলি পড়তাম, যেমন "প্রাসাদে যাওয়ার পথ", "খালে যাওয়ার পথ", নিচে নামার পথ" প্রভৃতি। অবশেষে একটা পরিকল্পনা এলো আমার মাথায়। এটা আমাকে মোটেই চিন্তিত করল না। ডিউকের প্রাসাদের অসমাপ্ত অবস্থাটিই এর ব্যাখ্যা করবে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যে প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করে তারই সাহায্যে আঙুলের ডগা দিয়ে পাথরের উপরিতল অনুভব করে আমি একটি আরবী-লিপির অর্থ উদ্ধার করতে সমর্থ হলাম। এই লিপিতে যে লোকটি এ বাড়ি বানিয়েছে সে তার

পরবর্তী নির্যাতাকে জানাচ্ছে যে বাড়িটির শেষ সারি থেকে দু'টি পাথর সরিয়ে দিয়ে এগার ফুট মাটি নিচ পর্যন্ত খনন করা হচ্ছে। এ কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য সেলের মেঝের ওপর অসমাপ্ত কাজে পাথরের টুকরো ও চুন বালি ছড়িয়ে দিলেই হবে। যদিও প্রাসাদটির শুধু বাইরে পাহারা দিলেই চলে তবু জেল কর্তৃপক্ষ ও বিচারকেরা প্রাসাদের এই অসমাপ্ত রূপের জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। মাটির নিচের কারাকক্ষটিতে যেতে হলে কয়েকপদ নিচে নামতে হবে, কিন্তু তা এমনভাবে তৈরী যে মেঝেটি ক্রমশঃ উপরে তুলে আনলেও জেলরক্ষক কিছুই টের পাবে না। যে অজ্ঞাত ব্যক্তিটি এ কাজটির জন্য প্রচণ্ড শ্রম নিযুক্ত করেছিল তা বৃথাই গেল কারণ কাজটি শেষ করতে ব্যর্থ হওয়ায় লোকটির প্রাণ গেল। লোকটির সমস্ত শ্রম বৃথা না যেতে হলে বন্দীকে জানতে হবে আরবী ভাষা। আমি আর্মেনীয় কনভেণ্টে প্রাচ্যদেশীয় ভাষাগুলি শিখেছিলাম। প্রস্তরের পৃষ্ঠে লিখিত এই লিপিটি সেই অসুখী লোকটির ভাগ্যের কথাই বলছে। লোকটি নিজের অফুরন্ত সম্পদের শিকার হয়েছিল, যে সম্পদের প্রতি ভেনিসের লুব্ধ চোখ পড়েছিল এবং যা ভেনিস অধিকার করে আছে। কিছু সফলতা অর্জন করতেই আমার মাসখানেক চলে গেল। যখন কাজ করতাম এবং যে মুহূর্তগুলোতে ক্লান্তিতে আমি অবসন্ন হয়ে পড়তাম তখন আমি শুনতে পেতাম সোনার ঝনঝন শব্দ, আমার সামনে দেখতে পেতাম সোনার তাল। হীরের ঔজ্জ্বল্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিত। এখন আমি আসল কথায় ফিরে আসছি। একদিন রাত্রে আমার ভোঁতা তলোয়ার কাঠে লেগে গেল। তরবারিতে ধার দিয়ে আমি সেই কাঠে একটা ছিদ্র তৈরী করে ফেললাম। কাজ করার সুবিধার জন্য পেটে ভর দিয়ে সাপের মতো হামাগুড়ি দিয়ে চলতাম আমি। নিজেকে উলঙ্গ করে ফেলেছিলাম যাতে পাথরের ওপর শরীরটা স্থাপন করে হাত সামনে রেখে ছুঁচোর মতো গর্ত খনন করতে পারি। বিচারকের সামনে উপস্থিত হওয়ার দু'দিন পূর্বে এক রাত্রে আমি ঠিক করলাম এবার শেষবারের মতো চেষ্টা করা যাক। কাঠের মধ্যে একটা ফুটো করলাম কিন্তু আমার তলোয়ার অন্য পাশে কোন কিছুই স্পর্শ করল না। কল্পনা করুন সেই ছিদ্রে চোখ রেখে কি রকম বিস্মিতই না হয়েছিলাম আমি। ফুটোর মধ্য দিয়ে দেখতে পেলাম কাঠে-মোড়া একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম সোনার স্তূপ। প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ও দশজন ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যতম একজন সেই প্রকোষ্ঠে ছিলেন, আমি তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁদের সংলাপ থেকে আমি বুঝতে পারলাম এখানেই রিপাব্লিকের গোপন সম্পদ রয়েছে। এ সম্পদ প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটদের দান এবং লুণ্ঠন দ্বারা আহরিত। এই

সম্পদ 'ভেনিসের পেত্রুস' নামে পরিচিত। এর কিছু বা আদায় হয়েছে অভিযানে লুণ্ঠিত সম্পদের ওপর কর বসিয়ে। আমি বেঁচে গেলাম। জেলরক্ষক এলে আমি তাকে ইঙ্গিতে বললাম যদি সে আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং আমার সঙ্গে যায় তবে আমরা যতটা সম্ভব সম্পদ বয়ে নিয়ে যেতে পারি। চান্স খুবই কম ছিল, কিন্তু দেখা গেল সে তা গ্রহণ করল। লেভান্তের জাহাজ শীঘ্রই ছাড়বে। সবরকমের সতর্কতা অবলম্বন করা হল। আমার প্রেমিকা এই পরিকল্পনা তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। আমার সঙ্গীকে তা জানিয়ে দিলাম। পরিকল্পনাটির আঁচ যাতে ওরা না পায় তার জন্য আমার দয়িতাকে স্মিরণাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হল। একরাত্রেই আমি সেই ছিদ্রটি বড় করে ফেললাম, নেমে পড়লাম আমরা ভেনিসের গোপন কোষাগারে। কি আশ্চর্য রাত ছিল সেটা। চারটি পিপে দেখলাম সোনায় পূর্ণ। পাশের ঘরে সমান দুইটি স্তূপে রূপো রাখা হয়েছে। মাঝখানে একটা পথ এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়ার জন্য। সেখানে দেয়াল ধরে পাঁচ ফুট উঁচু করে রাখা হয়েছে মুদ্রা। আমার মনে হল জেলরক্ষক যেন পাগল হয়ে যাবে; সে গান করছিল, লাফিয়ে হেসে নেচে বেড়াচ্ছিল সোনার স্তূপের পাশে। সময় নষ্ট করলে বা গোলমাল করলে আমি ওকে গলা টিপে মারব বলে ভয় দেখালাম। আনন্দের চোটে সে প্রথমে টেবিলে রাখা হীরেগুলি দেখতেই পায়নি। বেশ চাতুর্যের সঙ্গে আমি হীরেগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, সহজেই আমার দু'পকেট পূর্ণ হয়ে গেল। হায় ঈশ্বর! তৃতীয় আর এক থাবলা নিতে পারলাম না। টেবিলের নিচে ছিল তাল তাল সোনা। আমার সঙ্গীটিকে রাজী করালাম যতটা বহন করা সম্ভব ততগুলি সোনার পিণ্ড বস্তার মধ্যে নিয়ে নেওয়ার জন্য। বোঝালাম ওকে বিদেশে ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে হলে এই-ই একমাত্র পথ। আমি বললাম মুক্তো, মণি এবং হীরে নিলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। প্রচণ্ড লোভ সত্ত্বেও আমরা শুধু দু'হাজার সোনার পাউণ্ড নিয়েছিলাম। এর জন্য আমাদের জেলখানা থেকে গণ্ডোলা পর্যন্ত ছ'বার যেতে আসতে হয়েছিল। নদীর ঘাটের প্রহরীকে দশ ব্যাগ সোনার পাউণ্ড ঘুষ দিয়ে হাত করেছিলাম। দু'জন গণ্ডোলার মাঝি ভেবেছিল তারা রিপাব্লিকের জন্য কাজ করছে। ভোরে আমরা রওনা দিলাম। সমুদ্রে গিয়ে পড়ার পর যে রাত্রি আমি কাটিয়ে এসেছি তা স্মরণে এলো। স্মরণ করলাম সে অনুভূতি যা সে রাত্রে আমাদের অভিজ্ঞতায় এসেছিল। মনশ্চক্ষে দেখলাম সেই অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার—আমরা যা পেছনে ফেলে এলাম সেই রত্নভাণ্ডার। আমার গণনায় তার মধ্যে ছিল তিন কোটি রোপ্য মুদ্রা এবং কয়েক কোটি টাকার হীরে, মুক্তা

ও রুবী। আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। স্বর্ণ জ্বরে ভুগছিলাম আমি। শিপাতে নেমে আবার উঠে বসলাম ফ্রান্সের জাহাজে। ফরাসী জাহাজে ওঠার সময় ঈশ্বর আমার প্রতি সদয় হয়ে আমার সঙ্গীকে আমার থেকে মুক্ত করে দিলেন। সে সময় এ দুর্ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে আমি একটুও চিন্তা করিনি, বরঞ্চ আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। এত উত্তেজিত হয়েছিলাম যে পরস্পরকে কিছু না বলে আমরা স্তব্ধবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, অপেক্ষা করেছিলাম নিরাপদ জায়গাটিতে এসে শান্তিতে সম্পদ উপভোগ করার জন্য। লোকটি যে পাগল হয়ে গেল এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বুঝতেই পারছেন ঈশ্বর আমাকে কিভাবে শাস্তি দিলেন। দুই-তৃতীয়াংশ হীরে লণ্ডনও আমষ্টারডামে বিক্রি না করা পর্যন্ত আমি একটুও শান্তি পেলাম না। সোনাগুলি ব্যবসায়িক লেনদেনের মুদ্রায় পরিণত করলাম। পাঁচ বছর মাদ্রিতে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর ১৭৭০ সালে পারিতে এলাম নতুন স্পেনীয় নাম নিয়ে এবং বাস করতে লাগলাম অত্যন্ত অভিজাত ষ্টাইলে। আমার প্রেমিকা তখন মৃত। সেই সুখের মধ্যে ষাট লক্ষ টাকার সম্পদ যখন আমার হাতে রয়েছে তখনই হঠাৎ অন্ধত্ব আমাকে গ্রাস করল। সন্দেহ নেই এটা জেলে অবস্থান ও পাথর কাটার পরিণাম, অবশ্য যদি সোনা-দেখায় শক্তি দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার না হয় যা শেষ পর্যন্ত আমাকে দৃষ্টিশক্তি হীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ সময়ে একটি মেয়েকে আমি ভালবাসতাম, আশাও করেছিলাম আমার ভাগ্যের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ফেলব। আমার নামের রহস্য বললাম তাকে। সে ছিল একটি শক্তিশালী পরিবারের মেয়ে। পঞ্চদশ লুই আমার প্রতি যে অনুকম্পা দেখিয়েছেন তার জন্য অনেক আশা পোষণ করতাম আমি। এই মেয়েটির প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল অগাধ। সে ছিল মাদাম দ্যু বাড়ির বান্ধবী। সে আমাকে লণ্ডনের একজন বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে পরামর্শ দিল। কিন্তু লণ্ডনে কয়েকমাস থাকার পর হাইড পার্কে একদিন সে আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল, আমাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে নিয়ে গেল সঙ্গে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ। ভেনিসের প্রতিহিংসা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি নাম ভাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম; সুতরাং কারও সাহায্য প্রার্থনা করতে পারলাম না। এই মহিলাটি যেসব গুপ্তচরকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিল তারা আমাকে শোষণ করতে লাগল। ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যেতে লাগল যা প্রায় "গিলব্লাস" এর তুল্য—তা আর আপনাকে বললাম না। তারপর এলো বিপ্লব। মেয়েটি আমাকে পাগল সাব্যস্ত করে বিশেত্‌র ঐ দু'বছর বন্দী করে রেখেছিল; অবশেষে জোর করে ঢুকিয়ে দিল কুইঞ্চ-ভিনৃটস এ। আমি তাকে হত্যা করতে পারিনি। তা করার মতো

দৃষ্টিশক্তি আমার ছিল না। আর এখন আমি এত দরিদ্র অন্য কাউকে দিয়ে তা করানো সম্ভব নয়। আমার জেলরক্ষক, বোনদেভো কারণিকে হারাবার পূর্বে যদি তার কাছ থেকে আমার সেলের অবস্থানটি জেনে নিতাম তাহলে সেই কোষাগারটি আবার খুঁজে বার করতে পারতাম এবং নেপোলিয়ঁর ভেনিস ধ্বংসের পর সেখানে ফিরে যেতে পারতাম আমি। চলুন আমরা ভেনিসে যাই, আমার অন্ধত্ব তাতে কোন বাধা হবে না। জেলখানার দরজা ঠিক বার করতে পারব। দেয়াল ভেদ করে আমি সোনা দেখতে পাচ্ছি, জলের নিচে সমাহিত সোনার গন্ধ পাচ্ছি আমি; কারণ যে ঘটনা ভেনিসের রাষ্ট্রশক্তিকে ধ্বংস করেছিল তা এমন যে এই সম্পদের গোপন কথা বিয়াঙ্কার ভাই ভেন্ড্রামিনির সঙ্গে সঙ্গে লোকে বিস্মৃত হয়ে গেছে। সে ছিল তখন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট। অন্য দশজন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আনতে পারতো সে। নেপোলিয়ঁর কাছে লিখলাম আমি, অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্ট করার প্রস্তাবও দিলাম, কিন্তু তাঁরা সবাই উন্মাদ বলে আমাকে আমল দিলেন না। চলুন, আমরা আবার ভেনিসে যাই। আমরা ভিখিরী হিসেবে যাব, ফিরে আসব কোটিপতি হিসেবে। আমার সম্পত্তি আবার কিনে নেব আর আপনি হবেন আমার উত্তরাধিকারী, আপনি হবেন রাজকুমার।'

আমার ওপর ওর এই বিশ্বাসে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার কল্পনায় তা যেন একটা কবিতার রূপ পেল। বাস্তিলের পরিখার কালো জলের ধারে, যে জল ভেনিসের খালের জলের মতোই শান্ত, সেই জলের সামনে শাদা-মাথা লোকটির দিকে তাকালাম আমি, কিন্তু কোন উত্তর দিলাম না। ফ্যাসিনো কেইন হয়তো ধরে নিয়েছে অন্যদের মতো আমিও তাকে ঘৃণা ও অনুকম্পার চক্ষে দেখছি। ওর মুখের ভাবে ফুটে উঠল হতাশার সামগ্রিক দর্শন। হয়তো এই কাহিনী তাকে নিয়ে গেছে ভেনিসের সেই সুখী দিনগুলিতে। আবার সে মুঠো করল ধরল ক্লারিওনেট, বাজাতে লাগল বারকারোল ভেনিসের বিষণ্ণ এক সঙ্গীত। ওই সঙ্গীতের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে প্রেমিক অভিজাত লোকটি তার সমগ্র প্রতিভা। এটা যেন ইহুদীদের কান্নার গান 'বেবিলনের নদীর ধারে বসে আমরা কেঁদেছিলাম। আমার চোখ দু'টি অশ্রুসজল হয়ে উঠল। যদি দেরীতে ফেরা পথিকেরা বুলভার বুঁদোঁ ধরে গিয়ে থাকে সে সময় তবে সম্ভবত তারা দাঁড়িয়ে শুনেছে নির্বাসিতের এই শেষ প্রার্থনা, শুনেছিল হারানো নামের শেষ খেদ যার সঙ্গে মিশে ছিল বিয়াঙ্কার স্মৃতি। শীঘ্রই সোনার প্রসঙ্গ আবার প্রধান হয়ে উঠল এবং যৌবনের আকস্মিক তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করল এই মারাত্মক আবেগ।

বলল সে, 'সব সময় সে সম্পদ দেখি আমি—স্বপনে জাগরণে। তার মধ্য দিয়ে আমি হেঁটে যাই; হীরেগুলো জলতে থাকে। যতটা ভাবছেন আমি ততটা অন্ধ নই। সোনা আর হীরে আমার অন্ধকারকে আলোকিত করে—'

সে প্রার্থনা উচ্চারণ করতে লাগল, কিন্তু আমি কিছু শুনতে পেলাম না।

যখন সে উঠে দাঁড়ালো আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, 'আমি ভেনিসে যাব।'

লোকটির মুখ উত্তেজনায় রক্তবর্ণ ধারণ করল। চীৎকার করে বলল সে, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত একজন লোক পেলাম।'

আমি হাত এগিয়ে দিলাম, ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম। কুইঞ্জ-ভিন্স-এর দরজায় এসে আমার করমর্দন করল সে। সে সময় বিবাহবাসর থেকে উচ্চস্বরে চীৎকার করতে করতে কয়েকজন লোক বাড়ি ফিরছিল।

'আমরা কি কালকেই রওনা দেব?' বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

'যত তাড়াতাড়ি কিছু টাকা সংগ্রহ করতে পারি।'

'কিন্তু আমরা হেঁটেও যেতে পারি। আমি ভিক্ষা করতে পারি···আমি এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছি। সামনে সোনার তাল দেখলে সব মানুষই যৌবন ফিরে পায়।'

সেই শীতেই ফ্যাসিনো কেইন মারা গিয়েছিল। দু'মাস মাত্র সে শয্যাশায়ী ছিল। হতভাগ্য লোকটির ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। ১৮৩৬

——